CMYK

চমক ভরা
ধনতেরস
৩ থেকে ১৪ নভেম্বর
(প্রতিদিন দোকান খোলা)
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
সবার সাদর আমন্ত্রণ

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 10 November, 2020 ■ আগরতলা, ১০ নভেম্বর, ২০২০ ইং ■ ২৪ কার্ত্তিক ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মোহনপুরে পৃথক জায়গায় দুই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। মোহনপুরের কাঠালতলী রাবার বাগান থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত যুবকের নাম অমিত দেব। স্থানীয় লোকজন রাবার বাগানে তার ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পান। ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পেয়ে তারা পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ এসে মৃতদেহটি উদ্ধার করে। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এটি আত্মহত্যা নাকি হত্যাকাণ্ড তা নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর ঐ এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে। এদিকে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে কাঠালতলী সহ পার্শবর্তী এলাকার জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে আসল রহস্য উদঘাটনের জন্য এলাকাবাসীর দাবি জানিয়েছেন।

এদিকে, মোহনপুরের দলদলী এলাকা থেকে এক যুবকের পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত যুবকের নাম অপু সাঁওতাল। গত বেশ কিছুদিন ধরেই সে নিখোঁজ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১লা ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে দশম ও দ্বাদশের ক্লাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। আগামী ১লা ডিসেম্বর থেকে স্কুলে শুরু হচ্ছে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর পঠন পাঠন। সাথে ওই দিনই খোলা হচ্ছে সাধারণ ও প্রযুক্তির ডিগ্রি কলেজগুলি। সোমবার বীরচন্দ্র সেন্ট্রাল লাইব্রেরিতে শিক্ষা বিষয়ক হাই পাওয়ার কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথের পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সরকারি বিধি নিষেধ মেনে স্কুল কলেজে পঠন পাঠন শুরু করা যায় এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে। জানা গিয়েছে, দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের ১লা ডিসেম্বর থেকে স্কুলে পঠন পাঠনে অংশ নিতে পারবে। এক্ষেত্রেও অভিভাবকদের সম্মতিপত্র নিতে হবে। তবে, স্কুলের রুটিন স্কুল কর্তৃপক্ষকেই তৈরি করতে হবে। কলেজ খোলার ক্ষেত্রে একই ভাবে রুটিন তৈরি করবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি। আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে প্রতিটি কলেজে ভর্তি পক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। দীপাবলির পর এই সমস্ত বিষয়গুলি নিয়ে পূনরায় হাই পাওয়ার কমিটি বৈঠকে বসবে।

গ্যাসের পাইপ লিকেজ, রাজপথে আতঙ্কে দৌড়ঝাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। সোমবার সকালে রাজধানীর আগরতলা শহরের কর্নেল চৌমুহনীতে গ্যাসের পাইপ লাইন ফেটে ধোয়া বের হতে থাকে। তাতে এলাকায় তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনী এবং টিএনজিসিএল এর কর্মকর্তাদের। খবর পাওয়ার সাথে সাথে দমকল বাহিনী এবং টি এন জি সি এল এর কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন।

দমকল বাহিনীর জওয়ানরা প্রচেষ্টা চালিয়ে আগুন আয়ত্তে আনেন। এর ফলে বড় ধরনের দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছে এলাকাটি।ঘটনাটি দিনের বেলা না ঘটে রাতের বেলা ঘটলে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করত বলে এলাকাবাসীর অভিমত।দমকল বাহিনী এবং টিএনজিসিএলএস কর্মীদের দক্ষ তার ফলে অতি সহজেই আগুন আয়ত্তে আনা সম্ভব হয়েছে। তাদের ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এলাকার জনগণ।স্থানীয় বাসিন্দারা জানান দমকল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুস্কৃতিদের হামলায় আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। ধলাই জেলার গন্ডাছড়া দেবনাথ পাড়ায় সঙ্ঘবদ্ধ হামলায় এক ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তির নাম লক্ষণ দেবনাথ। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে লক্ষণ দেবনাথ নামে ওই ব্যক্তি তার টিলা জমিতে কাজ করতে গিয়েছিলেন। তখন কয়েকজন প্রতিবেশী তার ওপর হামলা চালায়।

প্রতিবেশীদের সঙ্গবদ্ধ হামলায় গুরুতর ভাবে আহত হয় লক্ষণ দেবনাথ নামে ওই ব্যক্তি। অর্থ মৃত অবস্থায় তাকে টিলার জঙ্গলে ফেলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিহার কার, জানা যাবে আজ ভাগ্য নির্ধারণ ৩,৭৫৫ প্রার্থীর

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর (হি. স.)।। মঙ্গলবার সকাল আটটা থেকে শুরু হবে বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনা। দুপুর পর্যন্ত ফলাফল অনেকটা স্পষ্ট হয়ে যাবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। ভোটগণনার জন্য নির্বাচন কমিশন পুরোদমে প্রস্তুত। রাজ্যের ৩৮টি জেলার ৫৫টি কেন্দ্রে ভোটগণনা হবে। ৪১৪টি হলে গণনার কাজ চলবে। চরম সর্তকতা জারি করা হয়েছে গণনা কেন্দ্রের চারিদিকে।

বসানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা। নিরাপত্তার জন্য মোতায়েন করা হয়েছে ৭৮ কোম্পানি সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্স। ২৪৩ আসন বিশিষ্ট বিহার বিধানসভা নির্বাচন তিন দফায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথম দফায় ৭১ আসনের জন্য ভোট হয় ২৮ অক্টোবর। ৩ নভেম্বর দ্বিতীয় দফার ভোট আয়োজন করা হয়। দ্বিতীয় দফায় ৯৪ আসনের জন্য ভোট আয়োজন করা হয়। ৭ নভেম্বর হয়েছিল তৃতীয় দফার ভোট গ্রহণ। তৃতীয় দফায় ৭৮টি আসনে ভোট আয়োজন করা হয়।

এবারের বিধানসভা নির্বাচনে সব মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৫৭.০৫ শতাংশ। নির্বাচন কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে প্রতিটা গণনা কেন্দ্রে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তার বলয় তৈরি করা হয়েছে। এই ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে রয়েছে সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্স, বিএমপি (বিহার মিলিটারি পুলিশ), জেলা পুলিশ। গণনা কেন্দ্রগুলিতে নিরাপত্তার জন্য থাকবে ১৯ কোম্পানি সেন্ট্রাল আম পুলিশ আর্মড পুলিশ ফোর্স।

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য মোতায়েন থাকবে ৫৯ কোম্পানি সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্স। প্রতিটা ভোট গণনা কেন্দ্রে করোনা বিধি সতর্কতার সঙ্গে মেনে চলা হবে। স্যানিটাইজার এবং মাস্ক পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রতিটা গণনা কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এজেন্টরা যাতে গণনা কেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে পারে সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবার পূর্ণাঙ্গ ফল পেতে অনেক রাত হতে পারে। কারণ এবার ভোট গ্রহণের সময় ইভিএম যন্ত্রের বিপুল ব্যবহার হয়েছে। করোনা বিধি মেনে চলার জন্য ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছিল।

গত শনিবার বিহারে শেষ হয়েছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে যান দূর্ঘটনায় গুরুতর চার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি/ তেলিয়ামুড়া, ৯ নভেম্বর।। চুরাইবাড়ি থানাধীন খেরেংজুড়ি এলাকার ৮ নং জাতীয় সড়কে ভয়ংকর পথ দূর্ঘটনায় আহত তিন। তাদের মধ্যে একজনকে আশংকাজনক অবস্থায় ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে রেফার। দূর্ঘটনার পর স্থানীয় জনগণ ৮ নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে পাথর ভাঙ্গার ক্রেশার মেশিন মালিকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

পাথর ভাঙার ক্রেশার মেশিন স্থাপনের জন্য জাতীয় সড়কে রাজমিস্ত্রির মসলার কাজ করছিলো।আর পন্যবাহী লরিকে সাইড দিতে গিয়ে বাজার থেকে বাড়ি ফেরা এক বাইক চালক রাজমিস্ত্রির মসলার পণ্যসামগ্রী ও রাজমিস্ত্রির সাথে সজোরে ধাক্কা মেরে দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়।অবশেষে চুড়াইবাড়ি পুলিশের হস্তক্ষেপে টানা কয়েক ঘন্টা পর পথ অবরোধ প্রত্যাহার।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার চুরাইবাড়ি থানাধীন আসাম আগরতলা ৮ নং জাতীয় সড়কের খেরেংজুরি এলাকায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ বাংলাদেশ থেকে রাজ্যে আরও ১৮ জন নাগরিক ফিরলেন

আগরতলা, ৯ নভেম্বর (হি.স.)।। করোনা-র প্রকোপে আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে। তাই বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে বাংলাদেশে আটকে থাকা ত্রিপুরার নাগরিকদের ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। আজ ষষ্ঠ দফায় ১৮ জন ত্রিপুরার নাগরিক ফিরেছেনউ এ নিয়ে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে ৪৫৫ জন বিদেশ মন্ত্রকের বিশেষ ব্যবস্থাপনায় ত্রিপুরায় ফিরেছেন।

ইতিপূর্বে বিদেশ মন্ত্রকের সহযোগিতায় প্রথম দফায় বাংলাদেশে আটকে থাকা ১০৬ জন ত্রিপুরার নাগরিক গত ২৮ মে রাজ্যে ফিরে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১০ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছিল। তাঁদের সংস্পর্শে গিয়ে আগরতলা আইসিপিতে ৬ জন বিএসএফ এবং একজন চিকিৎসক সহ ৯ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় দফায় ২৮৮ জন ত্রিপুরার নাগরিকদের বাংলাদেশ থেকে ফেরত আনার ব্যবস্থা করেছিল বিদেশ মন্ত্রক। তাঁদের মধ্যে ১৮ জুন দুই শিশু সহ ১২২ জন এবং ১৯ জুন আরও ১২৩ জন ত্রিপুরার নাগরিক আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট দিয়ে ফিরে এসেছিলেন। এঁদের মধ্যে ৩৪ জনের দেহে করোনা পজিটিভ ধরা পড়েছিল।

এদিকে, করোনা-প্রকোপে বাংলাদেশে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে কিছুটা নিয়ন্ত্রণে করোনা তবে নিশ্চিন্ত হওয়ার কারণ নেই, বলেছে চিকিৎসক মহল

আগরতলা, ৯ নভেম্বর (হি.স.)।। করোনা-প্রকোপ ত্রিপুরায় আপাতত কিছুটা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। আজ সোমবার করোনায় আক্রান্ত হয়ে কেউ প্রাণ হারাননি। নতুন আক্রান্তের সংখ্যা মাত্র ২৬ জন। তবে নিশ্চিন্ত হওয়ার কোনও কারণ আছে বলে মনে করছে না চিকিৎসক মহল।

আজ সারা ত্রিপুরায় ১,৫৬০ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ২৬ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। অন্যদিকে, আজ ৪৪ জন করোনাক্রান্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৩১,৫৪৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ২৯,৯৮৬ জন ইতিমধ্যে সুস্থ হয়েছেন। ফলে, বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১,১৭৫ জন। এদিকে, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৩৫৬ জন করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বনির্ভর পরিবার যোজনা আনছে রাজ্য সরকার

আগরতলা, ৯ নভেম্বর (হি.স.)।। ভোকাল ফর লোকাল স্লোগানকে সামনে রেখে দীপাবলিতে স্থানীয় শিল্পীদের তৈরি পণ্য কেনার জন্য আবেদন জানিয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজ সোমবার তাঁর সরকারি বাসভবনে বিভিন্ন শিল্পীরা নিজেদের হাতে তৈরি পণ্যের প্রদর্শনী করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরায় তৈরি পণ্যের উৎকর্ষতা দেখে অভিভূত হয়েছেন। তিনি সকলের প্রশংসা করে বলেন, ত্রিপুরায় তৈরি পণ্য দেশের অন্য যে-কোনও রাজ্যের পণ্যের তুলনায় কোনও অংশেই কম আকর্ষণীয় নয়। তিনি জানিয়েছেন, ত্রিপুরা সরকার স্বনির্ভর পরিবার যোজনা আনছে। আগামী ২/৩ মাসের এর মধ্যে রূপরেখা তৈরি হয়ে যাবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার শিল্পীরা প্রতিভায় কোনও অংশেই কম যান না। তাঁদের সৃষ্টি দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। তিনি বলেন, হস্তশিল্প এবং হস্ততাঁত শিল্পের কারিগরদের তৈরি পণ্য দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রশংসার যোগ্য। তাই ত্রিপুরাবাসীর উচিত স্থানীয় শিল্পীদের তৈরি পণ্য ক্রয় করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভোকাল ফর লোকাল স্লোগানকে সফল করা।

তাঁর কথায়, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীদের ব্যবহৃত শাড়ি রাজ্য সরকার সরবরাহ করে। প্রত্যেক কর্মীকে বছরে চারটি করে শাড়ি দেওয়া হচ্ছে। সে হিসাবে ১০ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীর জন্য বছরে ৪০ হাজার শাড়ির চাহিদা রয়েছে। সেই শাড়ি বহিঃ রাজ্য থেকে ক্রয় করা হচ্ছে। কিন্তু এখন ত্রিপুরা সরকার স্থানীয় পণ্য ক্রয় করবে। তাঁর দাবি, পূর্বাশা-র মাধ্যমে ওই শাড়ি ক্রয় করা হবে। সাথে তিনি যোগ করেন, বিভিন্ন হাসপাতালে কর্মরত স্বাস্থ্য কর্মীদের পোশাক স্থানীয় কারিগরদের কাছ থেকেই ক্রয় করা হবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভোকাল ফর লোকাল- সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে স্থানীয় কারিগররা পোশাক নিয়ে যান। ছবি নিজস্ব।

নতুনবাজারে অগ্নিদগ্ধ কিশোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। গোমতী জেলার নতুন বাজার থানা এলাকার অরবিন্দ কলোনিতে অগ্নিদগ্ধ হয়েছে এক নাবালক। অগ্নিদগ্ধ নাবালকের নাম অস্মিত দাস। বাবার নাম যুটন দাস।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে শীতের পরশ থেকে বাঁচার জন্য বাড়িতেই আগুন ধরিয়েছিল ওই নাবালক। হঠাৎ আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো তার শরীরে আগুন ধরে যায়। আগুনে তাঁর শরীর ঝলসে যায়। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে নতুন বাজার হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখান থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে গোমতী জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। অসতর্কতার কারণেই এই ঘটনাটি ঘটেছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা আবহে দীপাবলি ও কালী পূজা কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ রাজ্যে

আগরতলা, ৯ নভেম্বর (হি.স.)।। করোনা-র সংক্রমণ আটকাতে দীপাবলিতে কঠোর বিধিনিষেধ আরোপ করেছে ত্রিপুরা প্রশাসন। দুর্গাৎসবের মতোই বিধিনিষেধ জারি করেছেন মুখ্যসচিব মনোজ কুমার।

এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে তাঁর আদেশ, দীপাবলি উৎসব এবং কালী পূজায় পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। আয়োজকদের ওই বিষয়টি সুনিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া, কালীমন্দির কিংবা সামাজিক সংস্থা আয়োজিত পূজা মণ্ডপের সামনে মেলার আয়োজন করা যাবে না। এদিকে, উদয়পুরে ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে কালী পূজা নিয়ে গোমতির জেলাশাসক পৃথক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন। রাজন্য আমল থেকে ওই মন্দিরে পূজা হচ্ছে। এবারই কালী পূজা অনেকটাই আড়ম্বরহীন হবে।

পূজা কমিটিগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, খোলা আকাশের নীচে কালী পূজার আয়োজন করতে হবে। তাতে, দর্শনার্থীরা দূর থেকেই মায়ের মূর্তি দর্শন করতে পারবেন। সামাজিক পূজায় প্রতিমার উচ্চতা সর্বোচ্চ ৫ ফুট রাখার জন্য বলা হয়েছে। এছাড়া, পূজা মণ্ডপে একত্রে একই সময়ে পাঁচজন থাকতে পারবেন, এমনই অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে সাফ বলা হয়েছে, পূজা মণ্ডপ দিনে অন্তত তিনবার স্যানিটাইজ করতে হবে। এছাড়া, পূজা মণ্ডপে দর্শনার্থীদের পরীক্ষা করার জন্য থার্মাল স্ক্রিনিঙের ব্যবস্থা রাখতে হবে। কারোর দেহে উচ্চ তাপমাত্রা ধরা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

বাড়িঘরে কালী পূজা উদযাপনের ক্ষেত্রে আমন্ত্রিতদের সংখ্যা ১৫-২০ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। প্রত্যেকের মাস্ক পড়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সাথে পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে, পরিবেশ দফতরের নির্দেশিকা মেনে বাজি পোড়ানো যাবে। এ-ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ বাজি পোড়ানো হলে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে, বাজারে যাতায়াতের ক্ষেত্রে ভিড় এড়িয়ে চলতে হবে। সে-দিকে জেলা পুলিশ প্রশাসনের কঠোর নজরদারি চালাতে হবে। পূজা মণ্ডপে ভিড় এড়ানোর জন্য পুলিশ প্রশাসনকে নজর রাখতে হবে। এরই সাথে সামগ্রিক বিষয়ে পুলিশ এবং পুর ও নগর সংস্থা নিজেদের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করবে।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ রাজ্যবাসীর কাছে আবেদন রেখেছেন, দুর্গাৎসবের মতোই দীপাবলি উৎসবেও করোনা মোকাবিলায় সতর্কতা অবলম্বন করুন। সরকারি আদেশ পালনে কোনও গাফিলতি করবেন না। কারণ, জনগণের সহযোগিতা ছাড়া করোনা মোকাবিলা সম্ভব হবে না। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরেও পূজা দিতে যাওয়ার ক্ষেত্রে সরকারি বিধিনিষেধ মেনে চলুন।

তাঁর কথায়, দুর্গা পূজায় ত্রিপুরাবাসী সরকারি নিয়ম পালন করেছেন। তাই এখন ত্রিপুরায় সুস্থতার হার ৯৫.০৭ শতাংশে পৌঁছেছে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, সুস্থতার হার আরও বাড়বে। তিনি জানিয়েছেন, সারা রাজ্যেই মেলা বাতিল করা হয়েছে। শুধু মন্দিরের সামনে যে সমস্ত দোকান রয়েছেন সেগুলি খোলা থাকবে।

কামান চৌমুহনী (ইউকো ব্যাঙ্কের বিপরীতে), আগরতলা, ফোন 238 1177
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর • ধর্মনগর • কলকাতা

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৩৫ ▫ ১০ নভেম্বর ২০২০ ইং ▫ ২৪ কার্ত্তিক ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

প্রকৃত শিক্ষা

শিক্ষা যে কোন জাতি, দেশ ও সমাজের উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। প্রকৃত শিক্ষা ছাড়া কোন দেশ বা জাতি কোনদিনই উন্নত হইতে পারে না। যে কোন দেশ বা রাজ্যের বাজেটের একটা বড় অংশ ব্যয় হইয়া থাকে শিক্ষাখাতে। শিক্ষিত সমাজ ব্যবস্থা গঠন করিতে না পারিলে ভবিষ্যত অন্ধকারে হাবুডুবু খাইতে বাধ্য হয়। সে কারণেই প্রতিটি দেশ, প্রতিটি রাজ্য ছাত্র যুব সমাজকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিবার আপ্রান চেষ্টা চালায়। সভ্যতার ক্রম বিবর্তনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শিক্ষাও স্থান, কাল, পাত্র বিশেষে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শিক্ষাকে যথাযথভাবে ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার মূল দায়িত্ব শিক্ষকদের। স্বাভাবিক কারণেই শিক্ষকদেরকেও প্রকৃত শিক্ষার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে হইবে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষক যদি যুগের সঙ্গে তাল মিলাইয়া শিক্ষাদান করিতে ব্যর্থ হন তাহা হইলে সেই শিক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যুগ উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করিবার জন্য সরকার ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়া থাকে। সরকার গৃহীত শিক্ষা ব্যবস্থাকে সার্থক রবিবার প্রকৃত দায়িত্ব শিক্ষকদের। যাদের হাতে শিক্ষা তাদের দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে তাহারাই যদি তাহাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তাহলে কিভাবে প্রকৃত শিক্ষা ফলপ্রসূ হইবে? এইসব কথা মাথায় রাখিয়াই

কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। তাহা নিঃসন্দেহে গুণগত শিক্ষার মান উন্নত করিবার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে। একথা অনস্বীকার্য যে শিক্ষকরাই জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষকদের ওপরই নির্ভরই করিবে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করার বিষয়টি। শিক্ষকতাকে শুধুমাত্র পেশা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। শিক্ষক প্রকৃতপক্ষে গুরু। গরুর উপর ন্যস্ত গুরুদায়িত্ব পালন করা শিক্ষকের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হইয়া উঠিয়াছে যে, একাংশ শিক্ষকরা শিক্ষকতার পেশাকে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া হিসাব-নিকাশ করিতে শুরু করিয়াছেন। বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীদের যেভাবে পাঠদান করিবার কথা রহিয়াছে ওইসব শিক্ষকরা সেইরকম ভাবে শিক্ষাদান করিতেছেন না। তাহারা প্রাইভেট টিউশনিকে পুঁজি করিয়া অর্থ উপার্জনের পথ হিসাবে বাঁচিয়া নিয়াছেন। একাংশের শিক্ষকদের এই ধরনের মানসিকতার ফলে গোটা শিক্ষক সমাজ কলঙ্কিত হইতেছেন । পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে আসিয়া দাড়াইয়াছে সরকারকে আইন প্রয়োগ করিতে বাধ্য করিতেছে। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ প্রকাশ্যে সাংবাদিক সম্মেলন করিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছেন শিক্ষকরা প্রাইভেট টিউশনি টিউশনি করিলে তাহাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সরকার বাধ্য হইবে। সরকারের এই কঠোর মনোভাব একাংশের শিক্ষকদের টিউশনি বন্ধ করিতে বাধ্য করিতেছে। প্রশ্ন হইল, যেসব শিক্ষক প্রাইভেট টিউশনি করিয়া ছাত্রদের মেধাবী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহারা যদি নিজ কর্তব্য মনে করিয়া নিজ নিজ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত শিক্ষা দান করেন তাহলে ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানের ভান্ডার আরো পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে। বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকরা সঠিকভাবে শিক্ষা দান করিলে প্রাইভেট টিউটরের কাছে ছাত্রছাত্রীদের দৌড়াইতে হইবে না। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, দীর্ঘদিন ধরিয়া চলিয়া আসা এই রীতি বদলাইতে কিছুটা সময় লাগিবে। শিক্ষকতা পেশাকে পেশা বলিয়া মনে না করিয়া শিক্ষাদানকে নেশা হিসেবে গ্রহণ করিলে প্রকৃত শিক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষিত করা সম্ভব হইবে।

শিক্ষকতার পেশাকে কলঙ্কমুক্ত করিবার জন্য শিক্ষকদেরকেই গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে সমগ্র শিক্ষকসমাজ ইহার জন্য দায়ী নহেন। যাহারা শিক্ষকতা পেশাকে কলঙ্কিত করিবার নিরন্তর প্রয়াস চালাইয়া আসিতেছেন তাদেরকে সাবধান করিতে হইবে। শুধুমাত্র আইন প্রয়োগ করিয়াই এই কঠিন পরিস্থিতি হইতে উত্তরণ সম্ভব হইবে না। ইহার জন্য প্রত্যেক শিক্ষককে নিজের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হইতে হইবে। তাহা হইলেই শিক্ষক প্রকৃত শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হইবেন।

অত্যাবশ্যক সামগ্রির মূল্যবৃদ্ধির রাশে মোদীকে চিঠি দিলেন মমতা

কলকাতা, ৯ নভেম্বর (হি. স.) : আলু, পিয়াঁজ-সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সবজির মূল্যবৃদ্ধি রুখতে পদক্ষেপ করুক কেন্দ্র। নাহলে রাজ্যবাসীর স্বার্থে তা নিয়ন্ত্রণ করতে আইন আনতে বাধ্য হবে রাজ্য। সোমবার এভাবেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ২২ সেপ্টেম্বর সংসদে পাশ হয়েছে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনের সংশোধনী বিল। তাতে পালটে গিয়েছে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের ধারণা। এই আইনের নয়া সংশোধনী নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আপত্তি জানিয়েছিলেন আগেই। প্রশাসনিক বৈঠক থেকেই ঘোষণা করেছিলেন, তা লাগু না করার আবেদন জানিয়ে কেন্দ্রকে চিঠি লিখবেন। সরকারি নিয়ন্ত্রণ উঠে যাওয়ার ফলে কালোবাজারির বাড়বাড়ন্তের আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন তিনি। সম্প্রতি বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রীর লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধিতে সেই আশঙ্কারই প্রতিফলন ঘটছে বলে মনে করছেন তিনি। সোমবার প্রধানমন্ত্রীকে লিখিতভাবে সেটাই জানালেন।

এখন থেকে চাল, আলু, পিঁয়াজ, ভোজ্য তেল, ডালের মতো বেশ কয়েকটি দৈনন্দিন খাদ্যসামগ্রী আর অত্যাবশ্যকীয় পণ্য হিসেবে গণ্য হবে না। এর ফলে এই পণ্যগুলি এবার থেকে ইচ্ছেমতো মজুত রাখতে পারবে ব্যবসায়ীরা। মজুত রাখার পাশাপাশি ইচ্ছেমতো দামে এগুলি বিক্রি করা যাবে, এক এলাকা থেকে কিনে অন্য এলাকায় নিয়ে বিক্রিতে কোনও বাধা থাকবে না। এককথায়, এই নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যগুলির কেনাবেচা এবং মজুতদারির উপর এতদিন যে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ছিল, তা পুরোপুরি উঠে যাচ্ছে। আর এখানেই আপত্তি জানিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধানমন্ত্রীকে চার পাতার চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, ২০১৪-১৫ সালে এমন মূল্যবৃদ্ধির বাজারে রাজ্যের এক্তিয়ারের মধ্যে যা ছিল, তা প্রয়োগ করে দাম নিয়ন্ত্রণের মধ্যে বাঁধতে পেরেছিলেন। কিন্তু নতুন সংশোধনী পাশ হওয়ায় রাজ্য সরকারের সেই আইন প্রয়োগের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, পরিস্থিতি বিবেচনা করে যথাযথ পরিকল্পনা ছাড়াই এই সংশোধনীটি পাশ করানো হয়েছে। আর তার ফলেই এতটা সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে।

অতিরিক্ত বিল নেওয়ায় ফের শহরের একগুচ্ছ বেসরকারি হাসপাতালকে জরিমানা স্বাস্থ্য কমিশনের

কলকাতা, ৯ নভেম্বর (হি স): করোনা কাঁটায় ভুগছে শহর। এরই মাঝে শহরের বিভিন্ন হাসপাতালের বিরুদ্ধে উঠেছে অমানবিকতার অভিযোগ থেকে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ, রোগী হয়রানির নানান অভিযোগ। আর এবার উঠল শহরের বেশ কয়েকটি বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত বিল নেওয়ার অভিযোগ। তবে, এবার অভিযুক্ত একাধিক বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা স্বাস্থ্য কমিশনের। সোমবার পাঁচটি হাসপাতালের বিরুদ্ধে জরিমানা স্বাস্থ্য কমিশনের।একাধিক সময় শহরের বিভিন্ন হাসপাতালের বিরুদ্ধে নানান ধরনের অভিযোগ উঠছে। বর্তমানের কঠিন সময়েও শহরের বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে উঠেছে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ থেকে অতিরিক্ত বিল নেওয়ার অভিযোগ। কিছুদিন আগেই চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে শহরের একাধিক হাসপাতালের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেয় সাস্থ্য কমিশন। আর এবার হাসপাতালে অতিরিক্ত বিল নেওয়ার অভিযোগে হেলথ ওয়ার্ল নার্সিংহোমকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা সাস্থ্য কমিশনের।

সার্ধশতবার্ষিকীতে দেশবন্ধুকে ফিরে দেখা

প্রবীর মজুমদার

১৯২০-র দশকে বাংলায় এক নতুন ধরনের বিকাশ হয় মূলত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে। আজ সার্ধ শতাব্দী পরে তাঁকে ফিরে দেখা বিশেষভাবে জরুরি হয়ে পড়েছে, বিশেষত বর্তমান সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আস্ফালনের মোকাবিলার পরিপক্ষিতে। ১৯৯৭ সালের এপ্রিলে অর্থাৎ ৪৭ বছর বয়সে কলকাতার ভবানীপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক অধিবেশনে সভাপতিরূপে চিত্তরঞ্জপ্রনের সরাসরি রাজানৈতিক আত্মপ্রকাশ। এক নতুন প্রাদেশিক আবেগের জোয়ার দেখা গিয়েছিল সেই সময়ের বাংলার রাজনীতিতে। তা হয়ত ভারতীয় জাতীয়তবাদের বিরোধী ছিল না, কিন্তু সর্বাংশে তার অনুগামী না হয়ে নিজস্ব পথ খোঁজার চেষ্টা করেছিল। এই ধরনের প্রাদেশিক চেতনা বাংলার মতো ভারতের প্রান্তেও বিকশিত হয়েছিল।

সেই সময়ে বাংলায় কংগ্রেসের পুরনো দিনের নেতা উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পালেদের প্রভাব কমেছে। চিত্তরঞ্জন বাংলা সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। নতুন ধরনের রাজনীতি চিত্তরঞ্জনের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সে সময়ে নির্বাচনী রাজনীতির

আত্মপ্রকাশের কারণে জনতাকে প্রভাবিত করার একটা তাগিদ উদ্ভূত হয়েছিল। প্রবীণ কংগ্রেসীদের মতো বিলেত ফেরত নামী ব্যারিস্টার হলেও তিনি রাজনীতির ভাষা হিসাবে ইংরাজির বদলে বাংলাকে স্থান করে দিলেন। পাশাপাশি অবিভক্ত বাংলার দুই প্রধান সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্যকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিলেন।

মর্লে মিন্টো সংস্কার ছিল ভারতের স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে এবং শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্তির পথে সাংবিধানিক ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এক মাইলফলক। কিন্তু মর্লেমিন্টো সংস্কারের মধ্য দিয়ে আসা পৃথক ধর্মভিত্তিক নির্বাচনের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি হওয়া উত্তেজনাময় পরিস্থিতিতে হিন্দু মহাসভার জন্ম হয়েছিল ১৯০৯ সালে। হিন্দু সমাজের ভিতর থেকে নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল এবং ধর্মভিত্তিক নির্বাচনের প্রস্তাব এলে তা আরো বৃদ্ধিপেল। বাঙালি ভদ্রলোক শ্রেণি, যারা ছিল মূলত উচ্চবর্ণ হিন্দু, তারাই বেশি

সংখ্যায় সে সময়ে কংগ্রেসের নেতৃত্ব দিলেন। এই ভদ্রলোক শ্রেণি তাদের ক্ষমতা হারানোর ভয় থেকে অধিকার সংরক্ষণের প্রশ্নে তখন এককাট্টা। অন্যদিকে চরমপন্থীরা মনে করেছিলেন হিন্দুদের একটি রাজনৈতিক সংগঠন থাকা দরকার। কংগ্রেস দ্বারা সেই উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব নয়। সেই ভাবনা থেকেই হিন্দু মহাসভার আবির্ভাব। কিন্তু সেই সময় হিন্দু মহাসভা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। ধর্মীয় উন্মাদনার মুখে দাঁড়িয়েও হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির সংকটের বাস্তব দিকগুলোকে আন্তরিকভাবে অনুধাবনের প্রয়াস লক্ষ্য করা গিয়েছিল তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। আর এর পুরোভাগে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মহাত্মা গান্ধির জাতীয় রাজনীতিতে আবির্ভাবের পর, বিশেষ করে গণআন্দোলন পর্ব শুরু হলে ধর্মীয় উগ্রতা অনেকটাই কমে যায়। ১৯১৬-র লক্ষ্ণৌ চুক্তির সূত্রে কংগ্রেস এবং মুসলিম লিগের প্রথম সারির নেতারা প্রথমবারের জন্য কাছাকাছি আসেন এবং সৌহার্দ্যের বাতাবরণ তৈরি হয়।

১৯১৯-এর অসহযোগ আন্দোলন এবং খিলাফত আন্দোলন রাজনীতির পালের হাওয়া কেড়ে নিয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৯২২-এর চৌরিচৌরার ঘটনায় গান্ধিজি আচমকাই গণআন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেন এবং এই পর্বে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ভেঙে পড়ে। এই পর্বেই জন্ম নেয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আরএসএস। নতুন করে বিকশিত হয় হিন্দু মহাসভা। সাম্প্রদায়িক বিরোধকে কাজে লাগিয়ে এই হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো পাশাপাশি একইভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছিল মুসলিম লিগও। কংগ্রেসের অনেক নেতাও সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে যথেষ্ট বিপজ্জনক অবস্থান নিলেন। এই জটিল এবং পারস্পরিক অবিশ্বাসের আবহাওয়াতে বাংলা তথা ভারতের রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলিম এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ এবং তার অনুগামীরা। কংগ্রেসের ভিরত থেকেই তারা স্বরাজ দল নামে আলাদা একটি মঞ্চ তৈরি করে এই ব্যাপারে এগিয়ে ছিলেন। চিত্তরপ্রন স্বরাজ দল তৈরির প্রয়োজন অনুভব করেন গান্ধির নেতৃত্বাধীন সর্বভারতীয় কংগ্রেসের বেশ কিছু রণকৌশলের বিপরীত অবস্থানে দাঁড়িয়ে। কংগ্রেসের যে গোষ্ঠী চিত্তরঞ্জনের সমর্থক ছিলেন,তাদের মধ্যে মতিলাল নেহরু, মদনমোহন মালব্য, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, বিটলভাই প্যাটেল প্রমুখ।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাজনীতিতে চিত্তরঞ্জন সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছিলেন হিন্দু মুসলিম ঐক্যের ওপর, তাঁর অভিমত ছিল, মুসলিম সদস্যদের আন্তরিক সহযোগিতা ব্যতিরেকে স্বরাজ্যবাসীদের ভিত পোক্ত হবে না। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন রাজনৈতিক বাস্তববাদী এবং প্রচণ্ড বিরোধিতার মুখেও নিজ অবস্থানে অনড়। হিন্দু মুসলিম ঐক্যের প্রতি প্রয়োজনীয় দিকটি বাস্তব সমাধানের উদ্দেশ্যে তিনি এক বিশেষ চুক্তির মাধ্যমে বাংলার মুসলমান সমাজের আস্থাভাজন হয়ে তাদের নিজের পক্ষে আনার চেষ্টা করেন। এই চুক্তিটিই বেঙ্গল প্যাক্ট নামে পরিচিত। ১৯২৩-এর ১৬ ই ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত স্বরাজ পরিষদীয় দলের এক সভায় এই চুক্তিটির শর্তাবলী গৃহীত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে বাংলার কংগ্রেসের অনেক নেতা চক্তিটির বিরোধিতা করেন। এংদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিপিনচন্দ্র পাল। তাঁদের ভয় ছিল যে, এই চুক্তি হিন্দু সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক প্রভাব খর্ব করবে। এবং পাশাপাশি তাঁরা চিত্তরঞ্জনের বিরুদ্ধে মুসলিম তোষণের অভিযোগ আনেন। চিত্তরঞ্জন কিন্তু সকল বিরোধিতার মুখেও অটল থাকেন। তিনি বলেন, হিন্দু মুসলমান ঐক্য ব্যতীত স্বরাজ সম্ভবপর নয়। তিনি পাশে পেয়ে যান যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়, সুভাষচন্দ্র বসু, অনিলবরণ রায়, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, প্রতাপচন্দ্র গুহকে। তাঁর এই পরিকল্পনার প্রতি বাংলার অধিকাংশ মুসলমানের প্রাণঢালা সমর্থন ছিল। এমনকী বিভিন্ন মুসলমান সংগঠন এবং গণমাধ্যমগুলো ঔদার্য প্রদর্শনের জন্য হিন্দু নেতাদের ধন্যবাদ জানান।

কিন্তু ১৯২৩-এর একেবারে শেষ লগ্নে জাতীয় কংগ্রেসের কোকনদ সম্মেলনে এই চুক্তিটি বাতিল করা হলে চিত্তরঞ্জনের স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। তাঁর মতে, কোকনদে কংগ্রেস যে মস্ত ভুলটা করেছিলে সেটি ছিল কংগ্রেসের আন্দোলনের ইতিহাসে জঘন্যতম ভুল, যার ফলে হিন্দু মুসলিম ঐক্য এক বিরাট ভাঙনের মুখে এলে। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৪৭-এ দেশভাগের বীজ রোপিত হয়ে যায়। এর পরেও দেশবন্ধু হাল ছাড়েননি। কিন্তু ১৯২৫-এ তাঁর অকালমৃত্যুতে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের পথে বাধা সৃষ্টি হয়। তার মৃত্যুর পর তাঁর কয়েকজন সমর্থকও এই চুক্তি বর্জন করেন। অনেক বাঙালি মুসলিম রাজনৈতিক নেতা মর্মাহত হন। তাঁরা কংগ্রেস ও স্বরাজ উভয় দল থেকে নিজেদের গুটিয়ে নেন। মৌলভী আব্দুল করিম, মওলানা আব্দুর, রউফ, খান বাহাদদুর আজিজুলহক, সুরাওয়ার্দি, ফজলুল হক প্রমুখ মুসলিম নেতাদের উদ্যোগে ১৯২৬ সালে ইন্ডিপেনডেন্ট মুসলিম লিগ পার্টি গড়ে ওঠে। যে ঐক্যচিন্তা থেকে চিত্তরঞ্জন তাঁর স্বরাজ দলকে নিয়ে এগিয়েছিলেন তা পরিপূর্ণ বিকাশিত হতে পারলে শুধু বাংলা নয়, গোটা ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে অন্যরকম হতে পারত।

কিন্তু ইতিহাসে কী হলে কী হত এই কল্পবিলাসে না গিয়ে আজকের দিকে একটু তাকাই। বর্তমানে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির যে বিষবৃক্ষ আমাদের সামনে যে নতুন সংকট এনে দিয়েছে, আজকের বাস্তবাতা অনুযায়ী তার মোকাবিলা করা দরকার। সেই কাজে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ আমাদের পথ প্রদর্শক হতে পারেন। দেশবন্ধুর ১৫০ তম জন্মবার্ষিকীতে দাঁড়িয়ে দেশের বর্তমান নেতাদের দেখলে শুধুই এই কথাই মনে হয়, যাঁরা নিজের সম্পদবৃদ্ধির জন্য মানুষ ঠকিয়ে রাজনীতি করেন তাঁর মানুষের কোন মঙ্গল করবেন? সাধারণ মানুষ আজ এইশব ক্ষমতালোভী রাজনীতিক দলগুলির প্রতি বীতশ্রদ্ধ। আজ প্রয়োজন দেশবন্ধুর মতো বড় চরিত্রসৃষ্টির রাজনৈতিক চর্চার। তিনি দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে শিখিয়েছিলেন। এই কারণেই ২০২০ সালের ভারতে বসে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থসিদ্ধির রাজনীতি দেখতে দেখতে এই বাংলায় দেশবন্ধুর রাজনৈতিক উত্তরাধিকার পুনরুদ্ধার করা আমাদের জরুরি কর্তব্য। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সার্ধশত জন্মবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা রইল।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

ইসিজি’র প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে কেন?

অসীম সুর চৌধুরী

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার একটা পরিসংখ্যান বলছে ফি বছর সারা পৃথিবীতে হৃৎরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ আর ভারতে এটা ২১ লক্ষ্যের উপরে। তবে এটা ২০১৬-র হিসাব। নিঃসন্দেহে এই ক’বছরে সংখ্যাটা আরও বেড়েছে। তাই করোনা কালেও বলতে হচ্ছে হৃদরোগের সমস্যাটা আরও ভয়ানক।

হৃৎপিন্ড স্বাভাবিক কাজকর্ম করছে কিনা তা জানার জন্য বর্তমানে যে যন্ত্রটার সাহায্যে আমাদের প্রথমেই নিতে হয় তার নাম ‘ইলেকট্রো কার্ডিও গ্রাম’ বা সংক্ষেপে ‘ইসিজি’। দেখা যাচ্ছে যে হৃৎপিন্ডের ছন্দময় সংকোচন ও প্রসারণের ফলে খুব অল্প পরিমাণ এ সি ভোল্টেজ (কয়েক মিলি ভোল্ট) উৎপন্ন হয়। এই এ সি তরঙ্গগুলোর গতি প্রকৃতি ইসিজি যন্ত্রে সাহায্যে দেখা যায় এবং রেকর্ডও করা যায়। বস্তুত এই তরঙ্গগুলো বিশ্লেষণ করে একজন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ অন্যায়াসেই বলেদিতে পারেন যে ওই হৃদপিন্ডের স্পন্দন স্বাভাবিক না অস্বাভাবিক।

কিন্তু আজ থেকে কয়েকশো বছর আগে হৃৎপেশীর চরিত্র সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদেরও কোনও ধারণাই ছিল না। এর সংকোচন ও প্রসারণের ফলে যে ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক ভোলেজট উৎপন্ন হয় তা ছিল অজানা। কিন্তু একটা ঘটনার পর্যবেক্ষণ জীবন বিজ্ঞানীদেরএই ব্যাপারে মনোনিবেশ করার জন্য উৎসাহিত করল।

১৭৮৬ সালের ঘটনা। তখন ইটালির বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘লুইগি গ্যালভানি’ নামে একজন বিখ্যাত শারীরবিদ ছিলেন। একদিন গ্যালভানি কতগুলো কাটা ব্যাং নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছিলেন। এই কারণে ব্যাঙের কিছু কাটা পা লবণ জলে ভিজিয়ে পিতলের হুকে গেঁছে তিনি ঝুলিয়ে রেখেছিলেন। এর ঠিক নীচে একটা লোহার রেলিং ছিল। সেই সময় হাওয়ায় দুলে দুলে ব্যাঙের পা সেই লোহার রেলিংকে বার বার স্পর্শ করছিল। গ্যালভানি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন যে ব্যাঙের পা যখনই লোহার রেলিংয়ে ছোঁয়া লাগছে তখনই সেই পায়ের মাংশপেশী কুঁচকে গিয়ে আবার ছিটকে পড়ছে। অর্থাৎ ওই কাটা পায়ের মধ্যে যেন একটা স্পন্দন দেখা গেল। এর থেকে গ্যালভানির মনে ধারণা জন্মাল যে, ব্যাঙের পায়ের মাংসপেশীতে আপনা থেকেই তড়িৎ জন্মেছে, আর যার ফলে ওইরকম স্পন্দন দেখা গিয়েছে। গ্যালভানির ধারণাটা পুরোপুরি সত্যি না হলেও প্রাণীদের মাংসপেশী সঞ্চালনের ফলে বিদ্যুৎ উৎপ্ন হয় কিনা তা জনার কিন্তু সেই শুরু। তারপর নানা গবেষণার মধ্য দিয়ে জীব বিজ্ঞানীরা জানতে পারেলেন যে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর পেশীর সংকোচন ও প্রসারণের ফলে বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়। হৃদপেশীর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটে। হৃৎপিন্ডের অবিশ্রান্ত সংকোচন ও প্রসারণের ফলে বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়। হৃদপেশীর ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটে। হৃৎপিন্ডের অবিশ্রান্ত সংকোচন ও প্রসারণের ফলে সবসময় আমাদের দেহের হৃৎপেশীতে ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়ে চলেছে। সেই ভোল্টেজ তরঙ্গের ছবি ইসিজি যন্ত্রের সাহায্যে আমরা দেখতে পাই এবং তা রেকর্ডও করতে পারি।

ইসিজি কীভাবে কাজকর্ম করে তা বুঝতে গেলে আগে হৃৎপিন্ড সম্বন্ধে কতগুলো তথ্য আমাদের জেনে নিতে হবে।

মানুষের হৃৎপিন্ডকে যদি প্রস্থচ্ছেদ করে আমরা দেখি তবে দেখতে পাব যে এতে মোট চারটে প্রকোষ্ঠ আছে। ওপরের প্রকোষ্ঠ দুটোর নাম ‘বাম অলিন্দ’ ও ‘ডান অলিন্দ’। এবং নীচের দুটোর পরিচয় ‘নাম নিলয়’ ও ‘ডান নিলয়’ নামে। রক্তকে পাম্প করে আমাদের দেহের সমস্ত প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার পেছনে হৃৎপিন্ডের ওই চারটে প্রকোষ্ঠের গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু সংকোচন ও প্রসারণের ফলে হৃৎপিন্ডে যে বৈদ্যুতিক ভোল্টেজের উদ্ভব হয় তার উৎস কোথায়? বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন যে ডান অলিন্দের একেবারে ওপরের দিকে একটা ছোট্ট বিন্দুর মতো স্থান থেকে ওই বৈদুতিক ভোল্টেজের জন্ম হচ্ছে। এই স্থানটা ‘পেশমেকার’ বা ‘সিনো অ্যাটারিয়ানল নোড’ নামে পরিচিত। সংক্ষেপে একে এস এ নোডও বলা হয়। এই এস এ নোড কতকগুলো বিশেষ ধরনের কোষ দিয়ে তৈরি যারা সমবসময় ইলেকট্রিক ভোল্টেজ উৎপন্ন করে চলেছে। এই বৈদ্যুতিক ভোল্টেজকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় ‘অ্যাকশন পোটেনশিয়াল’। এই ‘অ্যাকশন পোটেনশিয়াল’ তরঙ্গ এরপর হৃৎপিন্ডের ’রায় কেন্দ্রস্থলের একটা বিন্দুতে পৌঁছায়, যার নাম ‘অ্যাটারিও ভেন্ট্রিকুলার নোড সংক্ষেপে এ ভি নোড। তারপর কতগুলো তন্তুর সাহায্যে যাদের নাম ‘পার্কিন্‌জ’ তন্তু, এই তরঙ্গ সারা হৃৎপিন্ডে ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে হৃৎপিন্ডের চারটে প্রকোষ্ঠর মধ্যেই হৃৎপিন্ডের ‘অ্যাকশন পোটেনশিয়াল’ তরঙ্গগুলো বিরাজ করছে। হৃৎপিন্ডের গতি প্রকৃতির পরিবর্তনের সাথে সাথে এই তরঙ্গগুলোর আকৃতিরও বদল ঘটে। ইসিজি যন্ত্রে সাহায্যে তরঙ্গগুলোর হুবহু লেখচিত্র আমরা পেয়ে যাই।

প্রাণীদের হৃৎস্পন্দনের ফলে বৈদ্যুতিক প্রবাহ উৎপন্ন হয়, এই কথাটা প্রথম প্রমাণ করেন ইতালির পিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর কার্লো ম্যাটিইকসি, ১৮৩৮ সালে। কিন্তু মানুষের হৃৎপিন্ডের গতি প্রকৃতি প্রথম রেকর্ড করার কৃতিত্ব ‘আগষ্টাস ওয়ালার’-এর ১৮৮৭ সালে। তিনি ক্যাপিলার ইলেক্‌ট্রোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে ওই কাজটা করেছিলেন। কিন্তু আধুনিক ইসিজি যন্ত্রের জনক বলতে যাকে বোঝায় তিনি হলেন, প্রফেসর ইউলিয়াম এ্যাইনস্‌ওভেন। ১৯০৩ সালে তাঁর আবিষ্কৃত ইসিজি যন্ত্রের মূল বিত্তি ছিল স্ট্রিং গ্যালভানোমিটার। এই ইসিজি নামটা তিনিই প্রথম ব্যবহার করেছেন। এই আবিষ্কারের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি ১৯২৪ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। কিন্তু এই স্ট্রিং গ্যালভানোমিটার পদ্ধরি সাহায্যে হৃৎপিন্ডের গতি প্রকৃতি রেকর্ড করতে গিয়ে নানা অসুবিধা দেখা দিল। এই বাধাগুলো কীভাবে দূর হবে তা নিয়ে গবেষণা চলতে লাগল। ১৯৪৮ সালে সুইডেন-এর এক ইঞ্জিনিয়ার নাম রুনে এলম্‌কিউভিস্ট, সরাসরি রেকর্ড করার ক্ষমতাযুক্ত ইসিজি যন্ত্র তৈরি করেন। এই পদ্ধতিতে একটা ইস্ক জেট প্রিন্টার এর সাহায্যে সরাসরি ছক কাগজের উপর হৃৎপিন্ডের গতি প্রকৃতির লেখচিত্র এঁকে দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। বর্তমানে ইসিজি যন্ত্রের আরও অনেক উন্নতি সাধন করা হয়েছে। এখন কম্পিউটারইজড ইসিজি যন্ত্রে সাহায্যে হৃদয়ের অতি সূক্ষ্ম গতিপ্রকৃতির তথ্য দেখা যায় এবং রেকর্ড করা যায়। ইজিসি পরিমাপের জন্য অনেকগুলো বিশেষ দরনের ‘তার রোগীর শরীরের বিভিন্ন জায়গায় লাগানো হয়। এই তারগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে ‘ইলেকট্রোড’। সাধারণত দশটা ‘ইলেকট্রোড’ থাকে তবে তিনটে বা পাঁচটা ‘ইলেকট্রোড’ ও ব্যবহার হয়। দশটা ‘ইলেকট্রোড’কে শরীরের দশ জায়গায় স্থাপন করা হয়। এগুলো হল বাঁ হাত ও ডান হাতের কবজি, বাঁ পা ও ডান পায়ের গোড়ালির ঠিক উপরে আর বাঁদিকে বুক যেখানে হৃৎপিন্ড অবস্থান করে সেখানে ছটা বিভিন্ন জায়গায়। এই দশটা ‘ইলেকট্রোড’-এর তারের রং আলাদা আলাদা এবং কোন অঙ্গে কোন তার লাগানো হবে তা স্থির করা থাকে। একটা তালিকা করে ব্যাপারটা দেখানো হল। ইলেকট্রোডগুলো হাত, পা ও বুকের লাগানোর পর এদের ‘লিড’ নামে অভিহিত করা হয়। যেমন ডান পায়ে যে তার লাগানো হয় তাকে বলে আর এল লিড, বাঁ হাতে যে তার লাগানো হয় তার নাম এল এ লিড’ ইত্যাদি। এইভাবে সমস্ত লিডগুলো বিভিন্নভাবে বিন্যাস ও সমবায়ের সাহায্যে মোট ১২ রকম ভাবে রেকর্ড করা হয়। এর ফলে ছক কাগজে ১২ ধরনের লেখচিত্র পাওয়া যায়। এই জন্য এর নাম ‘১২ লিড ইসিজি’।

কীভাবে ইসিজি যন্ত্র কাজ করে ? খুব সহজ ও সাধারণভাবে বলা হচ্ছে। হৃৎপিন্ডের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে যে ক্ষুদ্র এ সি ভোল্টেজের সৃষ্টি হয় তা দুটো লিড এর সাহায্যে ইসিজি যন্ত্রে পৌঁছে দেওয়া হয়। যন্ত্রে ভিতর কয়েক ধাপ অ্যাম্‌প্লিফায়ার লাগানো থাকে। তার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় সেই ক্ষুদ্র এ সি ভোল্টেজ ধাপে ধাপে বর্ধিত হয়ে অনেক গুণ বেড়ে যায়। তারপর সেই বর্ধিত এ সি ভোল্টেজকে ইসিজি রেকর্ডরে নিয়ে আসা হয়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার আগরতলায় বিজেপি সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা সংখ্যা লঘু মহিলাদের মধ্যে প্রদীপ বিতরণ করেন। ছবি- নিজস্ব।

করিমগঞ্জের মেদলিছড়ায় বিবাদাকৃত অসম-মিজোরাম সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন কংগ্রেস প্রতিনিধি দলের

পাথারকান্দি (অসম), ৯ নভেম্বর (হি.স.) : পূর্ব সূচি অনুযায়ী সোমবার করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকার মেদলিছড়ায় অসম-মিজোরাম সীমান্ত এলাকা ঘুরে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছে অসম বিধানসভায় বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকিয়া নেতৃত্বাধীন কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল। মিজোরাম কর্তৃক অসমের ভূমি জবরদখলে ফলে উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছে বরাক উপত্যকার কাছাড় করিমগঞ্জে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে।

গতকাল প্রদেশ কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল কাছাড়ের লায়লাপুর এলাকা পরির্দনের পর আজ তাঁরা করিমগঞ্জের মেদলিছড়া এলাকা পরিদর্শন করেন। রাজ্য বিধানসভায় বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকিয়ার নেতৃত্বে ভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী সুস্মিতা দেব, এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক পঙ্কজ বরবরা, প্রাক্তন মন্ত্রী সিদ্দেক আহমেদ, প্রাক্তন সংসদীয় সচীব মণিলাল গোয়ালা, উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ, জেলা সভাপতি সতু রায় ও পঙ্কজ নাগ সহ অন্যান্যরা এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন। প্রতিনিধি দলটি আজ মেদলিছড়ায় উপস্থিত হয়ে পুলিশ আধিকারিক ও উপস্থিত বন দফতরের আধিকারিকদের কাছে সীমান্ত সমস্যা সম্পর্কে অবগত হন।

এর পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেবব্রত শইকিয়া জানান, কেন্দ্র ও রাজ্যে একই দলের সরকার থাকা অবস্থায় রাজ্যের প্রায় সব আন্তঃরাজ্য সীমান্ত অঞ্চলে জমি বিবাদ লেগেই আছে। উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে অসম সরকার তৎপর নয়। যার দরুন আজ রাজ্যবাসী এর দুর্ভোগে ভুগছেন। তাই তিনি সরকারের কাছে অতি সত্বর এই সমস্যা সমাধানের দাবি জানান। নতুবা আগামী দিনে এর যোগ্য প্রত্যুত্তর দেবেন রাজ্যবাসী বলেন দেবব্রত।

মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী তথা শিলচরের প্রাক্তন সাংসদ সুস্মিতা দেব বলেন, জাতি মাটি ভিটের সুরক্ষা প্রদানের ডাক দিয়ে সরকারে এসে মুখ্যমন্ত্রী আজ কেন কিছু বলছেন না। নর্থ-ইস্ট ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্স (নেডা)-এর আহ্বায়ক তথা অসমের মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার উদ্দেশ্যে সুস্মিতা বলেন, ঘটা করে উত্তর পূর্বাঞ্চলে ইতিহাস স্থাপন করার লক্ষ্যে নেডা গঠনের পর আজ কেন তিনি নিশ্চুপ? কোথায় গেল সেই সব প্রতিশ্রুতি? তিনি সরকারের নেতা মন্ত্রীদের অকুস্থলে এসে সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানান। নতুবা আগামী নির্বাচনে জনতা জনার্দনের কাছে এর জবাব দিতে হবে বিজেপিকে। তিনি বলেন, কংগ্রেস সব সময় সাধারণ জনগণের পাশে আছে ও আগামীদিনেও থাকবে। জনসাধারণের ন্যায্য দাবি ও রাজ্যের সুরক্ষার ব্যাপারে কখনও দুর্বলতার আশ্রয় নেবে না কংগ্রেস।বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বলেন, এই অবস্থার পরিবর্তন না হলে কংগ্রেস নীরব হয়ে বসে থাকবে না। বিষয়টি শীঘ্রই বিধানসভা অধিবেশনে তুলে ধরা হবে। প্রাক্তন বিধায়ক মণিলাল গোয়ালা বলেন, কেন্দ্রে ও রাজ্যে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার আজ প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যার্থতার পরিচয় দিচ্ছে।

কারোনা পরিস্থিতিতে পৌষ মেলার আয়োজন থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত বিশ্বভারতীর

শান্তিনিকেতন, ৯ নভেম্বর (হি. স.) : আশঙ্কাই সত্যিই হল। এবার করোনা অতিমারীর কারনে পৌষ মেলার আয়োজন থেকে বিরত থাকবে বিশ্বভারতী সোমবার দুপুরে বিশ্বভারতী কোর্ট কমিটির মিটিং এ আলোচনা শেষে এই বিষয়ে ঐক্যমত্যে আসে কতৃপক্ষ। তবে ঐতিহ্য মেনে একান্ত ঘরোয়া ভাবেই বিশ্বভারতী পৌষ উৎসব পালন করবে।

বিশ্বভারতীর সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন উৎসব পৌষ উৎসব ও পৌষমেলা।কিন্তু করোনা আবহে এবার মেলায় ইতি। সোমবার বিশ্বভারতীর উদ্যোগে কোর্ট কমিটির মিটিং এ আয়োজন করা হয় ভ্যারচুয়্যালি। মিটিং এ ৭০ জনের অধিক কমিটির সদস্যরা অনলাইনে অংশ নেন। বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গিয়েছে, বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী আধিকারিকরা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট দের নিয়ে মোট ৯০ জন এই কমিটির সদস্য। এদিন কমিটি মিটিং এ সদস্য হিসেবে সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংসদ স্বপন দাস গুপ্ত মিটিং এ অংশ নেন। এদিনের মিটিং বিশ্বভারতীর অ্যানুয়্যাল একাউন্স, অ্যানুয়্যাল রিপোর্ট পাশ হয়। মিটিং এ শেষ দিকে বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে করোনা পরিস্থিতির মাঝে কি আদৌ পৌষ মেলা করা সম্ভব তা নিয়ে আলোচনার প্রস্তাব দেওয়া হয়। মিটিং উপস্থিত সকলেই অতিমারীর কারনে এবার পৌষ মেলা না করার পক্ষেই মত দেয়। আগামী দিনে কোর্ট কমিটির মিটিং এর এই সিদ্ধান্ত কর্ম সমিতি কাছে ও পাঠাবে বিশ্বভারতী। তবে বিশ্বভারতীর ১২৫ বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী পৌষ উৎসব পালন করবে।তাই ৭ পৌষের উপাসনা, বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা দিবস, পরোলকগত আশ্রম বন্ধু দের স্মৃতি বাসর, খৃষ্ট উৎসব হবে একান্ত ঘরোয়া ভাবে। এই বিষয়ে কোর্ট কমিটির সদস্য সাংসদ স্বপন দাস গুপ্ত বলেন, 'করোনা পরিস্থিতির মধ্যে কোর্ট এর মিটিং এ সকলেই এক মত হয়ে পৌষমেলা না করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে ঐতিহ্য মেনে পৌষ উৎসব পালন করবে বিশ্বভারতী।'

প্রবীন আশ্রমিকদের কথায়, ১৮৪৩ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঠিক করলেন, দীক্ষিত ব্রাহ্মদের নিয়ে একটি মেলা করবেন।১৮৪৫-এর ৭ পৌষ, কোলকাতার অদূরে মেলা বসল গোরিটির বাগানে। পরে ১৮৬২ সালে বোলপুরে জনবিরল প্রান্তরের মধ্যে দুটি নিঃসঙ্গ ছাতিম গাছের তলায় মহর্ষি সন্ধান পেলেন তাঁর শান্তিনিকেতনের।পরে রায়পুরের জমিদার সিংহ পরিবারের কাছ থেকে মৌরসীস্বত্বে কিনে নিলেন।পরে ১৮৮৮ সালে ২২ মার্চ মহর্ষি শান্তিনিকেতন ট্রাস্টডিড করে লিখলেন, "ধর্মভাব উদ্দীপনের জন্য ট্রাষ্টীগণ বর্ষে বর্ষে একটি মেলা বসাবার চেষ্টা ও উদ্যোগ করিবেন।" যে ডিডে পৌষ মেলা করার নির্দেশ রয়েছে।

শান্তিনিকেতন ট্রাস্টের সম্পাদক অনিল কোনার বলেন, 'মহর্ষির ইচ্ছা অনুসারে শান্তিনিকেতনে পৌষমেলা প্রথম বসল ১৮৯৪ সালে, ৭ পৌষ।ওইদিনই শান্তিনিকেতনে উপাসনা মন্দিরের উদ্বোধন হল। মন্দিরের সামনের মাঠে স্থানীয় দের নিয়ে বসল প্রথম পৌষ মেলা।তবে মাঝে দুবার মেলা হয়। এবার ও অতিমারীর কারনে পৌষ মেলা করা যাবে না। 'তবে এর আগেও দুবার পৌষ মেলা হয় নি। ১৯১৭ সালে মন্বন্তরের সময়। এবং ১৯৪৬ সালে অবিভক্ত বাংলায় দাঙ্গার কারনে। ফের ২০২০ সালে করোনা অতিমারীর কারনে পৌষ মেলা বন্ধ থাকবে।

উত্তরাখণ্ডের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে শুভেচ্ছা প্রধামন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর (হি. স.): পাহাড়ি রাজ্য উত্তরাখণ্ডের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার নিজের টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, রাজ্যবাসীকে উত্তরাখণ্ডের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আন্তরিক অভিনন্দন। প্রগতির পথে অগ্রসর, প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ, নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যে ভরপুর এই রাজ্য ঠিক এমনই উন্নয়নের নতুন উচ্চতাকে স্পর্শ করে চলুক।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০০০ সালে ভারতের ২৭ তম রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে উত্তরাখণ্ড। প্রশাসনিক পরিষেবাকে জনগণের আরও কাছাকাছি নিয়ে যেতে একাধিক ছোট রাজ্য গঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতৃত্বাধীন ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স নেতা অটল বিহারী বাজপেয়ী। তার ফলস্বরূপ একে একে সেইসময় আত্মপ্রকাশ করে ঝারখন্ড, ছত্তিশগড় এবং উত্তরাখণ্ড।

মুখ্যমন্ত্রীর পদটাই জন্মদিনের সেরা উপহার তেজস্বীর কাছে : তেজ প্রতাপ যাদব

পাটনা, ৯ নভেম্বর (হি. স.): মঙ্গলবার বিহার বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগণনা। তার আগে সোমবার তেজ প্রতাপ যাদব জানিয়েছেন, এই বছর জন্মদিনে আরজেডি বড় উপহার দিতে চলেছে তেজস্বী যাদবকে। আর সেই উপহারটি হল মুখ্যমন্ত্রীর সিংহাসন।

বেশিরভাগ সমীক্ষা বিহার বিধানসভা নির্বাচনে আরজেডি-কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন মহাজোটকে এগিয়ে রেখেছে। কিন্তু সমীক্ষাকে খুব একটা গুরুত্ব না দিয়ে তেজ প্রতাপ যাদব জানিয়েছেন, এক্সিট পোলের ওপর ভিত্তি করে মহাজোটের জয় নিয়ে নিশ্চিত হচ্ছি না। জনগণের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে এই নিশ্চয়তা পেয়েছি। নীতীশ কুমারের জেডিইউকে

ছয়ের পাতায়

বিমান বাংলাদেশ বন্ধ রাখছে ঢাকা-কলকাতা রুটের পরিষেবা

ঢাকা, ৯ নভেম্বর (হি. স.) : কলকাতা রুটে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিমান পরিষেবা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাষ্ট্রায়ত্ত বিমান সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স।

আগামী ১২ নভেম্বর বৃহস্পতিবার থেকে এই বিমান চলাচল বন্ধ থাকবে বলে সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। তবে একই রুটে চলাচলকারী বেসরকারি বিমান সংস্থা ইউএস বাংলার পক্ষ থেকে এখনও পরিষেবা চালিয়ে যাওয়া নিয়ে কিছু জানানো হয়নি।

কিন্তু আচমকাই কেন ঢাকা-কলকাতা-ঢাকা রুটে বিমান চালানো বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত, তা নিয়ে কোনও ব্যাখ্যা দেয়নি বিমান বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ। সূত্রের খবর, গত ১ নভেম্বর থেকে ঢাকা-কলকাতা-ঢাকা রুটে বিমান পরিষেবা চালুর পর থেকেই যাত্রী সঙ্কটে ভুগছিল বাংলাদেশ বিমান। ভারত সরকার এখনও পর্যটক ভিসা না দেওয়ায় ঢাকা-কলকাতা রুটে তেমন যাত্রী হচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গে করোনার সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় চিকিৎসার জন্যও বাংলাদেশিরা কলকাতার পরিবর্তে চেন্নাইকেই বেছে নিচ্ছেন। পাশাপাশি কলকাতা থেকেও বাংলাদেশে আসা যাত্রী সংখ্যা অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত তাই ঢাকা-কলকাতা রুটে বিমান পরিষেবা স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘ আট মাস ধরে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বিমান চলাচল বন্ধ ছিল। অবশেষে দুই দেশে গত ২৮ অক্টোবর 'এয়ার বাবল' চুক্তির মাধ্যমে ফের বিমান চলাচল শুরু হয়। ঢাকা-কলকাতা, ঢাকা-দিল্লি, ঢাকা-চেন্নাই ও চট্টগ্রাম-চেন্নাই রুটে বিমান পরিষেবা শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে সপ্তাহে দু'দেশের মধ্যে ৫৬টি ফ্লাইট চলাচল শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের সরকারি বিমান সংস্থা বিমান বাংলাদেশের পক্ষ থেকে ঢাকা-কলকাতা, ঢাকা-দিল্লি ও ঢাকা-চেন্নাই রুটে ফ্লাইট চালানো হচ্ছে। তিন রুটে সপ্তাহে তিনটি করে বিমান চালাচ্ছে সংস্থাটি। এর পর আচমকাই ঢাকা-কলকাতা রুটে বিমান পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

অবরুদ্ধ ২১টি পণ্যবাহী লরি পুলিশি ঘেরাটোপে মিজোরামে পাঠাল কাছাড় জেলা প্রশাসন

শিলচর (অসম), ৯ নভেম্বর (হি.স.) : কাছাড় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী নিয়ে মিজোরামে রওয়ানা হয়েছে লরি। প্রশাসনিক ম্যাজিস্ট্রেট তথা সোনাইয়ের সার্কল অফিসার সুদীপ নাথের উপস্থিতিতে অসম-মিজোরাম সীমান্তের লায়লাপুর থেকে সোমবার ২১টি পণ্যবাহী লরি পুলিশি নিরাপত্তার মাধ্যমে দীর্ঘ ১২ দিন পর মিজোরামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। কিছু সংখ্যক যাত্রীবাহী গাড়িও গিয়েছে মিজোরাম। সার্কল অফিসার সুদীপ নাথ জানিয়েছেন, মিজোরামে আটক খালি ট্রাকগুলোও কাছাড়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে।

উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় গৃহসচিব অজয়কুমার ভাল্লার মধ্যস্থতায় অসম ও মিজোরামের মুখ্যসচিবদ্বয়ের মধ্যে রবিবার ভিডিও কনফারেন্সিঙের মাধ্যমে আলোচনার পর সীমান্ত পরিস্থিতি উন্নতির দিকে এগোচ্ছে। মিজোরামের মুখ্যসচিবের শর্তানুসারে সীমান্তের অর্থনৈতিক অবরোধ প্রত্যাহার করা হলে অসমের জমি ছেড়ে চলে যাবে মিজোরাম পুলিশ ও মিজো জনগণ। যথারীতি অর্থনৈতিক অবরোধ শিথিল করে পণ্যবাহী ট্রাকগুলো পুলিশি নিরাপত্তা সহকারে মিজোরামে পাঠিয়েছে অসম সরকার। এবার দেখার বিষয় অসমের জমি জবরদখল ছেড়ে নিজেদের সীমানায় যায় কিনা মিজোবাহিনী।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফ্যাসিস্ট বলে কটাক্ষ করলেন তেজস্বী সূর্য

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর (হি. স.): বছর ঘুরলেই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন। রাজ্য রাজনীতি সরগরম বিজেপি বনাম তৃণমূলে। এমন পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র রাজনৈতিক আক্রমণ শানালেন বিজেপির যুব মোর্চার সর্বভারতীয় সভাপতি তেজস্বী সূর্য। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বৈরাচারী, ফ্যাসিস্ট সরকারকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিদায়ের দরজা দেখিয়ে দেওয়া হবে বলে দাবি করেছেন গেরুয়া শিবিরের এই প্রতিশ্রুতিমান নেতা।

সম্প্রতি বিজেপির নবান্ন অভিযানে রাজ্য পুলিশের অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হন তেজস্বী সূর্য। এই বিষয় লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার কাছে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব লোকসভায় পেশ করার আর্জি জানান। পরে সোমবার দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তেজস্বী সূর্য জানিয়েছেন, রাজ্যে বিজেপি কর্মীদের আত্মত্যাগ ব্যর্থ হবে না। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট সরকারকে বিদায়ের দরজা দেখিয়ে দেওয়া হবে। সেই সকল দায়িত্ববান ভারতীয় যারা সংবিধানের প্রতি আস্থাশীল। যারা সংবিধানের প্রকৃত মর্যাদা ও মূল্যবোধকে সম্মান করে ও বাক স্বাধীনতায় বিশ্বাসী তাদের উচিত পশ্চিমবঙ্গের ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে সরব হওয়া। স্বামী বিবেকানন্দ, ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংস, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিবিজড়িত মাটিতে সংবিধান ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সর্বোচ্চ মর্যাদা পাক। এই দাবিতে সরব হতে হবে সকলকে। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে ছিলেন অপর বিজেপি নেতা জ্যোতির্ময় মাহাতো। তিনি উপস্থিত সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, অত্যাচারী তৃণমূলের লুপ্ত হয়ে যাবে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ২০০ বেশি আসনে জয়যুক্ত হবে বিজেপি। নিজের রাজনৈতিক জীবন শেষ হতে দেখে পশ্চিমবঙ্গ তলানীতে নিয়ে গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কাছাড়ে ছাত্রছাত্রীদের আধারকার্ড তৈরি কর্মসূচির শুভারম্ভ

শিলচর (অসম), ৯ নভেম্বর (হি.স.) : সোমবার কাছাড় জেলার ছাত্রছাত্রীদের জন্য আধার কার্ড তৈরি কর্মসূচি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল। শিলচর সরকারি বালিকা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এর সূচনা করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর নামে আধার কার্ড তৈরি বাধ্যতামূলক করেছে সরকার।

ছাত্রছাত্রীদের জন্য আধার কার্ডের সূচনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাছাড়ের অতিরিক্ত জেলাশাসক (শিক্ষা) রাজীব রায়, কাছাড় জেলায় আধার কার্ডের নোডাল অফিসার ড় খালেদা সুলতানা, শিলচরের স্কুলসমূহের পরিদর্শক সেমিনা ইয়াসমিন আরা রহমান, জেলা প্রাথমিক শিক্ষাধিকারিক তথা সর্বশিক্ষার জেলা মিশন সমন্বয়ক সুমিত্রা দেব, প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি ইন্সপেক্টর নুরুল হক মাঝারভুইয়াঁ, শিলচর সরকারি বালিকা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সোমা শ্যাম, সর্বশিক্ষা অভিযান মিশনের প্রোগ্রাম অফিসাররা।

এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে জেলা প্রাথমিক শিক্ষাধিকারিক সুমিত্রা দেব জানান, ছাত্রছাত্রীদের জন্য আধার কার্ড তৈরির ক্ষেত্রে ভারত সরকারের এই উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান সময়ে দৈনন্দিন প্রত্যেক বিষয়ে আধার কার্ডের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই এই মহৎ কাজে নিয়োজিত কর্মীদের যথাসময়ের মধ্যে যত্ন সহকারে আধার কার্ড তৈরির কাজ সম্পন্ন করার আহ্বান জানান তিনি। অতিরিক্ত জেলাশাসক তথা আধার নোডাল অফিসার ড় খালেদা সুলতানা আহমদ বলেন, ছাত্রছাত্রীদের জন্য নাম ঠিকানা জন্মের তারিখ প্রভৃতি বিশুদ্ধভাবে আধার কার্ড তৈরির প্রক্রিয়ায় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা হবে। বিশেষ এই কর্মসূচি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে জেলা প্রাথমিক শিক্ষাধিকারিক ও স্কুল পরিদর্শকের সক্রিয় তদারকি জারি রাখতে অনুরোধ জানান খালেদা সুলতানা আহমদ।

অতিরিক্ত জেলাশাসক (শিক্ষা) রাজীব রায় বলেন, ছাত্রছাত্রীর জন্য আধার তৈরির সিদ্ধান্ত হচ্ছে সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। কাছাড় জেলার মোট আটটি শিক্ষা ব্লকের অধীনে মোট দুই লক্ষ ৯৫ জন ছাত্রছাত্রীর নামে তৈরি হবে আধার কার্ড। তিনি আরও জানান, সরকারি, প্রাদেশিকৃত, ভেঞ্চার, ব্যক্তিগত মালিকানাধীন, ট্রাস্ট পরিচালিত সবরকমের স্কুলের ছাত্রছাত্রীর নামে আধার তৈরি করা হবে। তাই প্রত্যেক স্কুলের প্রধানশিক্ষক, অধ্যক্ষ ও অভিভাবকদের এই কর্মসূচিকে সফল করতে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়ছেন রাজীব রায়। এক্ষেত্রে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট থাকলে সহজে আধার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়।

আজ প্রথম দিনে সরকারি বালিকা উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নয় জন পড়ুয়ার আধার এনরোলমেন্ট করা হয়েছে। পরবর্তীতে জেলার প্রত্যেক ক্লাসটার ভিত্তিক প্রতিটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীর জন্য আধার কর্মসূচি শুরু করা হবে বলে এদিনের সভায় জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, সরকারি নির্দেশানুসারে জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় সর্বশিক্ষি অভিযান মিশনকে নোডাল এজেন্সি হিসেবে নিয়োজিত করা হয়েছে

হাইলাকান্দির সমাবেশে অসমের সর্বানন্দ সরকারকে উৎখাতের ডাক এআইইউডিএফ-প্রধান বদরউদ্দিনের

হাইলাকান্দি (অসম), ৯ নভেম্বর (হি.স.) : বিশাল কর্মীসভায় অসমের সর্বানন্দ সনোয়াল সরকারকে উৎখাতের ডাক দিলেন এআইইউডিএফ-প্রধান ধুবড়ির সাংসদ মৌলানা বদরউদ্দিন আজমল। সোমবার লালার আয়নাখাল তেমাথায় দলের এক কর্মীসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা সহ রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে রীতিমতো হুংকার ছুঁড়েছেন ধুবড়ির সাংসদ বদরউদ্দিন।

এদিন হাফ ডজন বিধায়ক সহ এক ঝাঁক দলীয় নেতাকে পাশে নিয়ে আজমল রাজ্যের জোট সরকারকে তুলোধুনো করেছেন। মৌলানা বদর উদ্দিন আজমল বলেন, দলীয় টিকিট একটি বিধানসভা কেন্দ্রে দেওয়া হবে মাত্র একজনকে। একজনের টিকিট পাওয়ার পর প্রত্যাশী সবাইকে একজোট হয়ে দলীয় প্রার্থীকে বিজয়ী করতে লড়াই করার আবেদন জানান তিনি। আজমল হতাশা ব্যক্ত করে বলেন, হাইলাকান্দির বিধায়করা এমন কোনও কাজ করতে পারেননি, যেগুলি মানুষকে দেখানো যায়। তিনি ক্ষোভ ব্যক্ত করে বলেন, অনেকে চান টাকার জোরে টিকিট নিয়ে নিতে। যাদের কোনও বিষয়ে ন্যূনতম জ্ঞান নেই তারা বিধায়ক হতে অধিক আগ্রহী। আজমল ঘোষণা করে বলেন, হাইলাকান্দিতে একটি হাসপাতাল গড়তে চান তিনি। এই হাসপাতালের জন্য যে টিকিট প্রত্যাশী নির্বাচনের আগে পাঁচ কোটি আর পরবর্তী পাঁচ বছরে পাঁচ কোটি টাকা দেবেন তাঁকে তিনি টিকিট দিয়ে দেবেন। পাশাপাশি তিনি মুসলিম মেয়েদের পড়ানোর পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, মুসলিম সমাজকে শিক্ষায় দীক্ষায় অগ্রসর করতে না পারলে সমাজকে রক্ষা করা যাবে না। অনাথ শিশুদের লালন পালন করার আহ্বান জানান তিনি। পাকিস্তান জিন্দাবাদ ইস্যুতে তিনি হিমন্তবিশ্ব শর্মার সমালোচনা করে বলেন, এই লোকটি অসমে দাঙ্গা বাঁধাতে চাইছে। তাই হিমন্তবিশ্বের প্ররোচনায় পা না দিতে তিনি জনতার প্রতি আহ্বান জানান। হিমন্তবিশ্ব শর্মার পদত্যাগ দাবি করে আজমল বলেন, আপনারা ক্ষমতা ছাড়ুন, আমরা সরকার চালাব। আজমলের মতে, কাছাড়ের দুই জ্বলন্ত সমস্যার একটি হচ্ছে কাছাড় কাগজ কল। তিনি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেন, তাঁদের জোট ক্ষমতায় এলে ছয়মাসের মধ্যে দুটি কাগজকল ফের চালু করা হবে।

আজকের সভায় অন্যান্যদের মধ্যে জেলা পরিষদ সদস্য শহিদুল আলম, খলিল আহমেদ চৌধুরী, আব্দুল কাদির, প্রাক্তন সাংসদ রাধেশ্যাম বিশ্বাস, এআইইউডিএফ-এর সাধারণ সম্পাদক নবিনা সুলতানা মজুমদার প্রমুখ বক্তব্য পেশ করেছেন।

মানকাচরে ইমদাদুল অপহরণ ও হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে গ্রেফতার ১২ জনের হাজতবাস

মানকাচর (অসম), ৯ নভেম্বর (হি.স.) : দক্ষিণ শালমারা মানকাচর জেলার মানকাচর থানা এলাকার কালাপানি মহিশঘোমা গ্রামের জনৈক ইমদাদুল ইসলামকে অপহরণ করে নির্মমভাবে খুন করার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে মোট ১২ জনে গ্রেফতারের পর আজ বিচারবিভাগীয় আদালতে পেশ করেছিল পুলিশ। শুনানি শেষে আদালত তাদের সবাইকে কারাগারে পাঠিয়েছে। অভিযুক্তদের নাম যথাক্রমে আহমেদ হুসেন, সাইফুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম, নজমুল হক, বাহারুল ইসলাম, গোলাম রব্বানি, নমেজ সাংমা, মলুম উদ্দিন, রিজাবুল হক, সিমেট আর মারাক, রফিকুল হক এবং মুসাদ্দুর আলম। জেলার পুলিশ সুপার রাজেন্দ্র ওঝা এই খবর দিয়ে জানান, ২০ অক্টোবর কালাপানি মহিশঘোমা গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত জনৈক শিক্ষক রফিকুল ইসলামের ছেলে ইমদাদুল ইসলামকে ১২ জনের দুর্বত্তের এক দল অপহরণ করেছিল। এর পর গত ২৬ অক্টোবর প্রতিবেশী রাজ্য মেঘালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিম গারোপাহাড় জেলার একটি ঘন জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ে অপহৃত ইমদাদুলের গলা কেটে তাকে খুন করে তার মুখে অ্যাসিড ঢেলে দেয় অপহরণকারীরা। তাকে খুন করার পর অপহরণকারীরা ইমদাদুলের পরিবারের কাছ থেকে ১০ লক্ষ টাকা মুক্তি দাবি করে বলে জানান পুলিশ সুপার।

তিনি জানান, ইমদাদুলের পরিবারের পক্ষ থেকে অপহরণ সংক্রান্ত এক এফআইআর দাখিল করা হয় কালাপানি পুলিশ ফাঁড়িতে। এফআইআরের ভিত্তিতে এক মামলা রুজু করে তদন্ত-অভিযানে নামে পুলিশ। ইত্যবসরে গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গত ৩ নভেম্বর ভোরে ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে ৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতরা ইমদাদুলকে অপহরণ করেছে বলে স্বীকার করে। ওই স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে ওই দিনই সকালের দিকে ধৃতদের নিয়ে মেঘালয়ের পুলিশের সহায়তায় গারোপাহাড়ে অভিযান চালিয়ে অপহৃত যুবক ইমদাদুলের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার করে কালাপানি পুলিশ। সেখান থেকে পুলিশ মেঘালয়ের বাসিন্দা গারো জনগোষ্ঠীর দুই যুবককে গ্রেফতার করে।

পুলিশ সুপার ওঝা জানান, ইমদাদুলকে অপহরণ এবং খুনের সঙ্গে জড়িত অভিযোগে মোট ১২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরা সকলেই মূল অভিযুক্ত। প্রথম অবস্থায় পুলিশ ৯ জনকে গ্রেফতার করে তাদের নিয়ে মৃতদেহ উদ্ধারের পর ধৃতদের নিজেদের জিম্মায় নিয়েছিল যদিও আজ এদের সকলকে হাটশিঙিমারি মহকুমা বিচারবিভাগীয় আদালতে পেশ করা হয়েছিল। আদালত সকলকে ধুবড়ি কারাগারে পাঠিয়ে দিয়েছে।

মাস্ক পরা এবং দুই গজের দুরত্বের উপর গুরুত্ব দিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর (হি. স.): কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী ডা: হর্ষবর্ধন সোমবার অন্ধ্রপ্রদেশ, অসম, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, কেরল, পঞ্জাব, রাজস্থান, তেলেঙ্গানা এবং পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। ভারতের এই ৯ রাজ্যে করোনা পরিস্থিতি রোধ করার লক্ষ্যে এই সমীক্ষা বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। গোটা বৈঠকটাই ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগামী দিনে উৎসবের মরসুমে সাধারণ মানুষকে আরও সচেতন হয়ে চলতে হবে। করোনা মহামারী কাল একাদশতম মাসে পদার্পণ করেছে। ফলে এমন পরিস্থিতিতে আরও সতর্ক হতে হবে। বিশেষ করে দীপাবলি, ছট পুজো, মকর সংক্রান্তি, ক্রিসমাসে আরও সতর্ক হয়ে চলতে হবে। কারণ শীতে করোনা সংক্রমণ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। করোনা প্রতিরোধের লক্ষ্যে দেশজুড়ে কেন্দ্র যে সতর্কতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে সেদিকে আলোকপাত করতে গিয়ে হর্ষবর্ধন জানিয়েছেন, করোনা পরীক্ষার জন্য আগে যেখানে একটি মাত্র পরীক্ষাগার ছিল। আজ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২০৭৪। প্রত্যেকদিন গোটা দেশে ১.৫ মিলিয়ন পরীক্ষা হয়ে চলেছে। প্রধানমন্ত্রী নিজে দেশবাসীকে মাস্ক পরা এবং দুই গজের দূরত্ব বজায় রেখে চলতে বলেছে। করোনা থেকে বাঁচতে হলে এই সতর্কতাকে জন আন্দোলনে পরিণত করতে হবে।

এনসিডিসির অধিকর্তা ডা: সুজিত কে সিং রাজ্যগুলি কি পদক্ষেপ নিয়েছে সে সম্পর্কে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে অবগত করান। পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্যের একাধিক জেলাগুলি নিয়ে আলোচনা হয় যেখানে করোনা সবথেকে বেশি পরিমাণে বেড়ে চলেছে।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

মিশেল ওবামার সঙ্গে মেগান মার্কেল

এ বছর গার্ল আপ লিডারশিপ সামিট অনুষ্ঠিত হবে অনলাইন প্ল্যাটফর্মে। আর এখানে সাবেক মার্কিন ফার্স লেডি মিশেল ওবামার সঙ্গে বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছেন ছোট ও বড় পর্দার তারকা মার্কিন অভিনেত্রী মেগান মার্কেল। এ ছাড়া আছেন ভারতীয় তারকা প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। চলতি বছরের শুরুতেই প্রিন্স হ্যারি ও তাঁর স্ত্রী মেগান মার্কেল আকস্মিক এক ঘোষণায় রাজকীয় দায়িত্ব ছেড়ে দেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে মা রাজকুমারী ডায়ানা ব্রিটিশ রাজপরিবারে যে ধরনের টানাপোড়েনের জন্ম দিয়েছিলেন, তাঁর ছেলে হ্যারি সম্ভবত তার চেয়েও বড় সংকটের জন্ম দিয়েছেন বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে বিবিসি। তবু প্রিন্স চার্লসের দ্বিতীয় পুত্র হেনরি চার্লসকে ''প্রিন্স হ্যারি'' সম্বোধন বন্ধ হচ্ছে না। দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার পরও মার্কিন মিডিয়া সমানে মেগান মার্কলকে ডেকে যাচ্ছে ''ডাচেস অব সাসেক্স''। মার্কিন মিডিয়ায় একের পর এক সংবাদ হয়ে আসছেন মেগান মার্কেল। তারই সর্বশেষ সংযোজন সাবে ফার্স লেডি মিশেল ওবামা ও প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার সঙ্গে বিশেষ বক্তৃতার জন্য আমন্ত্রিত হওয়া।

মজার ব্যাপার হচ্ছে, মেগান একা নন, সামিটের ভিডিও কলে ৩৮ বছর বয়সী মেগানের সঙ্গী হবেন ''প্রিন্স হ্যারি''ও। অর্থাৎ তিনিও অংশ নেবেন এই সামিটে।১৩ থেকে ১৫ জুলাইয়ের ওই আয়োজনে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাও উপস্থিত হবেন বলে কথা রয়েছে। এই লিডারশিপের মূল লক্ষ্য নারী—পুরুষের বৈশ্বিক বৈষম্য দূর করে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নারীদের আত্মবিশ্বাসী করে তোলা।

আলিয়ার যে স্বপ্ন পূরণ হলো

ছোটবেলা থেকেই আলিয়া ভাটকে একটা স্বপ্ন তাড়া করত। বাবা মহেশ ভাটের পরিচালনায় কাজ করতে চেয়েছিলেন আলিয়া। এই বলিউড নায়িকা চেয়েছিলেন, তাঁর বাবা এমন একটা ছবি বানাবেন, যেখানে পরিবারের সবাই অভিনয় করার মতো। এবার 'সড়ক টু' ছবির মাধ্যমে আলিয়ার সেই স্বপ্ন পূরণ হলো। ডিজনি-হটস্টারে আসতে চলেছে মহেশ ভাট পরিচালিত ছবি 'সড়ক টু'। এই ছবিতে মহেশের দুই কন্যা আলিয়া ও পূজাকে একসঙ্গে দেখা যাবে। পূজা ভাট এর আগে বাবার পরিচালনায় একাধিক ছবিতে কাজ করেছেন। তবে আলিয়ার জন্য এই প্রথম।

সম্প্রতি এক ভাচ্যুয়াল সংবাদ সম্মেলনে আলিয়া জানালেন তাঁর সেই তাড়িত করা স্বপ্নের কথা। বাবা মহেশ ভাটের পরিচালনায় কাজের প্রসঙ্গে আলিয়া বলেন, 'ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন দেখতাম, বাবা আর আমি এক ছবিতে কাজ করব। পাশাপাশি পরিবারের সবাই মিলে একটা ছবি করারও ইচ্ছা ছিল। ''সড়ক টু'' ছবির মাধ্যমে আমার সেই স্বপ্ন পূরণ হলো।' বাবা হিসেবে নয়, পরিচালক মহেশ ভাটের ছবির বড় ভক্ত আলিয়া। তাই বাবার ছবিতে কাজের সুযোগ পেয়ে দারুণ উচ্ছ্বসিত। মহেশ ভাটের ছবির প্রসঙ্গে আলিয়া বলেন, 'ছোটবেলা থেকেই আমি বাবার ছবিকে ঘিরে খুব উৎসাহিত থাকতাম। ওনার ছবি মুক্তির অপেক্ষায় থাকতাম। ওনার কন্যা হিসেবে আমি সব সময় গর্ব বোধ করি। বাবার পরিচালিত গানের দৃশ্যে অভিনয় করার খুব ইচ্ছা ছিল। কারণ, বাবা খুব যত্নের সঙ্গে ছবিতে গানের ব্যবহার করেন। ''ভাট ক্যাম্পে''র ছবির গান সবাই খুব পছন্দ করে।'

কথায় কথায় উঠে আসে লকডাউনে আলিয়ার রোজনামচার কথা। এই লকডাউন তাঁকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। নিজেকে এর আগে এভাবে সময় দেওয়া হয়নি জানিয়ে আলিয়া বলেন, 'লকডাউনের কারণে আমি অনেকটা সময় পেয়েছি। বলা যায় অফুরন্ত অবসর পেয়েছি। আর এই অবসর আমি নানানভাবে উপভোগ করেছি। আমার মন যা চেয়েছে, আমি তা-ই করেছি।' তিনি আরও বলেন, 'ওটিটি প্ল্যাটফর্মে আমি প্রচুর ছবি এবং ওয়েব সিরিজ দেখেছি। শুটিংয়ের কারণে সিনেমা বা সিরিজ দেখার সময়ই পেতাম না। আমি সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে টিভি বা ল্যাপটপে নানান ধরনের ছবি এবং ওয়েব সিরিজ দেখেছি।'এ ছাড়া লকডাউনে গিটার বাজানো শিখেছেন আলিয়া। মেডিটেশন আর যোগব্যায়ামও দারুণ উপভোগ করছেন। এমনকি মাঝেমধ্যে রান্নাও করছেন।

কালো ব্রণ তাড়াতে

বর্ষার আর্দ্রতায় ত্বকের সমস্যা বেড়ে যায় বহুগুণ। ভেজা আবহাওয়ার কারণে ত্বকে ময়লা জমে সহজেই। এ থেকেই হতে পারে ব্ল্যাক হেডসের মতো সমস্যা। এটিকে ত্বকের ছোট সমস্যা মনে হলেও ব্ল্যাক হেডস ত্বকের উজ্জ্বলতা নষ্ট করে দেয়। দীর্ঘদিন পরিষ্কার না করলে অনেক সময় স্থায়ীভাবেও দাগ হয়ে যেতে পারে।মুখে তৈলাক্ত ভাব ও ধুলাবালি জমে থাকার কারণে ত্বকে ব্ল্যাক হেডসের মতো সমস্যা দেখা দেয়। ব্ল্যাক হেডস একধরনের ব্রণ। এতে ত্বকে একধরনের কালো গুঁড়ি গুঁড়ি ছোপের মতো তৈরি হয়; যা সাধারণত নাক, কপাল ও গালের আশপাশেই বেশি দেখা যায়। এটিকে একধরনের খোলা ছিদ্রযুক্ত ব্রণও বলা যেতে পারে। যা তেল, ধুলো—বালি ও মৃতকোষ দিয়ে ভরা থাকে। ব্ল্যাক হেডসের কারণে মুখের লাবণ্য একেবারেই হারিয়ে যায় বলছিলেন বিন্দিয়া এক্সক্লুসিভ বিউটি পারলারের স্বত্বাধিকারী শারমিন কচি।

কোন ধরনের ত্বকে বেশি হয় ব্ল্যাক হেডস

সাধারণত তৈলাক্ত ত্বক ও শুষ্ক ত্বকে ব্ল্যাক হেডস হয় বেশি। তবে ত্বকের সব জায়গাতে দেখা যায় না। বিশেষ করে নাক ও নাকের চারপাশে গালের ওপরের অংশ এবং থুতনিতে বেশি ময়লা ও তেল আটকায় বলে বেশি ব্ল্যাক হেডস হয়। এগুলো দেখতে ছোট ছোট গোটার মতো আর এর মুখ হয় সাদা। চাপ দিলে ছোট ছোট সাদা অথবা কালো শাঁস বের হয়।

কত দিন পর পরিষ্কার করা উচিত

ব্ল্যাক হেডস খুব বেশি পরিমাণে হলে প্রথম দিকে সপ্তাহে তিন দিন। এরপর পরিমাণ কমে এলে সপ্তাহে এক দিনও পরিষ্কার করা যায়।

ত্বকের যা ক্ষতি হয়

এতে ত্বকের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। ত্বক উজ্জ্বলতা ও লাবণ্য হারায়। এ ছাড়া ত্বক অমসৃণ করে তোলে ব্ল্যাক হেডস। ঘরোয়া উপাদান ব্যবহার করেও ব্ল্যাক হেডস দূর করা যেতে পারে।

যেসব উপাদানে দূর হবে ব্ল্যাক হেডস

লেবু

লেবুর ওপর চিনি বা লবণ দিয়ে ত্বকে ঘষে নিন। ১০-১২ মিনিট ঘষে নেওয়ার পর মুখ ধুয়ে ফেলুন।

দারুচিনি

দারুচিনি ত্বক পরিষ্কার ও উজ্জ্বল রাখতে বেশ ভালো কাজ করে। ১ চা-চামচ দারুচিনি গুঁড়ার সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে স্ক্রাব তৈরি করে লাগাতে হবে এবং ২০ মিনিট পর ধুলে ব্ল্যাক হেডস অনেকটাই কমে যাবে।

অ্যালোভেরা

ব্ল্যাক হেডস বা ওয়াইট হেডস, ব্রণ বা মুখের অতিরিক্ত তেল দূর করার জন্য অ্যালোভেরা জেলের তুলনা হয় না। শুধু এই জেল মুখে লাগিয়ে ১০ মিনিট পর ধুয়ে ফেলুন। মুহূর্তেই ত্বক উজ্জ্বলতা বেড়ে যাবে।

নারকেল তেল

প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে ত্বকে নারকেল তেল ব্যবহার করে লাগিয়ে সকালে ধুয়ে ফেলুন। তবে তেলে ব্রণ তৈরি হলে ব্যবহার না করাই ভালো।

ভিনেগার

ভিনেগারে রয়েছে অ্যান্টি ব্যাকটেরিয়াল উপাদান, যা ত্বকে থাকা ব্যাকটেরিয়া দূর করে। কিছুটা তুলায় ভিনেগার লাগিয়ে ত্বকে ব্যবহারের পর তা শুকিয়ে গেলে কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন।

আরও কিছু পরামর্শ

ব্ল্যাক হেডস পরিষ্কার করার পর টোনিং করতে হবে অবশ্যই। কারণ, টোনিং না করলে লোমকূপের ছিদ্র বড় হয়ে যাবে। বিশেষ কিছু মালিশের মাধ্যমে ব্ল্যাক ও হোয়াইট হেডস পরিষ্কার করা যায়। বিশেষ এই পদ্ধতিগুলো জেনেই মালিশ করতে হবে। এর ফলে ত্বকের অন্যান্য সমস্যাও দূর হবে। প্রতিদিন অন্তত দুবার মুখ পরিষ্কার করতে হবে। শরীর ও মুখ মোছার জন্য আলাদা তোয়ালে ব্যবহার করা উচিত। এ ছাড়া ব্ল্যাক হেডসের সমস্যা কমাতে যতখানি সম্ভব তেলে ভাজা খাবার কম খেতে হবে।

চায়ের সঙ্গে টা ছোলা—চাট

উপকরণ : আলু সেদ্ধ করে টুকরা করে নেওয়া ১ কাপ, ছোলা ৮ ঘণ্টা ভিজিয়ে নিয়ে সেদ্ধ করে নেওয়া ২ কাপ, টমেটোকুচি স্বাদমতো, শসাকুচি স্বাদমতো, ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ ছোট কিউব আধা কাপ, কাঁচা মরিচ পছন্দমতো, টালা মরিচের গুঁড়া স্বাদমতো, লবণ স্বাদমতো, ঝুরি ভাজা সাজানোর জন্য, তেঁতুলের সস পরিমাণমতো, টক দইয়ের সস ও সবুজ সস।তেঁতুলের সস বানাতে: তেঁতুলের পাতলা মাড় ১ কাপ, আখের গুড় ২ টেবিল চামচ, ভাজা ধনেগুঁড়া ১ চা-চামচ, ভাজা জিরাগুঁড়া ১ চা-চামচ, ভাজা পাঁচফোড়নগুঁড়া ১ চা-চামচ, ভাজা মরিচের গুঁড়া ১ চা-চামচ, বিট লবণ আধা চা-চামচ, শুকনা মরিচ ফাঁকি আধা চা-চামচ (কমবেশি করা যাবে), লবণ স্বাদমতো।

প্রণালি

একটি প্যানে সব একসঙ্গে দিয়ে একটা বলক তুলে নামিয়ে নেবেন।

টক দইয়ের সস বানাতে উপকরণ: টক দই আধা কাপ, টালা জিরাগুঁড়া সিকি চা-চামচ, ভাজা ধনেগুঁড়া সিকি চা-চামচ, চাট মসলা আধা চা-চামচ, বিট লবণ সিকি চা-চামচ ও চিনি ১ টেবিল চামচ।

প্রণালি

সব একসঙ্গে ভালো করে ফেটে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে টক দইয়ের সস।

সবুজ সস তৈরির উপকরণ: কাঁচা মরিচকুচি ৪-৫টি, পুদিনাপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ, ধনেপাতাকুচি ২ টেবিল চামচ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, চিনি ১ চা-চামচ ও লবণ স্বাদমতো।

প্রণালি

সব একসঙ্গে বিট করে নিতে হবে।

ছোলা—চাট তৈরির প্রণালি: এক এক করে সব সস তৈরি করে নিন। এবার পরিবেশনের পাত্রে ওপরের সব উপকরণ নিয়ে মেশাতে হবে। ওপরের সব সস ও ঝুরি ভাজা দিয়ে সাজিয়ে ছোলা—চাট পরিবেশন করুন।

৬মিষ্টি চিড়া ভাজা

উপকরণ: সাদা চিড়া দেড় কাপ, নারকেল (স্লাইস করে কাটা) আধা কাপ, আখের গুড় আধা কাপ, কাজুবাদাম ও চিনাবাদাম ভাজা আধা কাপ, ভাজা শুকনা মরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ, ঘি ১ টেবিল চামচ ও তেল পরিমাণমতো (ডুবো তেলে ভাজার জন্য)।

প্রণালি: প্রথমে চিড়া ভালো করে পরিষ্কার করে নিন। কড়াইতে তেল দিন, তেল গরম হলে অল্প করে চিড়া দিয়ে ডুবো তেলে ভেজে নিতে হবে।

নারকেল টুকরা অন্য একটি কড়াইতে টেলে নিতে হবে। এবার নারকেল নামিয়ে ওই কড়াইতেই এক টেবিল চামচ পানি দিয়ে দিন। গুড় গলিয়ে ঘন শিরায় মরিচগুঁড়া ও ঘি দিয়ে দিন। এবার নারকেল দিয়ে একে একে অন্য সব উপকরণ দিয়ে দিন। ঘন ঘন নাড়ুন। শিরা মাখো মাখো হয়ে এলে নামিয়ে নিতে হবে।

৬.৬মুগ ডাল ভাজা

উপকরণ: কাঁচা মুগ ডাল ১ কাপ, বেকিং সোডা আধা চা-চামচ, ডুবো তেলে ভাজার জন্য তেল পরিমাণমতো, বিট লবণ সামান্য, লবণ স্বাদমতো, লাল মরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ, গরমমসলার গুঁড়া।

প্রণালি: বাটিতে মুগ ডাল নিয়ে এর মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি দিয়ে ৩ থেকে ৪ ঘণ্টা বা সম্ভব হলে আরও বেশি সময় বেকিং সোডার সঙ্গে ভিজিয়ে রাখুন। যাতে ডাল ভিজে ফুলে ওঠে। এবার ডালগুলো ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। ডাল ধোয়া হলে পানি ঝরিয়ে নিন। ডালগুলো একটি ট্রেতে ছড়িয়ে কিচেন টিস্যু দিয়ে চেপে চেপে পানি শুকিয়ে নিন। দরকার হলে ফ্যানের নিচে ছড়িয়ে শুকিয়ে নিন।

এবার একটি কড়াইতে বেশি করে তেল দিয়ে তেল গরম করে ডাল দিয়ে ঘন ঘন দ্রুত হাতে নেড়ে ভাজুন। ডাল ঠিকমতো ভাজা হয়েছে কি না, বোঝার জন্য বুদবুদের দিকে লক্ষ রাখতে হবে। যখন তেলে বুদবুদ কম উঠবে তখন বুঝতে হবে ভাজা হয়ে গেছে। ডালগুলো যখন ভাজতে থাকবেন তখন একটা প্যানের ওপর বড় ছাঁকনি বসিয়ে রাখবেন। ডাল ভাজা হয়ে গেলে সরাসরি ছাঁকনির ডালগুলো ঢেলে নিয়ে তেল ঝরিয়ে নিন। এবার একটি প্লেটে টিস্যু পেপার বিছিয়ে ওপরে ভেজে নেওয়া ডালগুলো রাখুন, যাতে অতিরিক্ত তেল শুষে নেয়। ভেজে নেওয়া ডালগুলোতে এবার মসলা মাখিয়ে নিন ভালো করে। বাতাস যাবে না এমন একটি কৌটায় ভরে রাখুন এবং বিকেলের চায়ের আড্ডায় পরিবেশন করুন।

৬.৪পটেটো ওয়েজেস

উপকরণ: বড় আলু (তিন কোনা করে কাটা) ৫—৬টি, দুধ ১ কাপ, ডিম ১টি, ময়দা ১ কাপ, কর্নফ্লাওয়ার ২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, মরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ, গোলমরিচের গুঁড়া আধা চা-চামচ, মিক্সড হার্বস আধা চা-চামচ, চিলি ফ্লেক্স আধা চা-চামচ ও ডুবো তেলে ভাজার জন্য তেল পরিমাণমতো।

প্রণালি: আলু তিন কোনা আকৃতিতে লম্বা লম্বা করে কেটে ধুয়ে সামান্য লবণ দিয়ে পানিতে আধা সেদ্ধ করে নিন। একটি বাটিতে ডিম ফেটিয়ে তাতে দুধ দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এরপর আলুর টুকরাগুলো ঠান্ডা করে ডিমের মিশ্রণে মাখিয়ে রাখুন। একটি পাত্রে ময়দা, কর্নফ্লাওয়ার, মরিচগুঁড়া, গোলমরিচের গুঁড়া, লবণ, মিক্সড হার্বস, চিলি ফ্লেক্স একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। এবার দুধের মিশ্রণে ডুবিয়ে রাখা আলুগুলো তুলে একটা একটা করে শুকনা ময়দায় ভালো করে গড়িয়ে তুলে রাখুন। অনেকটা তেল গরম করে মাঝারি আঁচে ওয়েজেসগুলো ভেজে তুলুন অথবা ইলেকট্রিক ওভেনে ২০০ ডিগ্রি প্রি হিটে ২০ মিনিট বেক করুন। সস দিয়ে গরম—গরম পরিবেশন করুন।

৬.৫মুরগির পপকর্ন

ম্যারিনেশনের জন্য উপকরণ: মুরগির বুক (ছোট কিউব কাট) ২ কাপ, আদাবাটা ১ চা-চামচ, রসুনবাটা ১ চা-চামচ, গোলমরিচের গুঁড়া ১ চা-চামচ, লবণ পরিমাণমতো, লাল মরিচগুঁড়া আধা চা-চামচ ও বাটার মিল্ক (১ কাপ দুধে ১ টেবিল চামচ ভিনেগার/লেবুর রস ৫ মিনিট রাখুন)।

শুকনা উপকরণ: ময়দা ১ কাপ, কর্নফ্লাওয়ার ২ টেবিল চামচ, লাল মরিচগুঁড়া ১ চা-চামচ, মেশানো হার্ব ১ চা-চামচ, গোলমরিচের গুঁড়া আধা চা-চামচ, তেল (ডুবো তেলে ভাজার জন্য) পরিমাণমতো।

প্রণালি: একটি পাত্রে ম্যারিনেশনের সব গুঁড়ামসলা একসঙ্গে মুরগির সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এভাবে রেখে দিন ১ ঘণ্টা।

এবার ম্যারিনেট করা মুরগিতে বাটার মিল্ক দিয়ে আরও ১ ঘণ্টা রেখে দিন। একটি ছড়ানো পাত্রে ময়দাসহ সব শুকনা উপকরণ মিশিয়ে নিন। মুরগির টুকরাগুলো শুকনা ময়দায় ভালো করে মিশিয়ে তুলে রাখুন। কড়াইতে অনেকটা তেল গরম করতে দিন। তেল গরম হলে ময়দায় গড়ানো মুরগিগুলো মাঝারি আঁচে ভেজে তুলে পছন্দমতো সস দিয়ে গরম—গরম পরিবেশন করুন।

'সবই ছলনা আর প্রতারণার ফাঁদ'

২৩ বছর বয়সের পার্থক্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত দুই হলিউড তারকার প্রেম, ভালোবাসা, বিয়ে তুমুল আলোচনার জন্ম দিয়েছিল। আর তাঁদের বিচ্ছেদ সেসবকেও ছাড়িয়ে গেছে। ৫৭ বছর বয়সী জনি ডেপ আর ৩৪ বছর বয়সী অ্যাম্বার হার্ডের ভালোবাসা এখন কেবলই ইতিহাস। শুধু ইতিহাস নয়, মিথ্যা ইতিহাস। হ্যাঁ, অ্যাম্বারের ভালোবাসা মিথ্যা; তেমনই দাবি পর্দার 'জ্যাক স্প্যারো' কিংবা 'উইলি ওয়াঙ্কা' জনি ডেপের। পিপল ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সম্প্রতি এমনটিই বলেছেন জনি। বলেছেন, সবই ভালোবাসার নামে ছলনা, সবই প্রতারণার ফাঁদ।ক্ষুব্ধ, দুঃখী, ভাঙা হৃদয় নিয়ে জনি ডেপ বলেন, "'দ্য রাম ডায়েরি'' সিনেমার সেটে আমাদের প্রথম দেখা। শুরু থেকে অ্যাম্বার আমার সঙ্গে "অতিরিক্ত মিষ্টি" ব্যবহার করেছে। আমি ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করতে পারিনি, এর আড়ালে কী বিষ রয়েছে। সবটাই ভালোবাসার নামে ছলনা, প্রতারণার নিখুঁত জাল। অ্যাম্বার শুরুতেই তার সাবেক প্রেমিকের সঙ্গে বিচ্ছেদের বিষয়ে নানা কথা বলল। আমাকে নিয়ে, আমার কাজ, পছন্দ, অপছন্দসবকিছুতেই ওর তুমুল আগ্রহ। শিল্প, সাহিত্য, সিনেমা, চিত্রকল্পআমার যা কিছু পছন্দ; আশ্চর্যজনকভাবে সেগুলোই ওর পছন্দ। সম্পূর্ণ কার্বন কপি। আমি ওর পাতা প্রেমের ফাঁদে জড়িয়ে পড়লাম। কয়েক মাসের ভেতর ওর সঙ্গে এক ছাদের নিচে থাকা শুরু করলাম। বিয়ে করলাম। অথচ এসবই ছিল আমাকে মই বানিয়ে ওর হলিউডে ক্যারিয়ার গড়ার পরিকল্পনার অংশ। আর আমার কাছ থেকে অর্থ হাতানোর নিখুঁত কর্মযজ্ঞ, যেটাতে ও সফল।'এখানেই শেষ নয়। জনি ডেপ অ্যাম্বারকে 'স্বার্থপর', 'অনুভূতির দিক থেকে অসৎ', 'ভণ্ড' আর 'প্রতারক'ও বলেন। অন্যদিকে একাধিকবার অ্যাম্বার জানিয়েছেন, ১৫ মাসের সংসারে জনি ডেপ নাকি বহুবার মদ খেয়ে বউ পিটিয়েছেন। আবার অ্যাম্বারও যে জনি ডেপকে কষে চড় লাগিয়েছেন, এমন ফোনালাপও ফাঁস হয়েছে। মোটকথা, প্রেম নিয়ে জনি আর অ্যাম্বার যত না সংবাদ হয়ে এসেছেন, 'অপ্রেম' সেসবকে ছাড়িয়ে গেছে অনেক আগেই।

সোমবার আগরতলায় টিএনজিসিএল এর গ্যাস লাইনে অগ্নি সংযোগ রুখতে মাঠে নামে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। ছবি- নিজস্ব।

অসম পুলিশ এবং 'প্রতিশ্রুতি ক্যানসার অ্যান্ড পেলিয়েটিভ ট্রাস্ট'-এর স্বেচ্ছাসেবকদের যৌথ সম্মেলনে ডিজিপি

গুয়াহাটি, ৯ নভেম্বর (হি.স.) : অসম পুলিশ এবং 'প্রতিশ্রুতি ক্যানসার অ্যান্ড পেলিয়েটিভ ট্রাস্ট'-এর যৌথ উদ্যোগে রূপায়িত 'কোভিড সেন্টিনেল' প্রকল্পের সঙ্গে জড়িত স্বেচ্ছাসেবকদের এক সম্মেলন আজ সোমবার গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গুয়াহাটির গণেশগুড়িতে অবস্থিত 'সান সিটি লজ'-এ অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ভাস্করজ্যোতি মহন্ত প্রকল্পটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেছেন।

পরিকল্পনা অনুযায়ী গত ৩১ অক্টোবর অসম পুলিশ এবং 'প্রতিশ্রুতি ক্যানসার অ্যান্ড পেলিয়েটিভ ট্রাস্ট'-এর যৌথ উদ্যোগে রূপায়িত 'কোভিড সেন্টিনেল' প্রকল্পের সফল পরিসমাপ্তি ঘটেছিল। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত আজকের সম্মেলনে প্রধান অতিথি ডিজিপি ভাস্করজ্যোতি মহন্ত গুয়াহাটি মহানগরে রূপায়িত এই প্রকল্পের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে এর সঙ্গে জড়িত পুলিশের বিভিন্ন স্তরের কর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের নিষ্ঠা সহকারে প্রদত্ত পরিষেবার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।

ডিজিপি মহন্ত বলেন, গত ২৫ মে থেকে কামরূপ মহানগর জেলায় অসম পুলিশ 'কোভিড সেন্টিনেল' নামের 'জিও' ফেলিং অ্যাপের মাধ্যমে হোম কোয়ারেন্টাইনে অবস্থানকারীদের তাঁদের ঘরে থাকতে নিশ্চিত করেছে। কোনও ব্যক্তি হোম কোয়ারেন্টাইনের বিধি লঙ্ঘন করে তাঁদের ঘর থেকে বের হতে চাইলে অসম পুলিশ এই অ্যাপের বলে তৎক্ষণাৎ সেই খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিয়েছে। তিনি বলেন, 'প্রতিশ্রুতি ক্যানসার অ্যান্ড পেলিয়েটিভ ট্রাস্ট'-এর স্বেচ্ছাসেবকরা ফোনকলের মাধ্যমে কোয়ারেন্টানে অবস্থানকারীদের খবরাখবর রাখার পাশাপাশি তাঁদের পালনীয় নিয়মনীতির বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করেছেন। এছাড়া, খাদ্য অথবা চিকিৎসার ব্যাপারেও এই প্রকল্পের মাধ্যমে কোয়ারেন্টাইনে অবস্থানকারীদের প্রয়োজনীয় সহায়তা করেছেন তাঁরা। প্রয়োজনে ওই সব ব্যক্তিদের 'অক্সিমিটার'ও প্রদান করা হয়েছে বলে জানান ডিজিপি ভাস্করজ্যোতি মহন্ত।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, রাজ্যের পুলিশ-প্রধান ভাস্করজ্যোতি মহন্তের উদ্যোগে 'প্রতিশ্রুতি ক্যানসার অ্যান্ড পেলিয়েটিভ ট্রাস্ট'এর অবৈতনিক অধিকর্তা তথা ডিব্রুগড়ের আসাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সহকারী অধ্যাপিকা ডা. গায়ত্রী গগৈ এবং ধেমাজির পুলিশ সুপার ডা. ধনঞ্জয় ঘাপোয়াটের নেতৃত্বে অসমের বিভিন্ন প্রান্তের তিন শতাধিক স্বেচ্ছাসেবক কামরূপ মহানগর জেলার প্রায় ৩৭ হাজার নাগরিককে প্রত্যক্ষভাবে অবজারভেশনে রেখে প্রয়োজনীয় সহায়তা তাঁদের করেছেন।আজকের সম্মেলনে গুয়াহাটির পুলিশ কমিশনার মুনপ্রসাদ গুপ্তা, এনএইচএম-এর মিশন অধিকর্তা ড় লক্ষ্মণন এস, ধেমাজির পুলিশ সুপার ডা. ধনঞ্জয় ঘাপোয়াট, অসম পুলিশ পরিবার কল্যাণ সংস্থার সভানেত্রী স্বপ্নালী মহন্ত প্রমুখ কয়েকজন প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেছেন।

জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি উন্মোচন করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর (হি. স.): রাজধানী দিল্লির জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে বসতে চলেছে স্বামী বিবেকানন্দের সুবিশাল মূর্তি। ভারতীয় সভ্যতার অগ্রদূত তথা জাতীয়তাবাদের বীর সেনাপতির স্বামী বিবেকানন্দের ১৫৭ তম জন্মজয়ন্তীকে স্মরণীয় করে রাখতে বৃহস্পতিবার এই সুবিশাল মূর্তির ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে উন্মোচন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

জহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এম জগদীপ কুমার এক বিবৃতি জারি করে জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয় তরফ থেকে আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করা হচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ১২ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় পরিসরে স্থাপিত স্বামী বিবেকানন্দের সুবিশাল মূর্তির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। এই উপলক্ষে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল নিশাঙ্ক। এই উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে স্বামী বিবেকানন্দের উপর একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হবে।

পরে উপাচার্য সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন, স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের অন্যতম জনপ্রিয় বুদ্ধিজীবী এবং আধ্যাত্মিক গুরু। স্বাধীনতা, উন্নয়ন, সদভাবনা এবং শান্তির বার্তা দিয়ে ভারতীয় যৌবনকে গৌরবান্বিত করে গিয়েছেন। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব করার জন্য দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করে গিয়েছিলেন তিনি। তিনি সর্বদা ভারতের শিক্ষা এবং কল্যাণের জন্য কাজ করে গিয়েছিলেন। শিক্ষার মাধ্যমেই ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশ বলে মনে করতেন তিনি। তাঁর আদর্শ সমাজের প্রান্তিক শ্রেণীতে দাঁড়িয়ে থাকা জনগণকে অনুপ্রাণিত করে গিয়েছে। ব্যক্তির পাশাপাশি শিক্ষা দেশের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বলে মনে করতেন স্বামী বিবেকানন্দ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রায়ই নিজের ভাষণ এবং লেখনীর মাধ্যমে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও লক্ষ্য অনুসরণ করে চলার কথা বলে গিয়েছেন। স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তি উন্মোচন করার আমন্ত্রণ গ্রহণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন উপাচার্য।

উল্লেখ করা যেতে পারে, পরাধীন ভারতে আত্মশক্তির বিকাশ এবং বিস্তার করে গিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। বিশ্বমঞ্চে ভারতের সনাতনী সভ্যতার ধ্বজা তুলে ধরেছিলেন তিনি। তাঁর আদর্শ ও বিশ্বাস। অগ্নিময় তেজ ও ইচ্ছাশক্তির তীব্র বিচ্ছুরণ এখনও ভারতের শিরায় তীব্র বীর রসের মতো অনুপ্রাণিত করে চলেছে।

নোটবন্দি নিয়ে ফের কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর (হি.স.): নোটবন্দির বর্ষপূর্তিতে ফের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধী। নোটবন্দিকে পূর্ব পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র আখ্যা দিয়ে রাহুল জানিয়েছেন, জেনেশুনে নোটবন্দি এবং দেশবন্দি করে অগণিত পরিবারকে ছারখার করে দেওয়া হয়েছে। তেলেঙ্গানার একটি পরিবার এই বিপর্যয়ের গ্রাসে তলিয়ে গিয়েছে। লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ না পেয়ে আত্মঘাতী হওয়ার পথ বেছে নেয় এই পরিবারের কন্যা ঐশ্বর্য।

সোমবার নিজের টুইট বার্তায় রাহুল গান্ধী এক খবরের উদ্বৃতি তুলে ধরে দাবি করেন, তেলেঙ্গানার দরিদ্র পরিবারের ঐশ্বর্য রেড্ডি আর্থিক অনটনের জেরে লেখাপড়া এগিয়ে যেতে না পেরে আত্মঘাতী হয়েছেন। ঐশ্বর্য দিল্লির লেডি শ্রীরাম কলেজের ছাত্রী ছিলেন। দুঃখের এই তীব্র সময় ওই ছাত্রীর পরিজনদের প্রতি সমবেদনা রইল। কিন্তু সত্য ঘটনা হল সরকার জেনে বুঝে নোটবন্দির মতন ভুল করার ফলে বহু পরিবার ছারখার হয়ে গিয়েছে।

এর আগে রবিবার নোটবন্দি চার বছর পূর্তি উপলক্ষে রাহুল গান্ধী নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, বিভ্রান্ত হবেন না ভুল করে এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। জেনে বুঝেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের চার বছর পূর্তি উপলক্ষে আপনারা সরব হন। সাধারণ মানুষ থেকে অর্থ নিয়ে মোদী বন্ধুদের লক্ষ কোটি টাকার ঋণ মকুব করে দেওয়া হয়েছিল। জনগণের হিতে নোটবন্দি ছিল না। দেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে গিয়েছে নোটবন্দি।

অর্ণবের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিয়ে 'উদ্বিগ্ন' রাজ্যপাল, কথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে

মুম্বই, ৯ নভেম্বর (হি.স.): বিশিষ্ট সাংবাদিক অর্ণব গোস্বামীর স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল ভগৎ সিং কোশিয়ারি। এ বিষয়ে মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখের সঙ্গে কথাও বলেছেন রাজ্যপাল। একইসঙ্গে রিপাবলিক টিভির এডিটর-ইন-চিফের সঙ্গে পরিবারের সদস্যদের দেখা করার অনুমতি দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। সোমবার রাজভবনের তরফে একটি বিবৃতি জারি করে জানানো হয়, 'মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখের সঙ্গে কথা বলেছেন রাজ্যপাল ভগৎ সিং কোশিয়ারি এবং অ্যাঙ্কর ও রিপাবলিক মিডিয়া নেটওয়ার্কের এডিটর-ইন-চিফ অর্ণব গোস্বামীর সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। পরিবারকে অর্ণব গোস্বামীর সঙ্গে দেখা করার এবং কথা বলার অনুমতি দেওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন রাজ্যপাল।'

২০১৮ সালের আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার একটি মামলায় গত ৪ নভেম্বর অপর দুই অভিযুক্তের পাশাপাশি অর্ণবকে গ্রেফতার করেছিল মুম্বই পুলিশ। সেই দিনই অর্ণবকে ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেফাজতের নির্দেশ দেয় আলিবাগের একটি আদালত। সেই গ্রেফতারির বিরুদ্ধে বম্বে হাইকোর্টে আর্জি জানান অর্ণব। কিন্তু সেখানে এখনও স্বস্তি মেলেনি তাঁর। এরইমধ্যে ৮ নভেম্বর সকালে অর্ণবকে নবি মুম্বইয়ের তালজোলা জেলে স্থানান্তরিত করা হয়। এমতাবস্থায় অর্ণবের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল ভগৎ সিং কোশিয়ারি।

দুই রাজ্যের বিধান পরিষদের একাধিক আসনে নির্বাচন উপলক্ষে তালিকা প্রকাশ করল বিজেপি

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর (হি. স.): উত্তরপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্রের বিধানসভা পরিষদের বিভিন্ন আসনে নির্বাচন উপলক্ষে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল বিজেপি। উত্তরপ্রদেশের জন্য ৯জন প্রার্থী এবং মহারাষ্ট্রের জন্য ৪জন প্রার্থী তালিকা নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

উত্তরপ্রদেশে যে সকল প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে তারা হলেন অবনীশ কুমার সিং, কেদারনাথ সিং, দীনেশ কুমার গোয়েল, উমেশ দ্বিবেদী, দীনেশচন্দ্র বৈশিষ্ট, শ্রীচন্দ্র শর্মা, হরি সিং টিল্লো, জাগা দত্ত শর্মা। মহারাষ্ট্রে যে সকল প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে তারা হলেন শিরীষ বোরালকর, সংগ্রাম দেশমুখ, সন্দীপ যোশী, নীতিন রামদাস ঘান্ডে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, এই দুই রাজ্যে বিধান পরিষদের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে পয়লা ডিসেম্বর হবে নির্বাচন এবং ৩ ডিসেম্বর ফল ঘোষণা করা হবে।

গ্রাম, গরিব ও কৃষক আত্মনির্ভর অভিযানের বৃহৎ স্তম্ভ : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর (হি.স.): গ্রাম, গরিব ও কৃষকরা হলেন আত্মনির্ভর অভিযানের বৃহৎ স্তম্ভ। তাঁরাই এই অভিযানের সবথেকে বড় লাভ্যার্থী। সোমবার এমনই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার ভিডিও কনফারেন্সিং মারফত উত্তর প্রদেশের বারাণসীতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিল্যানাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সমস্ত প্রকল্পের সর্বমোট ব্যয় ৬১৪ কোটি টাকা। এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, গ্রাম, গরিব ও কৃষক আত্মনির্ভর অভিযানের সবথেকে বড় স্তম্ভ এবং লাভ্যার্থী। সম্প্রতি যে কৃষি সংস্কার হয়েছে, তার ফলে কৃষকদের সরাসরি উপকার হবে। বারাণসীতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন এবং শিল্যানাস প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বারাণসীতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধনের জন্য সেখানকার নাগরিকদের অভিনন্দন। বারাণসীতে যে উন্নয়নমূলক কাজ করা হচ্ছে, সরকার যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার সুফল পাচ্ছেন সেখানকার জনগণ। এটাই বারাণসীতে সামগ্রিক উন্নয়নের উদাহরণ। প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, ৬ বছর আগে বারাণসী থেকে প্রতিদিন ১২টি বিমান চলাচল করত, এখন ৪ গুণ বেশি, বর্তমানে বারাণসী থেকে মোট ৪৮টি বিমান চলাচল করে। যোগাযোগের উন্নতি হওয়ায় বারাণসীতে জনগণের আগমন বাড়ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বারাণসীতে যোগাযোগ বৃদ্ধি সর্বদা সরকারের অগ্রাধিকার ছিল। রাস্তা জ্যামের কারণে কাশীর জনগণ ও পুণ্যার্থীদের যাতে সময় নষ্ট না হয়, সেই জন্য নতুন ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করা হচ্ছে। বিগত ৬ বছরে বেনারসে স্বাস্থ্য নিয়েও নজিরবিহীন কাজ হয়েছে। কৃষি বিলের প্রসঙ্গ টেনে এনে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গ্রাম, গরিব ও কৃষক আত্মনির্ভর অভিযানের সবথেকে বড় স্তম্ভ এবং লাভ্যার্থী। সম্প্রতি যে কৃষি সংস্কার হয়েছে, তার ফলে কৃষকদের সরাসরি উপকার হবে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, এখন ”লোকালের জন্য ভোকাল”-এর পাশাপাশি ”লোকাল ফর দিওয়ালি” মন্ত্রও চারিদিকে শোনা যাচ্ছে। প্রতিটি নাগরিক যখন গর্বের সঙ্গে স্থানীয় সামগ্রী কিনবেন, নতুন নতুন মানুষদের কাছে এই বার্তা পৌঁছবে, আমাদের স্থানীয় প্রোডাক্ট কতটা ভালো, এই কথা অনেক দূর দূর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

মাদক মামলা : অর্জুন রামপালের বাড়িতে এনসিবি-র অভিযান

মুম্বই, ৯ নভেম্বর (হি.স.): মাদক মামলায় এবার অভিনেতা অর্জুন রামপালের বাসভবনে তল্লাশি চালাল নার্কোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি)। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে জড়িত মাদক মামলায় সোমবার অর্জুন রামপালের বাড়িতে অভিযান ও তল্লাশি চালিয়েছেন এনসিবি অফিসাররা। সম্প্রতি অর্জুন রামপালের সঙ্গী গ্যাব্রিয়েলা ডেমেট্রিয়াডেসের ভাই অ্যাগিসিলাওসকে লোনাভালা থেকে গ্রেফতার করেছিল এনসিবি। অ্যাগিসিলাওসের কাছ থেকে মিলেছিল মাদক, চরস, অ্যালপারাজোলাম (এক ধরনের নিষিদ্ধ ট্যাবলেট) ছিল। সুশান্ত সিং রাজপুত মৃত্যু মামলায় যে মাদকচক্রের হদিশ মিলেছে, তার সঙ্গেও অ্যাগিসিলাওসের যোগ ছিল বলে জানা গিয়েছে। তবে শর্তসাপেক্ষে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছিল একটি বিশেষ আদালত। তারপর অপর একটি মাদক মামলায় তাঁকে আবারও গ্রেফতার করে এনসিবি।

রবিবারই মাদক মামলায় প্রযোজক ফিরোজ নাদিয়াদওয়ালার স্ত্রী শাবানা সইদকে গ্রেফতার করেছিল তদন্তকারী সংস্থা। স্ত্রী”র গ্রেফতারির পর সোমবার সকালে মুম্বইয়ে এনসিবির দফতরে হাজিরা দেন ফিরোজ। এবার মাদক মামলায় অভিনেতা অর্জুন রামপালের বাসভবনে তল্লাশি চালাল নার্কোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (এনসিবি)। অর্জুনের বাড়ি থেকে সন্দেহজনক কী কী পাওয়া গিয়েছে, তা জানা যায়নি।

হাথরাসে যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে আটটি গাড়ির সংঘর্ষ, মৃত্যু দু'জনের

হাথরাস (উত্তর প্রদেশ), ৯ নভেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশে হাথরাসে, যমুনা এক্সপ্রেসওয়ের উপর ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ল আটটি গাড়ি। সোমবার সকালে যমুনা এক্সপ্রেসওয়ের উপর সংঘর্ষ হয় আটটি গাড়ির। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দু”জনের। এছাড়াও অনেকেই আহত হয়েছেন। সংঘর্ষের জেরে পাঁচ থেকে ছ”টি গাড়ি খারাপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, সোমবার সকালে ঘন কুয়াশা ও ধোঁয়াশার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। হাথরাসের পুলিশ সুপার বিনীত জয়সওয়াল জানিয়েছেন, সোমবার সকাল

ছয়ের পাতায়

দায়িত্বজ্ঞানহীন রিপোর্টিং কাণ্ডে সংশ্লিষ্ট সংবাদ সংস্থাগুলিকে নোটিশ হাইকোর্টের

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর (হি. স.): চলচ্চিত্র শিল্পের বিরুদ্ধে দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং অপমানজনক রিপোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করার দাবিতে দিল্লি হাইকোর্টে যে পিটিশন দায়ের করা হয়েছিল তার শুনানি করতে গিয়ে আদালত সংশ্লিষ্ট সংবাদ সংস্থাগুলিকে নোটিশ জারি করেছে। বিচারপতি রাজীব শকধরের নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে নোটিশের জবাব দিহি করতে সংবাদ সংস্থাগুলিকে বলেছে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ১৪ ডিসেম্বর।

সোমবার শুনানি চলাকালীন পিটিশনকারীদের পক্ষ থেকে আইনজীবী রাজীব নাইয়ার এবং অখিল সিব্বল জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট সংবাদ চ্যানেলগুলি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে কিংগপিন অফ বলিউড, পাকিস্তান ফান্ডেড, নেপোটিজমস নামে অভিহিত করেছে। সংবাদ চ্যানেলগুলি নিজের রিপোর্টিংয়ে দাবি করেছিলেন যে দীপিকা পাডুকোন মাল দেওয়ার কথা বলেছে। এমনকি শাহরুখ খানের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীতার মামলা আনা যায় কিনা সে নিয়ে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছে সংবাদ চ্যানেলগুলি। ফলে এই অপমানজনক রিপোর্টিং রোধ করার লক্ষ্যে নিষেধাজ্ঞা জারি করা উচিত। সংবাদমাধ্যমগুলো আত্মনিয়ন্ত্রণ (সেলফ রেগুলেশন) সঠিকভাবে করতে পারছে না। এমনকি নিউজ ব্রডকাস্টিং স্ট্যান্ডার্ড অথরিটিও মেনে নিয়েছে যে সত্যের খোঁজে কোন অভিযুক্তকে সীমা ছাড়িয়ে হেনস্থা করা উচিত নয়। তখন আদালত আইনজীবীদের কাছে জানতে চায় যে তারা কি ক্ষতিপূরণের চায়। আইনজীবীরা জানান, ”না ”। আদালত তখন বলে বিচার প্রক্রিয়া চলাকালীন ক্ষতিপূরণের দাবি করা যেতেই পারে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, বলিউডের ৩৮ জন প্রযোজক সংশ্লিষ্ট কয়েকটি সংবাদ চ্যানেল ও সংবাদ সংস্থার বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টে পিটিশন দায়ের করেছে। পিটিশনের স্পষ্ট বলা হয়েছে বলিউডের সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষের ব্যক্তিগত অধিকার হরণের চেষ্টা করেছে সংবাদমাধ্যম। চলচ্চিত্রশিল্পে মাদকব্যবসার মতন ভিত্তিহীন অভিযোগ সংবাদমাধ্যমগুলো করেছে। এমনকি বলিউডের সঙ্গে যুক্ত চলচ্চিত্রশিল্পীদের ”ড্রাগইজ ”, ” ডার্ট ” বলেও অভিহিত করা হয়েছে। যা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

সাধারণ জনগণের জন্য ঘাতক প্রমাণিত হয়েছে নোটবন্দি : পি চিদম্বরম

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর (হি. স.): নোটবন্দির বর্ষপূর্তি উপলক্ষে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম। বর্তমান কেন্দ্রীয় শাসক দলকে খোঁচা দিয়ে চিদম্বরম জানিয়েছেন, একদিকে আমেরিকায় জো বাইডেন ডিমনিটাইজেশনকে (নোটবন্দি) সমাপ্ত করে দেওয়ার কথা বলছেন। তখন অন্যদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এর বর্ষপূর্তি উদযাপন করে চলেছেন। নোটবন্দির জেরে বহু পরিবার ছারখার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তবুও কেন্দ্র এর বর্ষপূর্তি উদযাপন করে চলেছে।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সোমবার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন দুর্নীতি রুখতে এবং কালো টাকা উদ্ধারের লক্ষ্যে নোটবন্দির মতন পদক্ষেপ সাধারণ জনগণের জন্য ঘাতক প্রমাণিত হয়েছে। অথচ এই নোটবন্দি নিয়ে সরকার বর্ষপূর্তির আয়োজন করেছে। জনগণের প্রতি সরকারের মনোভাব যে নির্মম এর থেকে সেটাই প্রমাণিত হচ্ছে। কয়েকজন প্রজাপতির জন্যে সাধারণ জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার নাম নোটবন্দি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ভাষণ এর উদ্ধৃতি তুলে ধরে চিদম্বরম দাবি করেছেন, মোদিজীর মতে দুর্নীতি এবং কালো টাকার দুই রাক্ষসকে মারতে সক্ষম হয়েছে নোটবন্দি। তাহলে এখন প্রশ্ন ওঠে ৮ নভেম্বর ২০১৬ সালের পর দুর্নীতির মামলা কি সামনে আসেনি? অন্যদিকে এই প্রশ্নগুলো উঠবে বিভিন্ন রাজ্যে বিধায়ক কেনাবেচা করতে বিজেপি যে বিপুল অর্থখরচ করেছে সেই টাকাগুলো এসেছে কোথা থেকে। নোটবন্দির ফলে যে পরিমাণ অর্থ সরকারের কাছে জমা হয়েছে তার মধ্যে কালো টাকার শতাংশ কতটুকু।

সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। ফলে বোঝাই যাচ্ছে শূন্য শতাংশ কাল টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০১৬ সালের ৮ নভেম্বর রাত আটটায় ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোট বাতিল করে দেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুর্নীতি রোধ, কালো টাকা উদ্ধার, সন্ত্রাসবাদে আর্থিক মদত দেওয়া বন্ধ করার লক্ষ্যে দেশজুড়ে বিমুদ্রাকরণ বা নোটবন্দির ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী।

করিমগঞ্জের এরালিগুলে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বন্ধ করতে কঠোর পদক্ষেপ চেয়ে পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ বিজেপি নেতা অভিজিৎ

করিমগঞ্জ (অসম), ৯ নভেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত এরালিগুলে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বন্ধ করতে প্রশাসনিক কঠোর পদক্ষেপ চেয়ে পুলিশ সুপার মায়াঙ্ক কুমারের দ্বারস্থ হয়েছেন বিজেপি নেতা অভিজিৎ রায়। করিমগঞ্জ সদর সার্কলের আমিন রঞ্জিত গোস্বামীর এরালিগুলে অবস্থিত সাঁওতালবস্তির বাড়িতে ভুয়ো সিআইডি দল হানা দিয়ে নকল অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট দেখিয়ে তাঁকে অপহরণের প্রচেষ্টা হয়েছে। চাঞ্চল্যকর ওই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে সরব হয়েছেন বিজেপি নেতা অভিজিৎ রায়।এরালিগুলে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে লাগাম টানতে কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ চেয়ে পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়েছেন দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা আসনে বিজেপির মনোনয়ন প্রত্যাশী অভিজিৎ রায়। লোমহর্ষক ঘটনাটির উচ্চস্তরীয় তদন্তের মাধ্যমে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবসা গ্রহণের দাবি তুলে বিজেপি নেতা তথা রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক অভিজিৎ রায় করিমগঞ্জ পুলিশ সুপার মায়াঙ্ক কুমারের হাতে একটি স্মারকপত্র তুলে দিয়েছেন।পাথারকান্দি থানা এলাকার এরালিগুলে সাঁওতালবস্তিতে সংগঠিত ঘটনাটি গভীর উদ্বেগজনক বলে উল্লেখ করে অভিজিৎ রায় পুলিশ সুপারকে স্মারকপত্র প্রদান করে সংবাদ মাধ্যমে দাবি করেন, জনতার হাতে ধৃত দিল্লির যুবক সহ এলাকার একাংশ সন্ত্রাসী গভীর রাতে ভুয়ো সিআইডির দল সেজে অ্যারেস্ট ওয়ারেন্টের নামে অপরহণ করার যে অপচেষ্টা চালিয়েছে এতে প্রমাণ হয়েছে প্রত্যন্ত এরালিগুলে দুর্বৃত্তরা সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ কায়েম রেখেছে। এ-সব সন্ত্রাসী কার্যকলাপে লাগাম টেনে এলাকায় শান্তি-সম্প্রতি ফেরাতে প্রশাসনিক কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক বলে মন্তব্য করে পুলিশ সুপারের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন অভিজিৎ। উল্লেখ্য, গত ১২ অক্টোবর গভীর রাতে সরকারি কর্মচারী চঞ্চল গোস্মামীর বাড়িতে একটি দুর্বৃত্ত দল হানা দিয়ে সিআইডি পরিচয় দিয়ে তাঁর ভাতিজাকে অপহরণের চেষ্টা চালায়। সন্দেহবশত জনতার সহযোগে ওই দুর্বৃত্ত দলের এক সদস্য দিল্লির বাসিন্দা জনৈক যুবককে সানীয়রা পাথারকান্দি পুলিশে সমঝে দিলেও ঘটনায় জড়িত অন্যান্যরা এখনও ফেরার। ধৃতের জবানবন্দি মতে এরালিগুলের জনৈক হুসেন আহমেদ খান নামের যুবক এই দুর্বৃত্তদলের মাস্টারমাইন্ড। সে ওই দলটিকে যাবতীয় সংযোগ সাপন করে দিয়েছিল বলে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত দুর্বৃত্ত বয়ান দিয়েছে। কিন্তু রহস্যজনকভাবে ঘটনার তিন সপ্তাহ পেরিয়ে যাওয়ার পরও বহিঃরাজ্যের দুর্বৃত্তদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনকারী স্থানীয় হুসেন আহমেদ খান সহ অন্যান্য দুর্বৃত্তদের পুলিশ পাকড়াও করতে না পারায় বৃহত্তর এরালিগুল সহ সমস্ত জেলা জুড়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

ভূমিকম্পে কাঁপল মহারাষ্ট্রের পালঘর, নাসিকের অদূরে ৩.৪ তীব্রতার কম্পন

মুম্বই, ৯ নভেম্বর (হি.স.): ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলা। সোমবার সকালে হালকা তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় পালঘর জেলায়, নাসিক থেকে ৯৬ কিলোমিটার পশ্চিমে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.৪উ ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় সোমবার সকালের ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নিউ

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, সোমবার সকাল ৫.৩১ মিনিট নাগাদ ৩.৪ তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলাউ ভূমিকম্পের উতসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের মাত্র ৫ কিলোমিটার গভীরে, নাসিক থেকে ৯৬ কিলোমিটার পশ্চিমে। মৃদু ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নিউ তবে, ভূমিকম্পের জেরে মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলা জুড়েই আতঙ্ক তৈরি হয়উ

ডিব্রুগড়ে আসাম মেডিক্যাল কলেজে অগ্নিকাণ্ড, আইসিইউতে মর্মান্তিক মৃত্য শিশুর

ডিব্রুগড় (অসম), ৯ নভেম্বর (হি.স.) : উজান অসমের ডিব্রগড়ে আসাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আইসিইউতে চিকিৎসাধীন এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যুতে শোক ও চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। রবিবার রাতে সংঘটিত ঘটনায় মাতৃ ও শিশু পরিচর্যা বিভাগের পাশাপাশি আইসিইউয়ের বিস্তর ক্ষতি হয়েছে। প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, গতকাল মধ্যরাতে আকস্মিক আগুনের সূত্রপাত হয় আসাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মাতৃ ও শিশু পরিচর্যা বিভাগে। চোখের পলকে আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ে আইসিইউতে। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আইসিইউ। ফলে আইসিইউয়ে ভেন্টিলেশন সাপোর্টে বিদ্যমান একটি শিশু শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করে। অন্যদিকে তৎক্ষণাৎ ওই ওয়ার্ডের অন্য শিশুদের অন্যত্র স্থানান্তর করেন কর্তব্যরত হাসপাতাল কর্মী ও ডাক্তাররা। অগ্নিকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিনির্বাপক বাহিনী উপস্থিত হয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আজ সকালে হাসপাতালে অসুস্থ শিশুদের অভিভাবকরা জানান, আচমকা সংঘটিত অগ্নকাণ্ডের ঘটনায় আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে তাঁরা এদিক ওদিক ছুটোছুটি করতে থাকেন। বৈদ্যুতিক গোলযোগের দরুন অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে।

ভারতীয় সভ্যতার মিলনস্থল উত্তরাখণ্ড : জগত প্রকাশ নাড্ডা

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর (হি. স.): দেবভূমি হিসেবে খ্যাত উত্তরাখণ্ড রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগতপ্রকাশ নাড্ডা।

ছয়ের পাতায়

নির্বাচন কমিশনের ডাকে সোমবার সর্বদল বৈঠক

কলকাতা, ৯ নভেম্বর (হি. স.) : রাজ্যে নতুন সরকার গড়তে হবে আগামী বছরের ২১ মে-র মধ্যে। হাতে বেশি সময় নেই। সে কথা মাথায় রেখেই প্রস্তুতি শুরু করল নির্বাচন কমিশন। বৈঠক হবে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাবের পৌরহিত্যে।

বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। ২০২১ সালের নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গে একটা বড় ইস্যু। একদিকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার বিষয়। অন্যদিকে আন্দোলন করে বিজেপি'র ক্ষমতা দখলের চেষ্টা। এই পরিস্থিতিতে এদিন সর্বদলীয় বৈঠকের ডাক দিল নির্বাচন কমিশন।

এই সর্বদলীয় বৈঠকে সব রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে আলোচনা করবে কমিশন। আগামী ১৮ নভেম্বর সর্বশেষ ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে নির্বাচন কমিশন। তাই তার আগে ভোটের তালিকার খসড়া নিয়ে বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর।

রাজনৈতিক দলগুলির কাছে তার ব্যাখ্যা তুলে ধরবেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক। ভোটার তালিকা সংশোধন নির্বাচন প্রক্রিয়ার অন্যতম কাজ।রাজনৈতিক দলগুলির কাছেও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই তালিকার উপর ভিত্তি করেই আগামী বিধানসভা নির্বাচনের মহারণে নামতে হবে তাদের। জানা গিয়েছে, আজকের বৈঠকে রাজনৈতিক দলগুলির কাছ থেকে এই সংক্রান্ত কিছু প্রস্তাব ও পরামর্শ গ্রহণ করবে কমিশন। পাশাপাশি, তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশও দেওয়া হতে পারে। সর্বদলীয় বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভোটার তালিকা সংশোধনে প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হবে বলে কমিশন সূত্রে খবর।

রাজ্যের ন'টি স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের দু'জন করে প্রতিনিধিকে বৈঠকে হাজির থাকতে বলা হয়েছে।বৈঠকে রাজনৈতিক দলগুলির মতামত শুনতে চাইবে কমিশন। কোভিড পরিস্থিতিতে কী ভাবে ভোট করা সম্ভব তা জানতে চাওয়া হতে পারে। বিশেষ সংশোধনীর আগে রাজনৈতিক দলগুলির মত নিয়ে থাকে কমিশন। এবার বুথপিছু ভোটার কমাতে চাইছে কমিশন। মানতে হবে স্বাস্থ্যবিধিও। বিহার ভোট থেকে ইতিমধ্যে কিছু অভিজ্ঞতা পেয়েছে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর। জনগণ কার সঙ্গে থাকে সেটাই দেখার বিষয়। এই রাজনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে যোগ হয়েছে করোনা সংক্রমণ। তাই গোটা ভোট প্রক্রিয়া নিয়ে এই সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছে দেশের নির্বাচন কমিশন।

কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, নভেম্বরের শেষে ভোটার তালিকায় নাম তোলার কাজ শুরু হতে পারে। বিশেষ সংশোধনীর কাজ চলবে ডিসেম্বর পর্যন্ত। তার আগেই অবশ্য প্রকাশিত হয় যাবে খসড়া ভোটার তালিকা। নাম তোলা থেকে শুরু করে বাদ দেওয়া, আবেদন গ্রহণ এবং শুনানি পক্রিয়া চলবে জানুয়ারি পর্যন্ত। সব ঠিকঠাক থাকলে, ফেব্রুয়ারির মধ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে। তার পরেই ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রকাশ নাড্ডা

পাচের পাতার পর

সোমবার নিজের টুইট বার্তায় জগতপ্রকাশ লিখেছেন, আধ্যাত্মিকতার জন্য বিশ্ব বিখ্যাত। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পবিত্র সঙ্গমস্থল দেবভূমি উত্তরাখণ্ডের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে প্রত্যেক রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন।

উল্লেখযোগ্য বিষয় ২০০০ সালের ৯ নভেম্বর অবিভক্ত উত্তরপ্রদেশ ভেঙে সার্বভৌম ভারতের ২৭ তম রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে উত্তরাখণ্ড। আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে প্রকৃত অর্থেই সনাতনধর্মীদের কাছে এই রাজ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। হিমালয়ের কোলে অনুপম শোভা যেন বিচ্ছুরিত করে চলেছে এই রাজ্য।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

লোকাল ট্রেনের মান্থলি পাসের পুনর্নবীকরণ করতে গিয়ে লিঙ্ক ফেলইয়র, সমস্যায় যাত্রীরা

কলকাতা, ৯ নভেম্বর (হি. স.) : প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে বুধবার থকেই চাকা ঘুরবে লোকাল ট্রেনের। বুধবার থেকে লোকাল ট্রেন চলার আগে সোমবার সকাল থেকেই স্টেশনে-স্টেশনে শুরু হয়েছে মান্থলি পাসের পুনর্নবীকরণ। কিন্তু মান্থলি পাস পুনর্নবীকরন করতে গেলে সমস্যায় পড়ে যাত্রীরা। হয়ে যায় লিঙ্ক ফেলইয়র। প্রথম দিনেই লিঙ্ক ফেলইয়র হওয়ার ঘটনায় ক্ষুব্ধ যাত্রীরা।

হাতে আর একদম অল্প সময়। কারণ বুধবার থেকে ফের চালু হচ্ছে লোকাল ট্রেন। করোনা আবহের প্রথম থেকেই সুরক্ষার স্বার্থে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল লোকাল ট্রেন পরিষেবা। এতদিন স্টাফ স্পেশাল ট্রেন চললেও বন্ধ ছিল লোকাল ট্রেন। লোকাল ট্রেন না চলায় চরম সমস্যায় পড়েছিল নিত্যযাত্রীরা। যাত্রীদের সুবিধার্থের চিন্তা করেই ফের চালু হয়েছে লোকাল ট্রেন। আর তার আগেই সোমবার সকাল থেকেই বিভিন্ন স্টেশনে শুরু হয়েছে সেই মান্থলি পাসগুলির ডেট এক্সটেন্ড করে নেওয়ার পদ্ধতি। কিন্তু শুরুর দিনেই সমস্যায় যাত্রীরা। যাত্রীদের অভিযোগ, মান্থলি পুনর্নবীকরণ করতে গেলেই অসুবিধেয় পড়তে হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে "লিঙ্ক ফেলইয়র"। গড়িয়া থেকে বালিগঞ্জ বিভিন্ন স্টেশনেই উঠেছে অভিযোগ। অনেক যাত্রীই স্টেশনে এসে খোঁজ নিয়ে ফিরে যান। এই প্রসঙ্গে রেল কর্তৃপক্ষের দাবি,লিঙ্কের সমস্যার কারণেই এই সমস্যায় পড়তে হয়েছে যাত্রীদের। তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমস্যার সমাধান করা যায় সেটাই করার চেষ্টা করছে রেল।

উল্লেখ্য, রেল সূত্রে খবর বুধবার থেকে শিয়ালদা ডিভিশনে চলবে ৪১৩টি ট্রেন। শিয়ালদা উত্তর ও মেইন শাখায় চলবে ২৭০টি ট্রেন। শিয়ালদা দক্ষিণ শাখায় ১৪৩টি ট্রেন চলবে। হাওড়া ডিভিশনে ২০২টি ট্রেন চলবে। বাকি ৮১টি ট্রেন চলবে খড়গপুর ডিভিশনে।

পার্কে অস্থায়ী জলাশয় তৈরির কাজ স্থগিত

কলকাতা, ৯ নভেম্বর (হি. স.) : দক্ষিণ কলকাতার বিবেকানন্দ পার্কে ছট পুজোর জন্য জলাশয় তৈরির কাজ আটকে দিল কেএমডিএ। সোমবার বিষয়টি নিয়ে এক প্রস্থ বৈঠকে বসেন কেএমডিএ কর্তারা।

আগামী ২০ নভেম্বর ছট পুজো। রবীন্দ্র সরোবরে ওই পুজোর আইনি অনুমতি না পেয়ে ওই পার্কে অস্থায়ী জলাশয় তৈরি করে ছট পুজোর পরিকল্পনা হয়। পুজোর উদ্যোক্তারা এ ব্যাপারে প্রাথমিক কথা বলেন পার্কের তদারকির দায়িত্বে থাকা কেএমডিএ-র কাছে। কিন্তু কেএমডিএ-র লিখিত অনুমতি ছাড়াই শুরু হয় জলাশয় তৈরির কাজ। পার্কের আয়তন ১৪৫০ কাঠা (২৪ একর)। সেখানে প্রায় ৮০০ বর্গফুটের জলাশয় খোঁড়া হচ্ছিল।

সম্প্রতি রবীন্দ্র সরোবরে ছটপুজো আয়োজনে জারি করা নিষেধাজ্ঞা তুলে দিতে জাতীয় পরিবেশ আদালতের কাছে আর্জি জানিয়েছিল কেএমডিএ। একইসঙ্গে এর বিরোধিতা করে পাল্টা আবেদন করেন পরিবেশকর্মীরা। তারই শুনানি ছিল ১৭ সেপ্টেম্বর। আর তাতে ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইব্যুনাল বা জাতীয় পরিবেশ আদালত তাদের পুরনো অবস্থান থেকে সরে না আসায় মুখ পোড়ে কেএমডি—এর। মান্যতা পায় পরিবেশকর্মীদের আন্দোলন, উদ্বেগ। অর্থাৎ, রবীন্দ্র সরোবরে ছটপুজো কোনওমতেই করা যাবে না। ২০১৭ সালে জারি করা নিষেধাজ্ঞাই বলবৎ থাকবে। আর সে কারণেই সরোবর-সংলগ্ন পার্কে ছট পুজো করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ডালখোলায় অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য

ডালখোলা, ৯ নভেম্বর (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলা থানার সূর্যাপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এক অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। সোমবার ভোরে স্থানীয়রা দেহটি পড়ে থাকতে দেখে। ডালখোলা থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

জানা গেছে, এদিন ভোরে ডালখোলা থানার সূর্যাপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক থেকে শিমুলিয়া গ্রামে যাওয়ার রাস্তার পাশে জমিতে এক অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ডালখোলা থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মৃত মহিলার বয়স আনুমানিক ৪২ বছর। কিভাবে মহিলার মৃত্যু হয়েছে তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরই জানা যাবে। ওই মহিলার পরিচয় জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জিটিএ-র সর্বশেষ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন রাজ্যপাল ধনকর

কলকাতা, ৯ নভেম্বর (হি. স.) : গোর্খাল্যান্ড আঞ্চলিক প্রশাসন (জিটিএ)-র সর্বশেষ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।

টুইটে রাজ্যপাল লিখেছেন, রাজ্য প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত জিটিএ-র প্রধান সচিব সুরেন্দ্র গুপ্তর সঙ্গে বিশদ কথা বললাম। দার্জিলিং, কার্শিয়াং, মিরিক এবং শিলিগুড়ি ও কালিম্পং জেলার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত হয়েছে জিটিএ।"

২০১১ সালের ১৮ জুলাই দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে জিটিএ গঠনের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার ও গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার মধ্যে একটি ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সাক্ষরিত হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে জিটিএ প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত একটি প্রশাসক বোর্ডের অধীনে ডিজিএইচসি-র কাজকর্ম চলতে থাকে। এই বোর্ডের সদস্য ছিলেন দার্জিলিং, কার্শিয়াং ও কালিম্পং বিধানসভা কেন্দ্রের তিন বিধায়ক, দার্জিলিঙের জেলাশাসক এবং ডিজিএইচসি-র প্রশাসক। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা পাস হওয়া একটি আইনবলে ২০১২ সালের অগস্ট মাসে ডিজিএইচসি-র পরিবর্তে দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে জিটিএ গঠিত হয়।

মৃত্যু দু'জনের

পাচের পাতার পর

৭.১৫ মিনিট নাগাদ যমুনা এক্সপ্রেসওয়েতে সংঘর্ষ হয় সাত থেকে আটটি গাড়ির। সংঘর্ষের জেরে বেশ কয়েকটি গাড়ি দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছে। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দু"জনের। আহত অবস্থায় অনেককেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কুয়াশার কারণে প্রথমে দু"টি গাড়ির সংঘর্ষ হয়, এরপর আরও কয়েকটি গাড়ি দ্রুত গতিতে এসে ওই গাড়ি দু"টিতে ধাক্কা মারে।

তেজ প্রতাপ যাদব

তিনের পাতার পর

খারিজ করে দিয়েছে জনগণ। নীতীশের জমানায় বেকারত্ব এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের দুরবস্থা জেরে বিহারকে অন্ধকার যুগে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাজ্যের বিদায়ী সরকার সর্বদা দুর্নীতিতে লিপ্ত ছিল। জনগণকে ক্রমাগত বোকা বানিয়ে গিয়েছে তারা।

উল্লেখ করা যেতে পারে, সোমবার তেজস্বী যাদবের ৩২তম জন্মদিন ছিল। ভাইকে টুইট করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তেজ প্রতাপ। পাটনার রাস্তায় তেজস্বীকে উদ্দেশ্য করে জন্মদিনের শুভেচ্ছা সহ ফ্লেক্স ব্যানার ছেয়ে ফেলা হয়েছে।

লোকাল ট্রেন নিয়ে হাইকোর্টে দায়ের হতে চলেছে মামলা

কলকাতা, ৯ নভেম্বর (হি. স.) : করোনা, লকডাউনের জেরে দীর্ঘ প্রায় ৮ মাস পর বুধবার এই রাজ্যে চালু হতে চলেছে লোকাল ট্রেন পরিষেবা। ট্রেনের ভিড় নিয়ন্ত্রণে আজই কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হতে চলেছে মামলা।

দুর্গাপুজো, কালীপুজোর মণ্ডপে 'নো-এন্ট্রি' জোন ঘোষণার জন্য কলকাতা হাই কোর্টে আবেদন করেছিলেন হাওড়ার বাসিন্দা অজয় কুমার দে। আজ ফের তিনি একটি মামলা দায়ের করতে চলেছেন। সূত্রের খবর, লোকাল ট্রেনের ভিড় নিয়ন্ত্রণের আবেদনে মামলা দায়ের হতে পারে।

অজয়বাবুর আবেদন, রেলপথের সঙ্গে যুক্ত শহরতলির যেসব জায়গা কালীপুজো বা জগদ্ধাত্রী পুজোর জন্য বিখ্যাত, তার ১০ কিলোমিটার আগে-পরে যেন ট্রেন দাঁড় করানো না হয়। যদি করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, তাহলে উৎসবের দিনগুলোয় ওইসব স্টেশনে যাত্রীদের ভিড় নিয়ন্ত্রণে আদালতকে কড়া নির্দেশ জারি করতে হবে বলে মনে করেন তিনি। ইতিমধ্যে এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে নোটিস পাঠানো হয়েছে বলে খবর।

শুরু হল লোকাল ট্রেনের মাসিক টিকিট পুনর্নবীকরণ

কলকাতা, ৯ নভেম্বর (হি. স.) : সোমবার থেকে স্টেশনগুলিতে টিকিট কাউন্টার খুলে শুরু হল মাসিক টিকিট পুনর্নবীকরণের কাজ। রাজ্যের আবেদন মেনে নিত্যযাত্রীদের চাপের কথা ভেবে প্রাথমিক পরিকল্পনা থেকে সরে এসে ট্রেন সংখ্যা বাড়িয়েছে রেল।

লোকাল ট্রেনের অনেক যাত্রী মাসিক বা ত্রৈমাসিক টিকিট ব্যবহার করেন। এতে একদিকে, কিছুটা সাশ্রয় হয়। অন্যদিকে টিকিটের লাইনে বারবার দাঁড়ানোর ঝঞ্ঝাট এড়ানো যায়। কিন্তু লকডাউনে ট্রেন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তাঁদের অব্যবহৃত দিনগুলোর সুফল দেওয়া হবে যাত্রীদের। সে কারণেই এদিন সকাল থেকে ঘোষণামত শুরু হয়েছে টিকিট পুনর্নবীকরণ। সুষ্ঠুভাবে পরিষেবা দিতে রবিবার থেকে ধাপে ধাপে কাজ শুরু করেছেন হাওড়া, শিয়ালদহ শাখার রেলকর্মী, আধিকারিকরা। রবিবার দিনভর বিভিন্ন স্টেশন, ট্রেন স্যানিটাইজ করা হয়।

দুস্কৃতিদের

● প্রথম পাতার পর

দিয়ে চলে যায় আক্রমণকারীরা।পরবর্তী সময়ে তার চিৎকার শুনে স্থানীয় লোকজন ছুটে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে প্রথমে গন্ডাছড়া হাসপাতালে নিয়ে যান।তার অবস্থা সঙ্কটজনক হওয়ায় গন্ডাছড়া হাসপাতাল থেকে তাকে ধলাই জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এ ব্যাপারে গন্ডাছড়া থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনো পর্যন্ত এ ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার সংবাদ নেই।ঘটনাকে কেন্দ্র করে গন্ডাছড়া দেবনাথ পারা সহ পার্শবর্তী এলাকা গুলোতে তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় বাসিন্দারা জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

ফিরলেন

● প্রথম পাতার পর

আটকে থাকা আরও ৭৫ জন ত্রিপুরার নাগরিককে চতুর্থ দফায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু ৫২ জন বাংলাদেশ থেকে ফিরে এসেছিলেন। পঞ্চম দফায় ৩৬ জন ত্রিপুরার নাগরিক ফিরে এসেছেনউ ওই সময় ৫৮ জন ত্রিপুরার নাগরিক বাংলাদেশ থেকে ফিরে আসার তালিকা তৈরি হয়েছিল। কিন্ত, ৩৬ জন ফিরেছেন।

আজ ষষ্ঠ দফায় ১৮ জন ত্রিপুরার নাগরিক বাংলাদেশ থেকে ফিরেছেন। এদিন ২৬ জন ত্রিপুরার নাগরিকের বাংলাদেশ থেকে ফিরে আসার সূচি তৈরি হয়েছিল। বাংলাদেশ ফেরত ত্রিপুরার নাগরিকদের আজ করোনা-র নমুনা সংগ্রহ করে পিআরটিআই মহিলা হস্টেলে প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয়ের জনৈক আধিকারিক জানিয়েছেন, তাঁদের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

ছিল। এব্যাপারে সুন্দর টিলা আউটপোস্ট একটি নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। সোমবার দলদলি এলাকায় একটি পরিত্যক্ত ঘর থেকে তার মৃতদেহটি উদ্ধার হয়েছে। মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এটি অস্বাভাবিক মৃত্যু হত্যাকাণ্ড নিয়ে স্থানীয় জনগণের কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে।পুলিশ জানিয়েছে ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করে এ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

গ্যাসের

● প্রথম পাতার পর

বাহিনী এবং টি এন জি সি এল কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে না আসলে পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করতে পারত। অল্পেতে রক্ষা পেয়েছে কর্নেল চৌমুহনী সহ পার্শবর্তী এলাকা গুলি।

সরকার

● প্রথম পাতার পর

এদিন তিনি জানিয়েছেন, উদয়পুরে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে হস্ততাঁত শিল্পের শো-রুম খোলা হবে। দীপাবলিতে ওই শোরুমের উদ্বোধন করা হবে। তাতে, স্থানীয় পণ্যের প্রচার সহজে করা যাবে।

মঙ্গলবার থেকে খুলছে কলকাতার সায়েন্স সিটি

কলকাতা, ৯ নভেম্বর (হি. স.) : মঙ্গলবার থেকে খুলছে সায়েন্স সিটি। প্রথামত সোমবার বিভিন্ন সংগ্রহশালা বন্ধ থাকে। কিন্তু খোলার জন্য সোমবার প্রস্তুতি ও সতর্কতার নানা ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

এমনিতে সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে সায়েন্স সিটি। কিন্তু খোলার পর আপাতত দর্শকরা ঢুকতে পারবেন সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত। ১০টা থেকে বেলা ২ টা পর্যন্ত ৫০০ জন এবং ২টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত আরও ৫০০ জনকে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে। অনলাইনে ছাড়াও যন্ত্রে টিকিট কাটার ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। থাকবে স্যানিটাইজার যন্ত্র।

১৯৯৮ সাল থেকে টানা ২২ বছর নিজেদের আর্থিক ভাবে স্বনির্ভর হিসেবে ধরে রাখতে পেরেছিলেন সায়েন্স সিটির কর্মীরা। টিকিট বিক্রি এবং হল ও মাঠ ভাড়া দিয়ে যা আয় হতো, তা থেকেই অধিকর্তা থেকে নিচু তলার কর্মী, সবার বেতন হত। ওই আয় থেকেই রক্ষণাবেক্ষণ ও অন্য যাবতীয় খরচও চলত। কিন্তু এ বার কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের কাছে সাহায্যের হাত পাততে বাধ্য হয়েছে সায়েন্স সিটি। আর্থিক ভাবে স্বনির্ভর প্রতিষ্ঠানের কোমর ভেঙে গিয়েছে আর্থিক ভাবে দিয়েছে করোনা।

সায়েন্স সিটির অবস্থা এতটাই খারাপ যে, প্রশ্নের মুখে এখানকার কর্মীদের ভবিষ্যৎ। সায়েন্স সিটির অধিকর্তা শুভব্রত চৌধুরী বলছেন, "তিন ভাবে আমাদের রোজগার হতো। দর্শকদের টিকিট, কনভেনশন সেন্টার ভাড়া এবং সায়েন্স সিটির মেলার মাঠ ভাড়া দিয়ে। গত বছরের হিসেব অনুযায়ী, এখানে ১৫ লক্ষর বেশি দর্শক এসেছিলেন।" কিন্তু এই বছর এপ্রিল থেকে এক পয়সাও আয় নেই।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে মার্চের শেষ সপ্তাহ থেকে বন্ধ রাখা হয়েছে দেশের প্রতিটি জাদুঘর, সংগ্রহশালা, অ্যামিউসমেন্ট পার্ক, দর্শনীয় সৌধ এবং এই ধরনের সব কিছু।

শহিদের বাড়িতে এনএসইউআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। আজ রাজ্য এন এস ইউ আই এর এক প্রতিনিধি দল রাজ্যের বীর সন্তান শহিদ জওয়ান বনমালীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ধলেশ্বর ১৮ নম্বর রোডের নিবাসী সুদীপ সরকারের বাড়ীতে উনার পরিবার পরিজনের সাথে দেখা করতে গেলে কিছু বি জে পি সমর্থিত যুবক ছাত্র নেতা সম্রাট রায়কে শহিদের বাড়ীতে ঢুকতে বাধা দেয়। এবং চরম অশ্লীল মন্তব্য করতে থাকে এন এস ইউ আই এর প্রতিনিধি দলের উদ্দেশ্য করে। দেশের জন্য নিবেদিত প্রাণ একজন শহিদের বাড়ীতে সমবেদনা জানাতে যাওয়া এন এস ইউ আই এর প্রতিনিধি দলের সাথে এহেন কার্য কলাপের তীব্র নিন্দা জানান ছাত্র নেতা সম্রাট রায়।

পৃথক স্থানে

● প্রথম পাতার পর

ঘটে গেল এক ভয়ংকর পথদুর্ঘটনা। আজ সন্ধ্যা আনুমানিক সাতটা নাগাদ চুরাইবাড়ি এলাকার বাসিন্দা আবুল হোসেন তার পালসার বাইকে নিয়ে শনিছড়া থেকে বাজার সেরে বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলো। কিন্তু খেরেংজুড়ি এলাকায় আসার পর একটি পণ্যবাহী লরিকে সাইড দিতে গিয়ে জাতীয় সড়কের উপর রাজমিস্ত্রির মশলা বানানো অবস্থায় থাকা পন্য সামগ্রী ও রাজমিস্ত্রির সাথে সজোরে ধাক্কা মারে।তাতে ঘটনাস্থলে গুরুতরভাবে আহত হয় বাইক চালক আবুল হোসেন (৪০) ও তার সাথে থাকা বাইক আরোহী ইদ্রিস আলী (৬৫)।

গুরুতরভাবে আহত হয় জাতীয় সড়কের উপরে ক্রেশার মেশিনের রাজমিস্ত্রির মসলা বানানো অবস্থায় থাকা রাজমিস্ত্রি অখিল নাথ(২০)।দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার পর প্রত্যক্ষদর্শীরা তড়িঘড়ি প্রেমতলা দমকল অফিসে খবর দেন। দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে গুরুতরভাবে আহত অবস্থায় বাইক চালক আবুল হোসেন,বাইক আরোহী ইদ্রিস আলী ও রাজমিস্ত্রি অখিল নাথকে কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। কর্তব্যরত চিকিৎসক গুরুতরভাবে আহত তিন জনের চিকিৎসা শুরু করলেও রাজমিস্ত্রি অখিল নাথের অবস্থা গুরুতর দেখে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে রেফার করেন। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে চুরাইবাড়ি থানার পুলিশ।

এদিকে দমকল কর্মীরা জানান,৮ নং জাতীয় সড়কের নবোদয় স্কুল সংলগ্ন খেরেংজুড়ি এলাকায় ঘটে এই পথ দুর্ঘটনা। গুরুতরভাবে আহত তিনজনকে ঘটনাস্থল থেকে কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। দমকল কর্মীরা আরো জানান,আবুল হোসেন ইদ্রিস আলীকে শনিছড়া বাজার থেকে বাজার সেরে নিজ বাড়ির উদ্দেশ্যে বাইকে চেপে আসছিলেন। ঠিক সেই সময় খেরেংজুড়ি এলাকায় জাতীয় সড়কের অর্ধেক জায়গা নিয়ে স্থানীয় একটি ক্রেশারের রাজমিস্ত্রিরা কাজ করছিলেন।আর ঠিক সেই সময় অপর দিক থেকে আসা একটি লরি থেকে বাঁচতে গিয়ে বাইকটি উঠে যায় কাজে থাকা পণ্য সামগ্রী ও শ্রমিকদের উপর।আর সেখানেই গুরুতরভাবে আহত হন একজন শ্রমিক,বাইক চালক সহ বাইক আরোহী।

অপরদিকে এই দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার পর স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা উত্তেজিত হয়ে পড়েন।উনারা ক্রেশার মালিকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ৮ নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বসেন। প্রতিবাদকারী পথ অবরোধ কারীদের বক্তব্য চুড়াইবাড়ি থানা এলাকায় ৮ নং জাতীয় সড়কের পাশে বৈধ ও অবৈধ ভাবে অজস্র পাথর ভাঙ্গার ক্রেশার মেশিন বসানো হয়েছে।

এই ক্রেশার মেশিন গুলি বসানোর ফলে একদিকে রাস্তার পাশে পাথর বোঝাই লরি দাঁড়িয়ে থাকে। অপরদিকে ক্রেশার মেশিন স্থাপনের রাজমিস্ত্রির কাজ জাতীয় সড়কের উপর করা হয়। আর তাতে প্রতিনিয়ত পথচারী থেকে শুরু করে যাত্রীরা যানবাহন নিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন। তাই স্থানীয় জনগণ ক্রেশার মেশিনের হাত থেকে পথচারী ও যাত্রীদের বাঁচাতে স্থায়ী সমাধানের জন্য রাজ্যের একমাত্র সড়ক পথ ৮ নং আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের খেরেংজুড়ি এলাকায় পথ অবরোধ করে বসেন।টানা কয়েক ঘণ্টা পথ অবরোধের ফলে রাস্তার উভয় পাশে যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী গাড়ির দীর্ঘ লাইন লেগে যায়।অবশেষে চুড়াইবাড়ি থানার পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখবে বলে আশ্বস্ত করলে উত্তেজিত জনতা জাতীয় সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করেন। এখন দেখার বিষয় রাজ্যের পরিবহন দপ্তর ব্যস্ততম রাজ্যের একমাত্র ৮ নং জাতীয় সড়কের উপর এরকম যানজট ও ক্রেশার মেশিনের রাজমিস্ত্রির মসলা বানানোর বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে?

সোমবার আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কের তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার বড়মুড়া ইকোপার্ক সংলগ্ন এলাকায় একটি বাস ও মারুতির মধ্যে সংঘর্ষে ১ জন গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন। ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়া অন্যান্য যানবাহন গুলি দুর্ঘটনার পর পর সেখানে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারাই দ্রুত খবর পাঠান দমকল বাহিনীকে।খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থেকে দমকল বাহিনীর জওয়ানরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে যায়। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে পুলিশ একই মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে বাস এবং মারুতি গাড়ি উভয়ই দ্রুতবেগে চলছিল।বড়মুড়া ইকোপার্ক এর সামনে এসে পৌঁছলে চালকরা নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেনি। এর ফলে দুটি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। তাতেই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

প্রার্থীর

● প্রথম পাতার পর

বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ। এবার ভোটগণনার অপেক্ষা। ভাগ্য জানা যাবে ৩,৭৫৫ জন প্রার্থীর। মঙ্গলবার (১০ নভেম্বর) সকাল আটটা থেকে শুরু হবে ভোটগণনা, প্রথমেই পোস্টাল ব্যালট গণনা হবে। তারপরই ইভিএম-এর ভোট গণনা হবে। ভোটগণনার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করেছে নির্বাচন কমিশন। বিহারের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এইচ আর শ্রীনিবাস জানিয়েছেন, রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির জন্য ৫৯ কোম্পানি আধা-সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য ৫৫টি গণনা কেন্দ্রে ভোটগণনা হবে।

বিহারে এবার তিন-দফায় বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হয়েছে। গত ২৮ অক্টোবর প্রথম দফার ভোটগ্রহণ হয়েছে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফার ভোটগ্রহণ হয়েছে যথাক্রমে ৩ এবং ৭ নভেম্বর। ২৪৩ সদস্যের বিহার বিধানসভায় ৩৮টি আসন তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতির জন্য সংরক্ষিত। আগামী ২৯ নভেম্বর শেষ হচ্ছে বিহারের বর্তমান বিধানসভার মেয়াদ। গত ২৮ অক্টোবর প্রথম দফায় বিহারের ১৬টি জেলার (উগ্র-বাম অধ্যুষিত জেলাগুলিতেও) ৭১টি বিধানসভা আসনে হয়েছে ভোটগ্রহণ। দ্বিতীয় দফায়, ৩ নভেম্বর ১৭টি জেলার ৯৪টি বিধানসভা আসনে হয়েছে ভোটগ্রহণ। তৃতীয় দফায়, ৭ নভেম্বর ১৫টি জেলার ৭৮টি বিধানসভা আসনে হয়েছে ভোটগ্রহণ।

কিশোর

● প্রথম পাতার পর

বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।নাবালকটি অগ্নিদগ্ধ হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

সংঘর্ষে মৃত ৭

আটের পাতার পর

সোমবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সাতনা জেলা সদর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে সাতনা-নাগড় রোডে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শৈলেন্দ্র কুমার জৈন জানিয়েছেন, পান্নায় পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পর রেওয়াতে ফিরছিলেন তাঁরা। সকাল তখন আটটা হবে, সাতনা-নাগড় রোডে জীপ ও ডাম্পার-ট্রাকের সংঘর্ষ হয়।

ওই পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় একটি শিশু, ৩ জন মহিলা-সহ ৬ জনের। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে একজনের মৃত্যু হয়। ৫ জন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে রেওয়ার সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। পুলিশ সূত্রের খবর, দুর্ঘটনার পরই পালিয়ে যায় ডাম্পার-ট্রাকের চালক। মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ক্রিকেটারদের মানসিকভাবে সুস্থ রাখায় জোর দিচ্ছে অস্ট্রেলিয়া

করোনাভাইরাস মহামারিতে আতঙ্ক, অসুস্থতা, বেকারত্ব, নানা অনিশ্চয়তায় স্বাভাবিকভাবেই মানুষের মানসিক চাপ বেড়েছে। মানসিক চাপে আছেন ক্রিকেটার ও ক্রিকেটসংশ্লিষ্ট অনেকেই। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ) তাই জোর দিচ্ছে ক্রিকেটারদের মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখার ওপর।অস্ট্রেলিয়া নারী ও পুরুষ দলে অবশ্য আগে থেকেই দুজন মনোবিদ কাজ করছেন। নারী দলে কাজ করেন পিটার ক্লার্ক আর পুরুষ দলে মাইকেল লয়েড। এবার তাঁদের কাজের পরিধি আরও বাড়াতে চাইছে সিএ। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বোর্ড আসলে এই মহামারিতে আরও বড় পরিসরে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছে।

বোর্ডের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ক্রিকেটাররা তো আছেনই, রাজ্য দল, বিগ ব্যাশ ও ক্লাব পর্যায়েও সিএ বিষয়টি নিয়ে কাজ করবে।সিএর হাই পারফরম্যান্সের প্রধান ড্রিউ জিন বলেছেন, ''নতুন মানসিক স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষাবিষয়ক মনোবিদেরা ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ায় মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি আরও বেশি মনোযোগ দেবেন।

সিএর চুক্তিবদ্ধ খেলোয়াড়দের জন্য আরও বৃহৎ পরিসরে কাজ করবেন। মানসিক স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দিতে এটি দারুণ এক সুযোগ।এটি আমাদের দলের সঙ্গে কাজ করা বর্তমান মনোবিজ্ঞানীদের আরও শক্তিবৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।''এর আগে অস্ট্রেলিয়ার তিন ক্রিকেটার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, নিক ম্যাডিনসন ও উইল পুকোভস্কি মানসিক সমস্যায় ক্রিকেট থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিলেন। করোনাভাইরাসের মহামারিতে মানসিক সমস্যা আরও বাড়তে পারে ক্রিকেটারদের। জিন তাই বলছেন, ''এটি এখন আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন মানসিক স্বাস্থ্যের সমস্যাগুলো বেড়েই চলেছে। বিশেষ করে শীর্ষ ক্রিকেটারদের চাহিদা, কোভিড এবং চরম অনিশ্চয়তার কারণে। আমাদের খেলোয়াড়, কোচ ও স্টাফদের সঠিক সমর্থন এবং পরিবেশ সরবরাহ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

ধোনির পথচলার ভিত গড়ে দিয়েছিলেন সৌরভ

সম্প্রতি যৌথভাবে একটি জরিপের আয়োজন করেছিল ইএসপিএনক্রিকইনফো ও স্টার স্পোর্টস। সেই জরিপে সৌরভকে পেছনে ফেলে ভারতের সর্বকালের সেরা অধিনায়ক হয়েছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি।ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে কে সেরা অধিনায়কসৌরভ গাঙ্গুলী, নাকি মহেন্দ্র সিং ধোনি। সম্প্রতি যৌথভাবে একটি জরিপের আয়োজন করেছিল ক্রিকইনফো ও স্টার স্পোর্টস। সেই জরিপে সৌরভকে পেছনে ফেলে ভারতের সর্বকালের সেরা অধিনায়ক হয়েছেন মহেন্দ্র সিং ধোনি। তবে শ্রীলঙ্কার সাবেক অধিনায়ক কুমার সাঙ্গাকারা মনে করেন অধিনায়ক ধোনির পথচলার ভিতটা গড়ে দিয়েছিলেন সৌরভই।৭ জুলাই ছিল ধোনির জন্মদিন, ৮ জুলাই সৌরভের। দুই মহান ক্রিকেটারের জন্মদিন উদ্‌যাপন করার লক্ষ্যেই জরিপটির আয়োজন করেছে স্টার স্পোর্টস ও ক্রিকইনফো। এই জরিপের সঙ্গে জড়িত ছিলেন গ্রায়েম স্মিথ, সাঙ্গাকারা, গৌতম গম্ভীর, ইরফান পাঠান ও কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তের মতো সাবেক ক্রিকেটাররা। সম্প্রতি সেই জরিপের ফল প্রকাশ করা হয়েছে স্টার স্পোর্টসের 'ক্রিকেট কানেক্টেড'-এর সর্বশেষ অধ্যায়ে।কয়েকটি ক্যাটাগরিতে ভোটাভুটি হয়েছে। সেই ভোটাভুটিতে অধিনায়ক হিসেবে ব্যাট হাতে পারফরম্যান্সে সৌরভের চেয়ে ধোনি ভোট বেশি পেয়েছেন। সব মিলিয়ে অবশ্য ধোনি দশমিক ৫০-এর চেয়ে কম পয়েন্টে এগিয়ে ছিলেন। আটটি ক্যাটাগরির মধ্যে ধোনি এগিয়ে ছিলেন চারটিতে। অধিনায়ক হিসেবে ভারতকে ২০১১ বিশ্বকাপ, ২০০৭ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও ২০১৩ সালের চ্যাম্পিয়নস ট্রফি জিতিয়েছেন ধোনি। আইসিসির তিনটি টুর্নামেন্টের সব কটি জেতা প্রথম অধিনায়কও তিনিই। সৌরভ এত কিছু না জিতলেও তাঁর আমলেই ভারত ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলতে শিখেছে। সৌরভের নেতৃত্বে সেই সময়ের পরাক্রমশালী অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছে ভারত।

দুজনের নেতৃত্ব নিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অধিনায়ক বলেছেন, 'মিডল অর্ডারে ব্যাট করা ধোনি ম্যাচে দলকে জয়ের কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারত, ম্যাচ শেষ করে আসত সে। খুব ধীরস্থির, শান্ত ও ঠাণ্ডা মাথার খেলোয়াড় ছিল ধোনি।

তবে দাদার দলে এমএসের মতো একজন খেলোয়াড় থাকলে তাঁর দল আরও ভালো করতে পারত।'শ্রীলঙ্কার সাবেক অধিনায়ক সাঙ্গাকারার কথা, 'অনেক জিনিস দিয়েই একজনকে বিচার করা যায়। কিন্তু কখনো কখনো আপনাকে পদচিহ্ন রেখে যেতে হবে। দাদা সেটা রেখে যেতে পেরেছিলেন। আর এমএস ধোনি এটা থেকেই উপকৃত হয়েছে।'

স্টোকসের বিশ্বকাপ জেতানো ধুলো আর ধোঁয়ার গল্প

ক্যারিয়ারে এর চেয়ে বড় ইনিংস অনেক খেলেছেন বেন স্টোকস। আরও বড় বড় ইনিংস নিশ্চয়ই খেলবেন। গত অ্যাশেজের মতো অবিশ্বাস্য পরিস্থিতি থেকে দলকে জেতাবেনও। কিন্তু ৯৮ বলে ৮৪ রানের অপরাজিত ওই ইনিংসটির চেয়ে মূল্যবান আর কোনো ইনিংস হয়তো আর খেলা হবে না। একটা দেশের আজন্ম লালিত স্বপ্ন পূরণ করা ইনিংস এক জীবনে মানুষ কয়বারই বা খেলার সুযোগ পায়!

২০১৯ বিশ্বকাপ ফাইনালে নিউজিল্যান্ড ও বিশ্বকাপ ট্রফির মাঝে দাঁড়িয়ে ছিলেন শুধু স্টোকস। এই অলরাউন্ডারের হাল না ছাড়া মানসিকতাই শেষ বল পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেছে ম্যাচ। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও দলকে জেতাতে পারেননি নির্ধারিত ওভারে। শেষ বলে দুই রান নিতে গিয়ে রান আউট হয়েছেন তাঁর সঙ্গী। অমন দুর্দান্ত এক ইনিংস খেলেও তাই সুপার ওভারে ব্যাট করার জন্য নামতে হয়েছিল তাঁকে। শেষ পর্যন্ত সে চাপও জয় করে ইংল্যান্ডকে এনে দেন বিশ্বজয়ের উৎসব করার সুযোগ।কিন্তু স্টোকস কি সেদিন একটুও চাপ অনুভব করেননি? হ্যাঁ, চাপ ঠিকই অনুভব করছিলেন এই অলরাউন্ডার। ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপজয় নিয়ে প্রকাশিত বই ''মরগানস ম্যান: দ্য ইনসাইড স্টোরি অব ইংল্যান্ডস রাইজ ফ্রম ক্রিকেট ওয়ার্ল কাপ হিউমিলিশেন টু গ্লোরি''তে জানানো হয়েছে চাপ কাটাতে সেদিন কী করেছিলেন স্টোকস।বইয়ের লেখক নিক হোল্ট ও স্টিভ জেমস লিখেছেন, ''সুপার ওভারের উন্মাদনার মাঝে ২৭ হাজার দর্শক ভর্তি স্টেডিয়ামে কোনো শুনশান জায়গা খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন ছিল। বিশেষ করে দর্শকের চোখ, টিভি ক্যামেরা তখন মাঠ, লংরুম (লর্ডসের বিখ্যাত সে রুম যেখান দিয়ে খেলোয়াড়েরা সদস্যদের সামনে দিয়ে মাঠে ঢোকেন) এবং ড্রেসিং রুমে সবার ওপর নজর রাখছে। কিন্তু বেন স্টোকসের লর্ডসের অলি—গলি ভালোই চেনা। এউইন মরগান যখন ড্রেসিংরুমে সবাইকে শান্ত করতে ব্যস্ত, কী করা যায় সে পরিকল্পনা করছেন; তখন স্টোকস আস্তে করে বেরিয়ে গেলেন দুদন্ড শান্তির খোঁজে।''''পুরো শরীরে ঘাম আর ধুলো। দুই ঘন্টা ২৭ মিনিট ধরে অবিশ্বাস্য চাপে ব্যাট করেছেন। স্টোকস কী করলেন তখন? ইংল্যান্ডের ড্রেসিংরুমের পেছনে চলে গেলেন। অ্যাটেন্ডেন্টদের অফিস আর গোসলের জায়গা পার হয়ে চলে গেলেন এক কোনায়। সেখানেই একটি সিগারেট ধরিয়ে নিজেকে শান্ত করলেন।''এর পরই আবার ব্যাট করতে নেমেছিলেন স্টোকস। সুপার ওভারে তাঁর ৩ বলে ৮ রান ও অন্য প্রান্তে বাটলারের ৭ রানের ১৫ রানের পুঁজি পায় ইংলিশরা। নিউজিল্যান্ড সে রান টপকাতে পারেনি তাদের ৬ বলের কোটায়। প্রথমবারের মতো ওয়ানডে বিশ্বকাপ জেতার লক্ষ্য পূরণ হয়ে যায় ইংল্যান্ডের।এখন এ জয়ের পেছনে স্টোকসের ইস্পাতদৃঢ় মানসিকতাকেই দেখবেন, নাকি দেখবেন অস্বাস্থ্যকর কিছু ধোঁয়ার অদৃশ্য প্রভাবসেটা পাঠকের বিবেচনা।

প্লে-অফের সূচী চূড়ান্ত হলো

দুবাই ঃ ৫৬ ম্যাচের লিগ শেষ। কোভিড কালের ক্রিকেট কার্নিভালে জমজমাট শেষ চারের লড়াই। লিগের শেষ ম্যাচ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হল প্লে-অফের চতুর্থ দলের জন্য। মুম্বই ইন্ডিয়ানস, দিল্লি ক্যাপিটালস আর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর আগেই প্লে-অফ নিশ্চিত করে। লড়াই ছিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ আর কলকাতা নাইট রাইডার্সের মধ্যে কে যাবে প্লে অফে? লিগের শেষ ম্যাচে মুম্বইয়ের মুখোমুখি হয়েছিল হায়দরাবাদ। মুমব জিতলে প্লে অফে চলে যাবে কেকেআর। আর হায়দরাবাদ জিতলে প্লে অফে পৌঁছে যাবে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। এই ছিল সহজ সমীকরণ। মুম্বইকে ১০ উইকেটে হারিয়ে প্লে অফে জায়গা পাকা করে নিল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। একনজরে দেখে নিই আইপিএল ২০২০ সালের প্লে-অফের সূচি ৫ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার-প্রথম কোয়ালিফায়ারে মুখোমুখি মুম্বই ইন্ডিয়ানস এবং দিল্লি ক্যাপিটালস (দুবাইয়ে খেলা শুরু ভারতীয় সময় সন্ধে সাড়ে সাতটায়) ৬ নভেম্বর, শুক্রবার-এলিমিনেটরে মুখোমুখি সানরাইজার্স হায়দরাবাদ এবং রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর (আবু ধাবিতে খেলা শুরু ভারতীয় সময় সন্ধে সাড়ে সাতটায়) ৮ নভেম্বর, রবিবার-দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে মুখোমুখি হবে মুম্বই-দিল্লি ম্যাচের পরাজিত দল এবং হায়দরাবাদ-ব্যাঙ্গালোর ম্যাচের জয়ী দল (আবু ধাবিতে খেলা শুরু ভারতীয় সময় সন্ধে সাড়ে সাতটায়) ১০ নভেম্বর, মঙ্গলবার-দুবাইয়ে ২০২০ আইপিএলের মেগা ফাইনালে মুখোমুখি প্রথম এবং দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারের জয়ী দল (খেলা শুরু ভারতীয় সময় সন্ধে সাড়ে সাতটায়)

বিশ্বকাপের ব্যথা এখনো ভুলতে পারছে না নিউজিল্যান্ড

স্নায়ুক্ষয়ী সেই ক্রিকেট বিশ্বকাপ ফাইনালের এক বছর পূর্তি আজ। শিরোপার একদম হাতছোঁয়া দূরত্বে চলে এসেও খালিহাতে ফিরতে হয়েছিল সেদিন কেইন উইলিয়ামসনদের। যে যন্ত্রণার স্মৃতি এখনও দগদগেসুপার ওভারের দ্বিতীয় ইনিংসের খেলা। ক্রিজে মার্টিন গাপটিল আর জিমি নিশাম, ওদিকে বল হাতে ইংল্যান্ডের জফরা আর্চার।শেষ দুই বলে তখন তিন রান লাগে। মূল ম্যাচে ইংল্যান্ডের ইনিংসের শেষটার মতো দৃশ্যপট! পঞ্চম বলে এক রান নিয়ে সমীকরণটা এক বলে দুই রানে নিয়ে এলেন গাপটিল-নিশাম। শেষ বলটা ডিপ উইকেটের দিকে কোনোরকমে ঠেলে পড়িমরি করে ছুট লাগালেন গাপটিল। এক রান পেলেন, দ্বিতীয় রানটা নিতে গিয়ে হয়ে গেলেন রান আউট! ব্যস, সুপার ওভারেও টাই!

এমন ম্যাচে কেউ জয়ী বা পরাজিত থাকে না। তাও, ট্রফি তো কোনো এক দলকে দিতেই হবে, তাই বুঝি আইসিসি নিয়ম করে রেখেছিল, সুপার ওভারের পরেও ম্যাচ টাই হলে যে দল সবচেয়ে বেশি বাউন্ডারি মারবে, তারাই জিতবে। আর এ হিসাবে ইংল্যান্ড মেরেছে ২৪ বাউন্ডারি, নিউজিল্যান্ড ১৬টি। অর্থাৎ ইংল্যান্ডই জয়ী। একদম শেষ পর্যন্ত গিয়েও তাই খালি হাতে ফিরতে হয়েছিল কিউইদের।সে যন্ত্রণা কী এখনও পোড়ায় না তাঁদের? এক বছর পর সে দলের কোচ-খেলোয়াড়দের কথা শুনলে সে নিয়ে আর সন্দেহ থাকার কথা নয়!

অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহর সনাক্ত করণ চাই

Ref. Jirania PS UD Case No-2020JRN016 20 Dated 07/11/2020 u/s-174 Cr. P.C.

পাশের ছবিটি একজন অপরিচিত পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ, বয়স - আনুমানিক ৩৫ বছর, উচ্চতা - ৫ ফুট ৪ইঞ্চি, গায়ের রঙ- শ্যামলা, পরনে - কালো সাদা শার্ট এবং কালো লম্বা পেন্ট, গত ০৭/১১/২০২০ইং তারিখে জিরানীয়া থানার পুলিশ কালীমুড়া রেল রাস্তার পাশে পরে থাকা অবস্থায় পান। এখন পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয় স্বজন মৃত ব্যক্তির দাবী করেন নাই। বর্তমানে মৃতদেহ আগরতলা জিবি হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে মৃতদেহ সনাক্ত করার জন্য।

উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ মহিলার সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও কোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) ০৩৮১ ২৩২ ৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১ ২৩২ ৫৭৮৪/১০০
৩) জিরানীয়া থানা - ০৩৮১ ২৩৪ ৬২২২

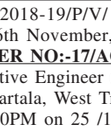

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা।

ICA/D-819/2020-21

No. F.6(1)-Agri./EE/W/2018-19/P/V/ 2127-39
Dated, Agartala, the 6th November, 2020.

PRESS NOTICE INVITING e- TENDER NO:-17/AGRI/EE(WEST)/2020-21

On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer (west), Department of Agriculture & Farmers' Welfare, Government of Tripura, Agartala, West Tripura invites separate percentage Rate e-Tender from the eligible bidders upto 3.00PM on 25 /11/2020 for the following works.

Sl. No	Name of work DNIT NO.	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Tender Fee	Pre-bid discussion	End date of e-bidding	Time and Date of opening of Tender.
1	DNIT NO. E – 44/ AGRI/EE(WEST) /2020-21	Rs.2,01,666.00	Rs.2,017.00	60 Days	Rs.1,000.00	10/11/2020	25 /11/2020 upto 3.00PM	26/11/2020 At 1.00PM
2	DNIT NO. E – 45/ AGRI/EE(WEST) /2019-20	Rs.6,79,435.00	Rs.6,794.00	90 Days	Rs.1,000.00	10/11/2020	25 /11/2020 upto 3.00PM	26/11/2020 At 1.00PM
3	DNIT NO. E – 46/ AGRI/EE(WEST) /2019-20	Rs.19,43,751.00	Rs.19,438.00	90 Days	Rs.1,000.00	10/11/2020	25 /11/2020 upto 3.00PM	26/11/2020 At 1.00PM

Interested bidders can view the tender documents in the e- portal www.tripura.tenders.gov.in and in the 0/o the Executive Engineer (West) , Department of Agriculture & Farmers Welfare,Agartala.
FOP AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPU.RA.

ICA/C-2051/2020-21

(Er. S. K. Milakar)
Executive Engineer(West)
Department of Agriculture &FW
Tripura, Agartala

PNIT No.No.F.8(58)/H&SC/TM/2020-2 /1012
Dated, 04/11/2020

PRESS NOTICE INVITING e- TENDER

e-Tender is invited from the competent agencies/firms capable of executing Commercial Floricultural Projects on Gerbera under protected structures of 200 sq. mt. each with drip irrigation system and also supply of planting materials of Gerbera for a single unit i.e 200 sq.m area.

The competent agencies/firms capable of executing such projects and have a minimum turnover of Rs. 3.00 crone per year, at least for a period of last three consecutive years, having documentary evidence on completed projects, only would be eligible for participating in this tender process. The Tender value is Rs. 219.80 fakh (Rupees Two Crore Nineteen Lakh Eighty Thousand) only, The Bid submit- ;ionend date is on 07/12/2020. The bid shall be opened on"ne by the designated Bid Openers on behalf of the Director of Horticulture & Soil Conservation, Paradise Chowmuni Agartala, West Tripura, 799001 on 09/12/2020 and the detail shall be accessible by intending bidder through website https://tripuratenders.gov.in. For any enquiry, please contact e-mail : dhctripura@y0oo.co.ini tmcelltripura@gmail.com.

ICA/C-2058/2020-21

(Dr. P.B. Jamatia)
Director Horticulture & Soil Conservation, Tripura, Agartala.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-22/EE/RD/KGT/DIV/2020-21 Dt.06/11/2020

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, R D Kumarghat Division, Kumarghat, Unakoti, Tripura invites item rate e-tender on single 1:?_id system from the eligible bidders up to 3.00 P.m. of 20/11/2020 for the works vide:- (i) DNIT.No. 72/EE/RD/KGT/DIV/2020- 21 Dt.06/11/2020 (ii) DNIT.No. 73/EE/RD/KGT/DIV/2020-21 Dt.06111/2020 (iii) DNIT.No. 74/EE/RD/KGT/DIV/2020-21 Dt.06/11/2020 (iv) DNIT.No. 75/EE/RD/KGT/DIV/2020-21 Dt.06111/2020. For details visit website https://tripuratenders.gov.in! eprocure.gov.in and may contact at ph. No.9612590474 (M)/ e- mail- eenlkgtgmail.corn. Any subsequent corrigendum will be availab!e in the website only.

ICA/C-2055/2020-21

(Er. Sujit Sill)
Executive Engineer RD
Kumarghat Division

GOVERNMENT OF TRIPURA OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER RD KUMARGHAT DIVISION KUMARGHAT, UNAKOTI, TRIPURA

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-21/EE/RD/KGT/DIV/2020-21 Dt.06/11/2020

On behaiL of the Governor of Tripura, The Executive Engineer, i D Kumarghat Division, Kumarghat, Unakoti, Tripura invites item rate e-tender on single bid system from the eligible bidders up to 3.00 P.M. of 20/11/2020 for the works vide:- (i) DNIT.No. 66/EE/RD/KGT/DIV/2020- 21 Dt.06/11/2020 (ii) DNIT.No. 67/EE/RD/KGT/DIV/2020-21 Dt.06/11/2020 (iii) DNIT.No. 68/EE/RD/KGT/DIV/2020-21 Dt.06111/2020 (iv) DNIT.No. 69/EE/RD/KGT/DIV/2020-21 Dt.06/11/2020 (v) DNIT.No. 701EE/RD/KGT/DIV/2020-21 Dt.06/11/2020 (vi) DNIT.No. 71/EE/RD/KGT/DIV/2020-21 Ot.06/11/2020. For details visit website https://tripuratenders.gov.in/ eprocure.gov.in am_ may contact at ph. No.9612590474 (M)/ e- mail-eenlkgtgmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only

ICA/C-2047/2020-21

(Er. Sujit Sil)
Executive Engineer
RD Kumarghat Division

WALK IN INTERVIEW

Applications are invited in plain paper for Walk-in-Interview for the engagement of Guest/Visiting lecturer in the following Subjects:-

1. English, 2.Education, 3. History, 4.Sanskrit, 5. Kokborok, 6.Environmental Science, '.Physical Education, 8.Human Physiology, 9. Zoology, 10.Chemistry, 11. Mathematics, 12.Physics, 13.Commerce and 14.Information Technology.

Candidates willing to attend the said walk-in-interview are requested to bring their original certificates with a photocopy of the same along with the application in a plain paper on 20/11/2020 in the office of the Principal, Government Degree College, Dharmanagar within 11 am to 3pm.

1. Qualification:-a) At least 55% marks in Master's Degree level in the relevant subject. b) 5% marks relaxation in case of ST/SC/PH/Ph.D Degree holder candidates. c) Priority to be given to NET/SLET/Ph.D holder candidates.
2. Person earlier engages as Guest lecturer in this college need not have to face interview but to submit updated Bio-data on 20/11 /2020 within 11am to 3pm.
3. Engagement will be made on merit basis by way of maintaining the reservation policy of the State Government.
4. Payment of Honorarium and other ter=ns of condition for the engagement will be made as per guidelines/ norms of the State Government.

ICA/D-815/2020-21

Dr. Manik BhatLacharya
Principal i/c Government Degree
College Dharmanagar. Tripura (N)
Principuttn-charge GOVT. DEGREE
COLLEGE Wiarmanagdr.

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

উত্তরাখণ্ড রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে শুভেচ্ছা অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর (হি. স.): পাহাড়ি রাজ্য উত্তরাখণ্ডের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সোমবার টুইটারে এক বার্তায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লিখেছেন, উত্তরাখণ্ডের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে প্রত্যেক ভাই ও বোনেদের আন্তরিক শুভকামনা। দেবভূমি উত্তরাখণ্ডের নিরন্তন প্রগতি এবং সমৃদ্ধি ও রাজ্যবাসীর আনন্দদায়ক জীবন কামনা করি।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ৯ নভেম্বর ২০০০ সালে অবিভক্ত উত্তরপ্রদেশকে ভেঙে উত্তরাখণ্ডের জন্ম হয়। সার্বভৌম ভারতের ২৭তম রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে উত্তরাখণ্ড। অবিভক্ত উত্তরপ্রদেশ থাকার সময় এই অঞ্চলকে উত্তরাঞ্চল বলে অভিহিত করা হত। সেই উত্তরাঞ্চলই পরবর্তী সময় উত্তরপ্রদেশ ভেঙে উত্তরাখণ্ড রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রাজ্য নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল কেন্দ্রের তৎকালীন ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্সের সরকার। এই সরকারের নেতৃত্বে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী। প্রশাসনিক পরিষেবাকে জনগণের আরও কাছাকাছি আনতে একাধিক ছোট রাজ্য নির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করে গিয়েছিলেন তিনি। ফলস্বরূপ তার জামানাতে একে একে জন্মগ্রহণ করে উত্তরাখণ্ড, ঝাড়খন্ড, ছত্তিশগড়ের মতন রাজ্য।

দিল্লির বাতাস অত্যন্ত খারাপ ধোঁয়াশায় ঢাকল অক্ষরধাম মন্দির

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর (হি.স.): ক্রমেই খারাপ থেকে অসহনশীল হয়ে উঠছে রাজধানী দিল্লির বাতাস। দূষণ এতটাই যে সোমবার সকালে ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকা পড়ল দিল্লির অক্ষরধাম মন্দির। ভোরের দিকে ভালোভাবে দেখায় যাচ্ছিল না অক্ষরধাম মন্দির। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের তথ্য অনুযায়ী, সোমবার সকালে দিল্লির আনন্দ বিহারে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ছিল ৪৮৪, যা অত্যন্ত খারাপ। এছাড়াও দিল্লির মুণ্ডকায় এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ছিল ৪৭০, ওখলা ফেস ২-এ ৪৬৫, ওয়াজিরপুরে ৪৬৮, আইটিও-তে ৪৭২, মেজর ধ্যানচাঁদ ন্যাশনাল স্টেডিয়াম এলাকায় বাতাসের গুনগতমান ছিল ৪৪৯। দিল্লির সর্বত্রই এদিন সকালে এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ছিল "ভীষণ খারাপ"।

এরইমধ্যে স্বস্তির খবর হল, খুব শীঘ্রই ধোয়াঁশা থেকে স্বস্তি পেতে পারে দিল্লি। সৌজন্যে-বাতাস। বাতাসে হাওয়ার পরিমাণ বাড়লেই ধোঁয়াশা ধীরে ধীরে কমবে। আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকালে ঘন্টায় ৩-৪ কিলোমিটার গতিতে হাওয়া বয়েছে দিল্লিতে। দিল্লিতে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রাজধানীতে ধীরে ধীরে বাড়ছে ঠাণ্ডা।

মধ্যপ্রদেশে জীপ-ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত ৭

সাতনা (মধ্যপ্রদেশ), ৯ নভেম্বর (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের সাতনা জেলায় যাত্রীবোঝাই জীপ ও ডাম্পার-ট্রাকের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৭ জন। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন ৫ জন। মৃতরা প্রত্যেকেই একই পরিবারের সদস্য, তাঁদের মধ্যে একটি শিশুও রয়েছে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

মাতাবাড়িতে পূজা হলেও দেওয়ালী উৎসব হবে না

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৯ নভেম্বর।। আজ সন্ধ্যায় গোমতি জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো আসন্ন দীপাবলি উৎসব উপলক্ষ্যে ত্রিপুরা সুন্দরী মায়ের পূজা সংক্রান্ত এক সাংবাদিক সম্মেলন।

সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা সুন্দরী মায়ের পূজা উপলক্ষে স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশিকা মেনে মায়ের পূজা ও দর্শনের নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করা হয়।মাতাবাড়ি মন্দির পূজা কমিটির পক্ষ থেকে আবেদন করা হয় এই বৎসর করোনা আবহে ঘরে বসেই পূজার লাইভ টেলিকাস্ট দেখার জন্য। দর্শনার্থী বা পূর্ণার্থী যারা আসবেন সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মায়ের দর্শন ও পূজা দিতে হবে।থার্মাল স্ক্যানিং করে পূজা ও মায়ের দর্শন করতে হবে।মন্দির চত্বরে কোন অস্থায়ী দোকান খোলা যাবেনা।কল্যাণ সাগরের পাড়ে সিড়িতে বসে গল্প করা যাবেনা।অন লাইনে মায়ের পূজা ও দর্শনের ব্যবস্থা এই বছর হচ্ছে না।কল্যাণ সাগরের পাড়ে কল্যাণ আরতি খুব স্বল্প পরিসরে পাঁচ জোড়া ঢাকের মাধ্যমে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আগামী ১৪ই নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে।

মাতাবাড়িতে দীপাবলি উপলক্ষে কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে না। অস্থায়ী টয়লেট ও শৌচালয় ও পানীয় জলের টেপের যথেষ্ট সংখ্যায় ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়া অন্যান্য বছর যে রকম নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিলো সে রকমই ব্যবস্থা থাকবে - যেমন ২৮ টি নাকা চেকিং, ২৬টি সি সি ক্যামেরা, ২টি হেল সেন্টার, স্ট্যান্ডবাই থাকবে ১টি অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের গাড়ি , ২ টি এম্বুল্যান্স,৫০০ জন এন এস এস/এন সি সি সোসেবক থাকবে। ১৪ই নভেম্বর সকাল ৮ (আটটা) থেকে ১৫ই নভেম্বর রাত ৯টা পর্যন্ত নো এন্টি থাকবে।দর্শনার্থীর উপস্থিত ভেদে নো এন্টির সময় পরিবর্তন হতে পারে।এখনো পর্যন্ত মাতাবাড়িতে কোন ভি আই পি আসার খবর নেই।

ভি আই পি রোড হিসেবে রমেশ চৌমূহনী- খিলপাড়া- রাজধ্বনগর রেল ব্রিজের পাশ দিয়ে উদয়পুর রেল স্টেশন দিয়ে মাতাবাড়ি স্কুল পর্যন্ত রাস্তাটিকে ধরা হয়েছে।

আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ডি এম গোমতি টি কে দেবনাথ , সিনিয়র ডেপুটি সজল বিস্বাস, এস ডি এম উদয়পুর- অনিরুদ্ধ রায়, বি ডি ও মাতাবাড়ি- সৌরভ দাস , গোমতি জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্বপন অধিকারী , বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ ও রামপদ জমাতিয়া, উদয়পুর পুরপরিষদের পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার , মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুজন সেন, তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তরের তপন দাস , সুমন দাস, বিশ্বজিত বনিক ও গোমতি জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুদীপ পাল। সভায় পৌরহিত্য করেন গোমতি জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্বপন অধিকারী । সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে মন্দির প্রাঙ্গণে একটি অস্থায়ী মিডিয়া সেন্টার স্থাপনের প্রস্তাব রাখা হয় এবং বৈধ পাস থাকা স্বত্তেও সাংবাদিকদের বিভিন্ন এন্টি পয়েন্টে আরক্ষা কর্মী দ্বারা হয়রানি বন্ধের কথা সাংবাদিক সম্মেলনে আলোচিত হয়।

শহীদ বিএসএফ জওয়ানের বাড়িতে গেলেন বিরোধী দলনেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। কাশ্মীর সীমান্তে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে তুলনায় করতে গিয়ে শহীদ হয়েছেন আগরতলার ধনেশ্বর এলাকার সুদীপ সরকার নামে এক বীর জওয়ান। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সর্কার সোমবার শহীদ বীর জওয়ান বাড়িতে গিয়ে তার পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার শহীদ জওয়ান পুত্র স্ত্রী সহ পরিবারের অন্যান্য সঙ্গে কথা বলেন। বিদেশী শক্তির হাত থেকে দেশকে রক্ষার জন্য ধলেশ্বরের যুবক আত্ম বলিদান করায় তিনি তার পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন এ ধরনের দেশপ্রেম বীর জওয়ানরা প্রতিনিয়ত দেখিয়ে যাচ্ছে। বে জওয়ানরা জীবনের বিনিময়ে দেশ ও দেশ মাতৃকাকে রক্ষা করছে। তাদের প্রতি দেশবাসীকে শ্রদ্ধা জানাতে তিনি আহ্বান জানান।প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার বীর শহীদদের বাড়িতে যাওয়ায় সংশ্লিষ্ট পরিবারের লোকজন এবং স্থানীয় বাসিন্দারা সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন।এদিকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বীর শহীদ জওয়ান এর পরিবার প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

আগরতলায় হোটেল আগুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। সোমবার দুপুরে রাজধানীর আগরতলা শহরের হরি গঙ্গা বসাক রোডের একটি হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। সংবাদপত্রে জানা গেছে হোটেলের গ্যাস লাইন থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। অগ্নিকাণ্ডে সঙ্গে সঙ্গে দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে দমকলের দুটি ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। দমকল বাহিনীর কর্মীদের প্রচেষ্টায় দ্রুত আগুন আয়ত্তে আসে।এর ফলে বড় ধরনের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে হোটেল সহ পার্শ্ববর্তী এলাকা গুলি।পুলিশ এবং দমকল বাহিনীর জওয়ানরা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। কেন হোটেলে পাইপলাইন গ্যাস করেছে তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উল্লেখ্য রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন হোটেল রেস্তোরা এবং রেস্টুরেন্ট গুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে জনমনে নানা প্রশ্ন করতে শুরু করেছে।গুরুত্বপূর্ণ এইসব হোটেল-রেস্তোরাঁ ও রেস্টুরেন্টে অগ্নিনিরোধক ব্যবস্থা রয়েছে তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অগ্নিনিরোধক ব্যবস্থা না করেই হোটেল রেস্টুরেন্ট রেস্তুরা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান চালানো হচ্ছে।এর ফলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে।এসব বিষয় খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

সাংবাদিক আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। দুস্কৃতির হামলায় আহত হয়েছেন জাগরণ-এর সাংবাদিক সুনীল দেবনাথ। স্বজনদের সাথে বিবাদের জেরে এই হামলার ঘটনা। রবিবার চন্দ্রপুর আইএসবিটি'র সামনে ঘটনাটি ঘটেছে। এ ব্যাপারে পূর্ব আগরতলা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। আগরতলা প্রেসক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার পূর্ব থানায় গিয়ে ওসির সাথে ঘটনার বিষয়ে আলোচনা করেন। ওসি প্রণব সরকার ও আক্রান্ত সাংবাদিক সুনীল দেবনাথকে আশ্বস্থ করেছেন, খুব শীঘ্রই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হবে। এদিকে, ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস এসোসিয়েশন সাংবাদিক আক্রান্তের ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে।

সোনামুড়ায় কুখ্যাৎ চোর আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ নভেম্বর।। সিপাহী জলা জেলার সোনামুড়া থানার পুলিশ ১ চোরকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। সংবাদ সূত্রে জানা গেছে এক যুবক বাইক নিয়ে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করছিল। তখন ঐ সোনামুড়া থানার পুলিশের টহলদারি বাহিনীর জওয়ানদের মধ্যে সন্দেহ দানা বাঁধতে শুরু করে। পুলিশ সন্দেহভাজন ওই যুবককে বাইক সহ আটক করে।বাইক সহ আটক সন্দেহভাজন যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে শোনাবো থানার পুলিশ।জিজ্ঞাসাবাদের সময় সে চুরির দায় স্বীকার করে। সে অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে মামলা গৃহীত হয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে সে বাইকটি সীমান্তপথ দিয়ে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পুলিশের নজর এড়িয়ে বাইকটি সীমান্ত এলাকা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। উল্লেখ্য সোনামুড়া সীমান্ত দিয়ে প্রতিনিয়ত বাইক সহ বিভিন্ন সামগ্রী বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে। সোনামোড়া সীমান্তটি পাচার বাণিজ্য এবং চোর-ডাকাত ও ছিনতাইকারীদের মৃগায়াক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। সীমান্ত এলাকায় পুলিশ এবং বিএসএফের নজরদারি আরো বাড়ানোর দাবি উঠেছে। পুলিশ এবং বিএসএফ টেকনো নজরদারির ব্যবস্থা করলে অপরাধপ্রবণতা অনেকটাই কমানো যাবে বলেও অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

করোনা-সংক্রমণ ৮৫.৫৩ লক্ষ, ভারতে মৃত্যু বেড়ে ১,২৬,৬১১

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর (হি.স.): ভারতে মারণ করোনাভাইরাসের প্রকোপ অব্যাহত। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৮৫.৫৩ লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-সংক্রমণ। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৮৫,৫৩,৬৫৭-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (রবিবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ৪৯০ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৫,৯০৩ জন। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১,২৬, ৬১১ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৪৮,৪০৫ জন, ফলে এযাবৎ দেশে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৭৯,১৭, ৩৭৩ জন রোগী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৫ লক্ষ ০৯ হাজার ৬৭৩ জন, বিগত ২৪ ঘন্টার মধ্যে কমেছে ২,৯৯২ জন। ৮ নভেম্বর (রবিবার সারা দিনে) ভারতে ৮,৩৫,৪০১টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ৮,৩৫,৪০১টি করোনা-স্যাম্পেলের মধ্যে পজিটিভ এসেছে ৪৫,৯০৩টি স্যাম্পেল, বাকিগুলি নেগেটিভ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, এ পর্যন্ত ভারতে ১১, ৮৫,৭২,১৯২টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ভারতে সুস্থতা বেড়ে ৯২.৫৬ শতাংশ ১২ কোটি ছুঁইছুঁই করোনা-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ৯ নভেম্বর (হি.স.): বাড়তে বাড়তে ভারতে ১১.৮৫ কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষা। সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ১১,৮৫,৭২,১৯২-এ পৌঁছে গেল। একইসঙ্গে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ৮.৩৫ লক্ষের বেশি করোনা-পরীক্ষা করা হয়েছে।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৮ নভেম্বর (রবিবার সারা দিনে) ভারতে ৮,৩৫,৪০১টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত দেশে ১১,৮৫,৭২, ১৯২টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

সুস্থতা যেমন বাড়ছে, তেমনই ভারতে করোনায় মৃত্যুতে রাশ টানাই যাচ্ছে না।

সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১২৬,৬১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৪৯০ জনের।

ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৭,৯১,৭৩,৭৩ জন (৯২.৫৬ শতাংশ)। এই মুহূর্তে ভারতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৫,০৯,৬৭৩ জন করোনা-রোগী (৫.৯৬ শতাংশ)।

বনজ সম্পদ ব্যবহারে জনজাতিদের আর্থ-সামাজিক মান উন্নয়নের পরিকল্পনা নেওয়ার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ৯ নভেম্বর (হি.স.) ।। বনজ সম্পদকে ব্যবহার করে জনজাতি অংশের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার মান উন্নয়ন এবং বনকে কেন্দ্র করে জনজাতিদের জীবিকা নির্বাহের সুযোগ তৈরি করার দিশায় বনদফতরকে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সোমবার সচিবালয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণের অগ্রগতি নিয়ে এক পর্যালোচনা সভায় এ কথা বলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তিনি বলেন, বন ও বনজ সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে ওই সব এলাকায় বসবাসরত জনজাতি পরিবারগুলি স্বনির্ভর হতে পারে। এজন্য চেকড্যাম তৈরি করে জনজাতি পরিবারগুলিকে মাছচাষের সাথে যুক্ত করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, করোনা পরিস্থিতির কারণে বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণে যে ঘাটতি হয়েছে, তা পূরণে এখন দফতরগুলিকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। জাতীয় সড়কের দুপাশে ফুলের গাছ লাগিয়ে সৌন্দর্য বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দিতে হবে। তাঁর দাবি, একবারের জন্য ব্যবহৃত প্লাস্টিক বর্জন সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অব্যবহৃত প্লাস্টিক স্থানীয় ভাবে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে পুনঃব্যবহারযোগ্য করা উচিত। সে-ক্ষেত্রে একবার ব্যবহৃত প্লাস্টিক যেন পুনরায় ব্যবহার না করা হয়, তার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট দফতরকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, সুপারি গাছের খোল থেকে থালা তৈরি করা যেতে পারে। এটি পরিবেশ বান্ধব ও এর বাজারজাতকরণের সুযোগ রয়েছে।

আজকের সভায় মুখ্যসচিব মনোজ কুমার বলেন, বনাধিকার আইনে পাট্টাপ্রাপকদের জমিতে বনায়নের মাধ্যমে তাদের স্বনির্ভর করে তোলার জন্য বনদফতরকে কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। এদিনের সভায় প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক ড় ডি কে শর্মা জানান, চলতি বছরে ৪,৬২৯ হেক্টর এলাকায় নার্সারি গড়ে তোলার কাজ চলছে। তাঁর কথায়, ২০১৯-২০ বছরে ৩, ৯৭৭ হেক্টরে নার্সারি গড়ে তোলা হয়েছে এবং আগামী অর্থবছরে ৮, ৫০০ হেক্টর এলাকায় নার্সারি গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। মুখ্য বনসংরক্ষক আরও জানান, চলতি বছরে ১৭০টি চেকড্যাম তৈরি করার কাজ চলছে। গত বছর ১৩৫টি চেকড্যাম তৈরি করা হয়েছে। আগামী বছর ২০০টি চেকড্যাম তৈরি করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। তিনি আরও জানান, চলতি বছরে ৪৫০টি চেকড্যামে ২৪ লক্ষ মাছের পোনা বনদফতরের উদ্যোগে ছাড়া হয়েছে। চলতি বছরে আগরতলা-সাব্রুম জাতীয় সড়কের ৯২ কিমি এলাকায় রোড-সাইড প্ল্যান্টেশন করা হয়েছে। মুখ্য বনসংরক্ষক আরও জানান, বনকে কেন্দ্র করে ৩৮,২০৮ জন সরাসরি আয়ের সুযোগ পাবেন। শুধুমাত্র বনদফতরের উদ্যোগে মাছচাষ, কাঠের ব্যবহার, ফুলঝাড়ু, বাঁশ সংগ্রহ, বালি সংগ্রহ, রবার, ইকো-ট্যুরিজম ইত্যাদি ক্ষেত্রে তারা এই সুযোগ পাবেন।

এদিনের সভায় এনার্জি অ্যাফিশিয়েন্সি মেজার্স সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে টিএসইসিএল-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এমএস কেলে রাজ্যে ১০ শতাংশ বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। তিনি জানান, এই ব্যবস্থাদি গ্রহণ করার ফলে রাজ্যে ১০.৮৭ শতাংশ বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা গেছে। আগামীদিনেও বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের এই ধারা অব্যাহত রাখতে বিভিন্ন কর্মসূচি সম্পর্কেও তিনি অবহিত করেন। তিনি জানান, ১০০টি বিদ্যালয়ে এলইডি লাইট, টিউবলাইট, ফ্যান লাগানোর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ২৮টি বিদ্যালয়ে কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। বাকি বিদ্যালয়গুলিতেও এই কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

কেলে আরও জানান, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য আটটি গ্রামকে মডেল এনার্জি অ্যাফিশিয়েন্ট ভিলেজ হিসেবে নেওয়া হবে। এই আটটি গ্রামে ২০ হাজার এলইডি বালব সুলভ মূল্যে গ্রাহকদের দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি। তিনি আরও জানান, আগরতলা পুর নিগম এলাকায় ৩৪,২০০টি এলইডি স্ট্রট লাইট এবং রাজ্যের অন্যান্য পুর এলাকায় মোট ৪১,৬১৫টি এলইডি লাইট লাগানো হয়েছে। বিদ্যুৎ সঞ্চয়ের জন্য সচেতনতা বাড়াতে ১,১০০টি ইকো-ক্লাবকে যুক্ত করে সেমিনার কুইজ ইত্যাদি সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করা হয়েছে।

সভায় একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক বর্জন সম্পর্কে জানানো হয় যে, রাজ্যে বর্তমানে প্লাস্টিক থেকে বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনের জন্য ২০টি ইউনিট রয়েছে। প্রতিমাসে ৮২৭ মেট্রিকটন প্লাস্টিকের ব্যাগ, ড্রাম, বালতি, খেলনা দড়ি, দরজা, আসবাবপত্র ইত্যাদি দ্রব্য উৎপাদন করা হচ্ছে। এ সম্পর্কিত আলোচনায় আরও জানানো হয়, প্লাস্টিক বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের ১৭টি ইউনিট বর্তমানে রাজ্যে রয়েছে। বর্তমানে প্রতিমাসে প্রায় ৪৪৫ মেট্রিকটন অব্যবহৃত প্লাস্টিক প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ, ধর্মীয়স্থান, পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকমুক্ত করার বিষয়ে এদিনের সভায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সভায় নগর উন্নয়ন দফতরের সচিব কিরণ গিত্যে পুর এলাকায় কঠিন ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি জানান, আগরতলা পুর নিগম সহ রাজ্যের ২০টি পুর ও নগর এলাকায় মোট ৩১০টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২৯৮টি ওয়ার্ডেই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বাকিগুলিতেও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য দ্রুততার সাথে পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

করোনা-আক্রান্ত অভিনেতা চিরঞ্জীবী, রয়েছেন হোম আইসোলেশনে

বেঙ্গালুরু, ৯ নভেম্বর (হি.স.): কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থেকে রাজনৈতিক নেতা, সেলিব্রিটি-কাউকেই ছাড়ছে না মারণ করোনাভাইরাস। এবার কোভিড-১৯ সংক্রমিত হলেন তেলুগু মেগাস্টার চিরঞ্জীবী। সোমবার অভিনেতা নিজেই জানিয়েছেন, তাঁর করোনা-রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। চিকিৎসকদের পরামর্শ মতো নিজেকে হোক আইসোলেশন রেখেছেন তিনি। একইসঙ্গে অভিনেতার আর্জি, সম্প্রতি তাঁর সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরাও যেন নিজেদের করোনা-পরীক্ষা করিয়ে নেন। গত সপ্তাহেই তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন চিরঞ্জীবী।

টুইট করে চিরঞ্জীবী জানিয়েছেন, প্রোটোকল অনুযায়ী "আচার্য্য" ছবির সেটে যোগ দেওয়ার প্রাক্কালে করোনা-পরীক্ষা করিয়েছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত আমার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। বাড়িতেই নিজেকে কোয়ারেন্টাইনে রেখেছি। আমার সান্নিধ্যে সম্প্রতি যাঁরা এসেছিলেন তাঁরাও করোনা-পরীক্ষা করিয়ে নিন। শীঘ্রই আমার সুস্থতা সম্পর্কে জানাবো।

সম্প্রতি তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন চিরঞ্জীবী। চিরঞ্জীবীর সঙ্গেই ছিলেন অভিনেতা আক্কিনেনি নাগার্জুনা। হায়দরাবাদে বন্যার জন্য মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে যথাক্রমে ১ কোটি ও ৫০ লক্ষ টাকা দান করেছিলেন চিরঞ্জীবী এবং নাগার্জুনা। তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীর হাতে চেক তুলে দেওয়ার সময় অভিনেতাদের মুখে মাস্কও ছিল না।

কান্দাহারে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে মৃত ৪

কাবুল, ৯ নভেম্বর (হি. স.) : আফগানিস্তানের কান্দাহারে গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু হল ৪ জনের। ঘটনায় জখম হয়েছেন আরও ২৪ জন। ঘটনাটি ঘটেছে স্থানীয় সময় রবিবার গভীর রাতে। সূত্র মারফত জানা গেছে, কান্দাহারের মাইওয়ান্দ জেলার শাহরা ব্যাটালিয়নই সন্ত্রাসবাদীদের নিশানায় ছিল। গাড়ি বোমা বিস্ফোরণে সেনা আধিকারিকদের পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। জখমদের কান্দাহারের মীরওয়েইস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, বিস্ফোরণে ২৪ জন জখম হয়েছেন। তার মধ্যে ১৩ জন পুলিশ অফিসার ও ১১ জন সাধারণ মানুষ। যদিও কোনও সন্ত্রাসবাদী সংগঠন এখনও এই হামলার দায় স্বীকার করেনি।

একদিনে পশ্চিমবঙ্গে করোনা আক্রান্ত ৩,৯০৭, সুস্থ হয়েছেন ৪,৩৯৬ জন

কলকাতা, ৯ নভেম্বর (হি স): যত সময় বাড়ছে ততই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। করোনা আতঙ্কে কপালে ভাঁজ পড়ার জোগাড় শহরবাসীর। আক্রান্তের পাশাপাশি বাড়ছে সুস্থতার সংখ্যাও। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৯০৭ জন। আক্রান্তের পাশাপাশি বাড়ছে সুস্থতার সংখ্যাও। একদিনে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৪,৩৯৬ জন সোমবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিনে। স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিনের মাধ্যমে আরও জানা যাচ্ছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হলেন ৩,৯০৭ জন। ফলে রাজ্যে সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৪,০৯,২২১ জন। একদিনে করোনাকে হারিয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৪,৩৯৬ জন। সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন মোট ৩, ৬৭,৮৫০ জন। সংক্রমিতের নিরিখে এখনও পর্যন্ত ৮৯.৮৯ শতাংশ মানুষ করোনাকে হারিয়ে সুস্থভাবে বাড়ি ফিরেছেন। নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ৫৬ জনের। রাজ্যে মোট মৃত্যুর সংখ্যা ৭,৩৫০ জন। এই মুহূর্তে বাংলায় কোভিড-১৯ সক্রিয় রয়েছে ৩৪,০২১ জনের শরীরে। রাজ্যে মোট ৪৯, ৫৯,০৮৭ টি করোনা ভাইরাসের পরীক্ষা করা হয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ৪৪,৩৪৬ স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে করোনার।

দীপাবলিতে দুই ঘন্টা পোড়ানো যাবে আতশবাজি, অমান্য করলেই আইনানুগ ব্যবস্থা

চণ্ডীগড়, ৯ নভেম্বর (হি.স.): সামনেই উৎসবের মরশুম। দীপাবলি, গুরুপূরব, বড়দিন এবং ইংরেজি নতুন বছর। উৎসবের মরশুমে আতশবাজি পোড়ানো নিয়ে নির্দেশিকা জারি করল হরিয়ানা সরকার। মনোহরলাল খাট্টার সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী, দীপাবলি এবং গুরুপূরবে রাত আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত পোড়ানো যাবে আতশবাজি। এছাড়াও বড়দিন এবং ইংরেজি নতুন বছরের রাত ১১.৫৫ থেকে ১২.৩০ মিনিট পর্যন্ত পোড়ানো যাবে আতশবাজি।

হরিয়ানার কোভিড-১৯ পরিস্থিতি নিয়ে এই নির্দেশিকা জারি করেছে রাজ্য সরকার। হরিয়ানার কার্যনির্বাহী কমিটির মুখ্য সচিব নির্দেশিকা জারি করে জানিয়েছেন, কোভিড-১৯ অতিমারি পরিস্থিতিতে রাজ্যের নাগরিকদের স্বাস্থ্যের কথা বিচার করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, দীপাবলি এবং গুরুপূরবে রাত আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত পোড়ানো যাবে আতশবাজি। এছাড়াও বড়দিন এবং ইংরেজি নতুন বছরের রাত ১১.৫৫ থেকে ১২.৩০ মিনিট পর্যন্ত পোড়ানো যাবে আতশবাজি। একইসঙ্গে জানানো হয়েছে, যদি কেউ এই নির্দেশিকা অমান্য করেন তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।